NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক, ক্ষমা চাইলেন প্রতীক উর রহমান

শুভেন্দুর নিরাপত্তা ইস্যুতে হাইকোর্টে মামলা ৩

কলকাতা ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ১৩ ফাল্গুন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ২৫৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.02.2026, Vol.19, Issue No. 256, 8 Pages, Price 3.00

আলিঙ্গনে মোদীকে অভ্যর্থনা নেতানিয়াহুর

জেরুজালেম, ২৫ ফেব্রুয়ারি: দু'দিনের সফরে ইজরায়েলে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে আসেন স্বয়ং বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। বিমান থেকে মোদী নামতেই তাঁকে জড়িয়েও ধরেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। সরকারি সূত্রে খবর, দু'দেশের মধ্যে কৌশলগত সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা, কৃষি ও সন্ত্রাস বিরোধিতার সমন্বয় জোরদার করতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই সফর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তৃতীয় দফায় দায়িত্ব গ্রহণের পরে এটি তাঁর প্রথম ইজরায়েল সফর। নেতানিয়াহুর সঙ্গে বিস্তৃত দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতিও উঠে আসবে আলোচনায়। মোদী সে দেশের সংসদে বক্তৃতাও দেন।

বুধবার ভারতীয় সময় বিকেল ৫টার কিছুক্ষণ আগেই তেল আভিভে অবতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তাঁকে দেখেই 'প্রিয় বন্ধু' সম্বোধন করে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন নেতানিয়াহু। তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী সারা নেতানিয়াহুও ছিলেন। সারা পরনে ছিল গেরুয়া পোশাক। ঘটনাচক্রে, মোদীর পোশাকের পকেট স্কোয়্যারটির রংও ছিল গেরুয়া। বিমান থেকে নেমে নেতানিয়াহুর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়ের পর সারাকে দেখে মোদীকে বলতেও শোনা যায়, 'গেরুয়া!' কথায় কথায় ভারত সম্পর্কে সারা বলেন, 'খুব সুন্দর দেশ।' সেই সময় মোদীর প্রশংসা করতে থাকেন নেতানিয়াহুও। বলেন, 'উনি দুর্দান্ত নেতা।' সরকারি সূত্রে খবর, তেল আভিভে মোদী-নেতানিয়াহুর একটি বৈঠক রয়েছে। সেই বৈঠকের পরেই জেরুজালেমের উদ্দেশে রওনা দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাতের পর মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডলের অ্যাকাউন্টে লেখেন, 'প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এবং তাঁর স্ত্রী আমাকে স্বাগত জানাতে আসায় আমি অত্যন্ত খুশি। দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য মুখিয়ে আছি। ভারত-ইজরায়েলের বন্ধুত্ব যাতে আরও দৃঢ় হয়, সেই চেষ্টাই করা হবে।' নিজের এক্স হ্যান্ডলে নেতানিয়াহু-ও লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী, আপনাকে স্বাগত জানাতে পেরে আমিও ভীষণ আনন্দিত।'

এসআইআরে বাদ যেতে পারে ১.২০ কোটি মানুষের নাম, আশঙ্কা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) নামে রাজ্যের প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ দেওয়া হতে পারে। এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার ভবানীপুরের এক সভায় উপস্থিত ছিলেন তিনি। সেখানেই নিজের বক্তৃতার শেষে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেন। ভবানীপুরে জৈন সম্প্রদায়ের এক অনুষ্ঠানে একাধিক সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন তিনি।

ভবানীপুরকে 'মিনি ইন্ডিয়া' আখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখানে বিভিন্ন প্রান্ত ও সম্প্রদায়ের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে মিলেমিশে বসবাস করছেন। দুর্গাপুজো, দীপাবলি কিংবা বৈশাখী, সব উৎসবেই পারস্পরিক সৌহার্দ্যের ছবি দেখা যায়। প্রশাসন সর্বদা নাগরিকদের পাশে রয়েছে বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি।

অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই একাধিক ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। দুর্ঘটনায় নিহত পরিবারের ২১ জন সদস্যের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন তিনি। জানান, মানবিক কারণে তাঁদের চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম এক বছর মাসিক ১০ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হবে, পরে গ্রুপ-ডি পদে স্থায়ী করা হবে।

মমতা বলেন, 'এসআইআর চলছে, অনেকের ভোটাধিকার বাদ গিয়েছে। আমি দুঃখিত, প্রথমে ৫৮ লক্ষ বাদ দিয়ে দিল। তার পর আবার লুকিয়ে লুকিয়ে বাদ দিচ্ছে, যে রুলস প্রথমে ছিলই না, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নাম করে ৫০ লক্ষ নয়, ৮০ লক্ষ হবে। ২০ লক্ষ ভোটার যদি মারাও গিয়েছে ধরে নিই, তা হলে প্রায় এক কোটি ২০ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ চলে যাবে।'

নির্বাচন কমিশনের এসআইআর প্রক্রিয়ার ত্রুটি নিয়ে তিনি যে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেছেন, তা-ও ভবানীপুরের সভায় উল্লেখ করেছেন মমতা। মমতা বলেন, 'আমি নিজে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করেছি। পিটিশন এখনও পেন্ডিং রয়েছে। আদালতের আদেশের পর বহু দিন কেটে গিয়েছে। আমি জানি না ২৮ তারিখ যে তালিকা প্রকাশ করবে তাতে কী হবে!' তিনি আরও বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের আদেশের পর ১৪ তারিখ পেরিয়ে যাওয়ার পরেও, লুকিয়ে লুকিয়ে এই ছুপা রুস্তমেরা কী করছে? এক কোটি কুড়ি লক্ষ মানুষের নাম বাদ দেওয়া হতে পারে।'

বৈধ ভোটারের নাম যে তিনি কোনও ভাবেই বাদ দিতে দেবেন না আবার তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি মানবতার পক্ষে। এটা দেখতে হবে না কে তৃণমূল, কে বিজেপি, কে সিপিএম। কে হিন্দু, কে মুসলিম, কে শিখ, কে জৈন, কে খ্রিস্টান। আমি শুধু নিশ্চিত করতে চাই যে দেশের গণতন্ত্র যেন সুরক্ষিত থাকে। আর প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে।'

রবিতে রাজ্যে আসছে না কমিশনের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্নের অনুরোধে সাড়া দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সফর স্থগিত রাখল নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদল। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আগামী ১ মার্চ কমিশনের ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার-সহ প্রায় ৮ জন আধিকারিকের পশ্চিমবঙ্গে আসার কথা ছিল। ১ এবং ২ মার্চ জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা ছিল তাঁদের।

কিন্তু বুধবার কমিশনের পক্ষ থেকে ওই বৈঠক স্থগিত করার কথা জানিয়েছে। তারা জানিয়েছে, ওই বৈঠকের পরবর্তী তারিখ জানানো হবে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, রবিবার (১ মার্চ) ইডেনে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট ম্যাচ রয়েছে। তার আগের দিন (২৮ ফেব্রুয়ারি) ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। সিবিএসই এবং আইসিএসই পরীক্ষাও চলছে এখন। ৩ মার্চ রয়েছে দোলযাত্রা। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের অনুরোধে কমিশনের প্রতিনিধিরা সফর স্থগিত রেখেছেন। তাঁর দপ্তরের এক কর্তার কথায়, '২৮ তারিখ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হবে। তার পরের দিন প্রতিনিধিদের রাজ্যে যাওয়ার কথা ছিল। হতে পারে আইনশৃঙ্খলাজনিত কারণেই ওই সফর পিছিয়ে দিতে বলা হয়েছে।'

ফের সুপ্রিমে ৩২ হাজার চাকরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের আলোচনায় প্রাথমিকের ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলা। প্রাথমিকের ৩২ হাজার চাকরি বহাল রাখার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ চাকরিপ্রার্থীরা। শীর্ষ আদালতে স্পেশ্যাল লিভ পিটিশন ফাইল করলেন তাঁরা। মামলাকারীদের দাবি, মানবিকতার যুক্তিতে ৩২ হাজার চাকরি বহাল রাখা 'বেআইনি'। আগামী সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টে মামলার পরবর্তী শুনানির সম্ভাবনা।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলা গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিসরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত টেট পরীক্ষায় প্রায় ১.২৫ লক্ষ প্রার্থী উত্তীর্ণ হন। পর্ষদ ২০১৬ সালে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে এবং ৪২,৯৪৯ জনকে চাকরি দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ ওঠে, এদের মধ্যে প্রায় ৩২,০০০ জন অপ্রশিক্ষিত ছিলেন। আরও গুরুতর অভিযোগ ছিল, যথাযথ ইন্টারভিউ ও অ্যাপটিটিউড টেস্ট ছাড়াই তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

এরপর ২০২৩ সালের মে মাসে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চ রায় দেন যে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল করতে হবে এবং নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। এই রায় ছিল নিয়োগে অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান। এরপরই পর্ষদ ডিভিশন বেঞ্চে যায়, যেখানে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়।

এরপর মামলা সুপ্রিম কোর্টে যায় এবং ফের হাইকোর্টে ফিরে আসে। অবশেষে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ চাকরি বাতিলের রায় খারিজ করে দেন। চাকরি বহাল রাখার নির্দেশ দিতে গিয়ে বিচারপতিরা বলেছিলেন, 'যাঁরা ৯ বছর ধরে কাজ করছেন, তাঁদের পরিবারের কথাও ভাবতে হবে। যাঁরা সফল হননি তাঁদের জন্য সব ড্যামেজ করা যায় না। নয় বছর ধরে কাজ করা শিক্ষকদের চাকরি হঠাৎ বাতিল করলে তাঁদের পরিবার মারাত্মক সমস্যায় পড়বে।' এরপর মানবিকতার দিক বিবেচনা করে তাঁরা চাকরি বহাল রাখেন।

কোন ক্ষেত্রে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট গ্রাহ্য, স্পষ্ট নির্দেশ শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি: আদালতের শুনানিতে ফের উঠল এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গ। মঙ্গলবারের শুনানির পরে বুধবারও সর্বোচ্চ আদালতে কমিশনের তরফে মেনশন করা হল বাংলার এসআইআর মামলার। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী ডিএস নাইডু, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড নিরপেক্ষ নথি হিসেবে গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে আশঙ্কা জানান। উত্তরে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দেয় ঠিক কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড। মঙ্গলবারই শীর্ষ আদালত এই নির্দেশ দেয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 'কাট অফ ডেট' অনুযায়ী ডকুমেন্টস গৃহীত হবে।

বয়স এবং অভিভাবকত্বের প্রমাণপত্র হিসেবে অ্যাডমিট কার্ড জমা নেওয়া যাবে। শীর্ষ আদালত উল্লেখ করে দেয় যে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যে সব নথি জমা পড়েছে, সেটিই গ্রহণ হবে।

এদিকে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড-কে গ্রহণযোগ্য নথি হিসেবে স্বীকার করতে আপত্তি করেন নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী ডিএস নাইডু। এর প্রেক্ষিতে বিচারপতি জয়মাল্য বাগ্চি বলেন, 'মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণের কথা বলা হয়েছিল, কারণ মাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেটে জন্মের তারিখ এবং বাবার নাম থাকে না। মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডে কী আছে, তার সম্পর্কে বাংলার বিচারকরা অবগত। তাই সেই নথির কথা বলা হয়েছে।' পাল্টা কমিশনের আইনজীবী বলেন, 'কিন্তু আধারের মতোই স্ট্যান্ড অ্যালোন নথি হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে না।'

প্রত্যুত্তরে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, 'আমরা মাধ্যমিক পাশ সার্টিফিকেটের কথা উল্লেখ করিনি, কারণ সেটা বাকি নথির মধ্যে রয়েছে। মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড সেটাকে সাপ্লিমেন্ট করবে।' আইনজীবী নাইডু তার জবাবে বলেন, 'সাপ্লিমেন্ট করবে, এস্টাবলিশ করবে না।' আইনজীবী গোপাল সুব্রমণ্যম বলেন, 'মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড তাঁদের কাছেও থাকে, যাঁরা মাধ্যমিকে বসেছেন কিন্তু পাশ করেননি।' বিচারপতি বাগচি এর জবাবে বলেন, 'সেটা কাট অফকে মিট করে না।' এরপরই নথি জমা দেওয়া এবং মাধ্যমিকের পাস সার্টিফিকেটের সঙ্গে অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণ করার নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

সবপক্ষের বক্তব্য শুনে রায়ে কিছুটা পরিমার্জন করে সর্বোচ্চ আদালত। জানানো হয়, 'ইআরও এবং এইআরওদের কাছে ১৫ ফেব্রুয়ারির আগে যে সব নথি জমা পড়েছে, সেই সব নথি তাঁরা বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার মধ্যে প্রিসাইডিং অফিসারের হাতে হস্তান্তর করবেন। মাধ্যমিকের পাশ সার্টিফিকেটের সঙ্গে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড জমা দেওয়া যেতে পারে বয়সের এবং অভিভাবকত্বের প্রমাণপত্র হিসেবে।'

প্রসঙ্গত, এর আগেই রাজ্যের তরফে সওয়াল করা হয়েছিল যে কেন মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড বয়সের নথি গ্রহণ করা হবে না। এক্ষেত্রে বিহারের এসআইআর প্রক্রিয়ায় আধার কার্ডের প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সওয়াল করেছিলেন মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে বৈধ নথি হিসাবে গ্রহণ করার সপক্ষে।

তৃণমূলের প্রার্থীপদ নিয়ে চর্চা

নিজস্ব প্রতিবেদন: চতুর্থবার ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য সামনে রেখে সংগঠন গোছাতে ব্যস্ত তৃণমূল কংগ্রেস। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে দলীয় অন্দরে সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। শীর্ষ নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ মহলের ইঙ্গিত, শেষ কথা বলবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরই আনুষ্ঠানিক তালিকা প্রকাশ পেতে পারে।

দক্ষিণ কলকাতার বেহালা পূর্ব আসনে বর্তমান বিধায়কের পুনরায় প্রার্থীপদ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। আবার মহেশতলা কেন্দ্রেও রদবদলের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না অনেকে। উত্তর কলকাতার একটি আসনে শোভন চট্টোপাধ্যায়কে দাঁড় করানোর আলোচনা চলছে বলেও দলীয় সূত্রের দাবি। বেহালা পশ্চিমে পরিচিত সাংস্কৃতিক জগতের কোনও মুখকে তুলে আনার ভাবনাও রয়েছে।

খনিকর্তার বাড়িতেই টাকার খনি

ভুবনেশ্বর, ২৫ ফেব্রুয়ারি: ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে খনিকর্তা দেবব্রত মোহান্তিকে মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করেছিল ভিজিল্যান্স দপ্তর। এ বার সেই খনিকর্তার বাড়িতে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হল কোটি কোটি টাকা।

ভিজিল্যান্স দপ্তর সূত্রে খবর, খনিকর্তা দেবব্রত মোহান্তি কটক সার্কলের খনি বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর। তাঁর বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন ধরেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠছিল। কয়লা ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে ঘুষ নেওয়ারও অভিযোগও প্রকাশ্যে আসে। বার বার অভিযোগ ওঠায় ওই আধিকারিককে হাতেনাতে ধরার জন্য ফাঁদ পাতেন রাজ্য ভিজিল্যান্স দপ্তরের আধিকারিকেরা। মঙ্গলবার এক কয়লা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় খনিকর্তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন তাঁরা।

তদন্তকারী সূত্রের খবর, ওই ব্যবসায়ীকে সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নিচ্ছিলেন মোহান্তি। তার পরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। খনিকর্তাকে গ্রেপ্তারের পর তাঁর তিনটি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযানে নামে ভিজিল্যান্স। মোহান্তির ভুবনেশ্বরের ফ্ল্যাট, ভদ্রকে তাঁর পৈতৃক বাড়ি এবং কটকে তাঁর চেম্বারে তল্লাশি অভিযান চলে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ভুবনেশ্বরে মোহান্তির ফ্ল্যাটে তল্লাশির সময় একটি ট্রলিব্যাগ এবং আলমারির ভিতর থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, ৪ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। তবে আরও টাকা লুকনো থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছেন তদন্তকারীরা। এ ছাড়াও ১৩০ গ্রাম সোনা উদ্ধার হয়েছে।

প্রোমোটারের খুনে জ্বলছে পিলখানা, বিক্ষোভ-ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রোমোটার খুনে জ্বলছে হাওড়ার পিলখানা। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারির দাবিতে দফায় দফায় বিক্ষোভ স্থানীয়দের। একের পর এক আসবাবে আগুন। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বাইক। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। মৃদু লাঠিচার্জ করা হয় বলেও খবর। এদিকে, এখনও বেপাত্তা দুই দুষ্কৃতী। তাদের গ্রেপ্তারি না হওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ জারি থাকবে বলেই দাবি স্থানীয়দের।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শফিক এলাকায় প্রোমোটারি করতো। প্রোমোটিং সংক্রান্ত কোনও বিবাদের জেরেই এলাকার দুই দুষ্কৃতী হারুন খান ও রফাকাত হোসেন ওরফে রোহিত তাদের পরিচিত মহম্মদ শফিককে গুলি করে খুন করেছে।

পুলিশ এদিন দ্রুত শফিকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এদিকে ঘটনার পরই উত্তেজিত হয়ে পড়েন পিলখানা এলাকার বাসিন্দারা। দেহ দ্রুত ময়নাতদন্তের পর শফিকের বাড়িতে এলে আরও উত্তেজিত হয়ে পড়েন বাসিন্দারা। তাঁরা শফিকের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে অভিযুক্ত রোহিত ও হারুনের বাড়ি ভাঙচুর করেন। এমনকী এদিন সন্ধ্যায় হারুনের বাড়ি থেকে যাবতীয় জিনিসপত্র-সহ তার বাইক বাইরে রাস্তায় বার করে নিয়ে এসে তা ফেলে জ্বালিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। পুলিশ বাধা দিতে গেলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। ঢুকতে দেওয়া হয়নি দমকলের গাড়িও। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‌্যাফ। এমনকি শফিকের দেহ নিয়ে অভিযুক্তদের কড়া শাস্তির দাবি তুলে পিলখানার মোড়ে রাস্তা অবরোধও করেন বাসিন্দারা। বুধবার রাত পর্যন্ত দেহ নিয়ে জিটি রোড অবরোধ করে রাখেন বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হন হাওড়া সিটি পুলিশের পদস্থ কর্তারা।

বুধবার মহম্মদ শফিকের দাদা জাহিদ খান বলেন, 'আমার ছোটো ভাই ভালো ছেলে ছিল। এলাকায় প্রোমোটিং করে। দুই দুষ্কৃতী হারুন ও রোহিত আমার ভাইকে আচমকা গুলি করে খুন করলো। কী কারণে খুন হতে হলো ভাইকে তা তদন্ত করে দেখুক পুলিশ।'

রাজ্য পুলিশে ফের রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বুধবার রাজ্য পুলিশে ফের একদফা রদবদল করা হয়েছে। এই দফায় মোট ৫২ জন আধিকারিককে বদলির নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে একাধিক জেলার জেলার ডেপুটি পুলিশ সুপার, বিভিন্ন মহকুমার এসডিপিও, ও কমিশনারেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিকরা রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের অবিলম্বে নতুন কর্মস্থলে যোগ দিতে বলা হয়েছে।

পুলিশ ডিরেক্টরেটের জারি করা আদেশে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ এস্টাব্লিশমেন্ট বোর্ডের অনুমোদনের ভিত্তিতে এই ট্রান্সফার ও পোস্টিং কার্যকর করা হচ্ছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৪/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫২৩০ নং এফিডেভিট বলে আমি Arnab Dutta ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Amar Sankar Dutta ও Amar Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৩/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৪৯৯৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Khayrul Mallick S/o. Sabur Mallick ও Khayrun Mallick S/o. S. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫১৯৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Sikha Pramanik W/o. Bishnu Pramanik ও Sikha Pramanick W/o. Bishnu Pramanick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৪৯৯৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Tanmay Dey S/o. Lakshinarayan Dey ও Tanmay Kr. Dey S/o. Lt. Lakshmi Narayndey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

রাজ্যপাল সম্মানিত
রাজজ্যোতিষী
ইন্দ্রনীল মুখার্জ্জী
Call : 98306-94601 / 90518-21054

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৬ শে র ফেব্রুয়ারি। ১৩ ই ফাল্গুন। বৃহস্পতি বার। দশমী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র বিংশোত্তরী মঙ্গলর মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

(বীর সাভারকার প্রয়াণ দিবস)

নাম-পদবী

গত ২৫/০২/২০২৬, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ২১৯৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Fakruddin (old name) S/o. Mainuddin Khan, R/o. Satghariya, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Md Fakruddin নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Fakruddin Khan (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Fakruddin Khan & Md Fakruddin S/o. Mainuddin Khan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Sarbari Khatun.

নাম-পদবী

গত ২৫/০২/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Siraj Lutfar Rahman S/o. Lutfar Fazlul ও Siraj L Rahman S/o. Latfar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Ranjit Ram S/o. Kashinath Ram গত ইং ০৯/০৫/২০১১ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Md. Irfan Hossain নামে পরিচিত হইয়াছি। ০৬/০২/২০২৬ তারিখে নোটারী পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ১৯০ নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Irfan Hossain ও Ranjit Ram S/o. Kashinath Ram R/o. Pratappur, Chinsurah, Hooghly-712103, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৮ নং এফিডেভিড বলে আমি Ruksana Begum W/o. Sekh Fajal Ali, হাল সাকিম কাগনান, মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, সাবেক সাকিম কৃষ্ণরামপুর, চুয়াডাঙ্গা, চন্ডীতলা, হুগলী-৭১২৭০৫, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regd. no. 229, dt. 29/06/2012) আমার পুত্রের ও পুত্রের পিতার/আমার স্বামীর সঠিক নাম Sekh Jisan Ali S/o. Sekh Fajal Ali-এর পরিবর্তে Sk. Jisan Ali S/o. Sk. Fajal Ali লিপিবদ্ধ আছে। আমার পুত্র ও পুত্রের পিতা/আমার স্বামী Sekh Jisan Ali S/o. Sekh Fajal Ali & Sk. Jisan Ali S/o. Sk. Fajal Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

আমি Dilip Kumar Narayanbhai Patel পিতা- LT. Narayan Patel ঠিকানা (Permanent) A-202/Floor-2, Coral Heights opposite Shikhar Heights, Althan Bhimrad, Surat, India resident at Vill+P.O-Palashipara, P.S- Tehatta, Dist- Nadia, Pin- 741155 গত 25/02/26 তারিখে আলিপুর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে Dilip Kumar Narayanbhai Patel ও Dilip Patel একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রী **সোমনাথ সাঁতরা** পিতা স্বপন সাঁতরা, সাকিম মন্ডলাই পশ্চিমপাড়া, ইলছোবা মন্ডলাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬, মহাশয় বিগত ইং ১৪/১২/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06817/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **ইমরান মোস্তাফা** পিতা মরহুম আব্দুল ওদুদ মন্ডল, সাকিম জয়পুর রোড, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **ইমরান মোস্তাফা** মহাশয় বিগত ইং ২০/০১/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00326/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **তসলিমা বিবি** স্বামী সফিক সেখ, সাকিম তালবোনা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, হাল সাকিম ৬৩ সেক্ট-১, ধার রোড, গ্রীনপার্ক কলোনী, ইন্দর, মধ্যপ্রদেশ-৪৫২০০২, মহাশয়াকে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই **তসলিমা বিবি** মহাশয়া বিগত ইং ২৬/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03798/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে (**মহঃ মফিজুর রহমান** পিতা মহঃ মরিয়ার রহমান, সাকিম পান্ডুয়া সাতঘড়িয়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) নিম্ন তপশীল ভুক্ত ৮.৬৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মন্ডলাই, ৩৭ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. ১২৭৭ তথা হাল এল.আর. ৩০৬২ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২১১৭ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৪ শতকের মধ্যে ১৩ শতক তন্মধ্যে ৮.৬৬ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি বর্তমান ক্রেতা **মহঃ মফিজুর রহমান** পিতা মহঃ মরিয়ার রহমান, আমার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি - **মহঃ মফিজুর রহমান (ক্রেতা)**

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমার প্রকৃত নাম Sabir Uddin Paik, পিতা- Md Mataleb Paik, গ্রাম- রামনগর, পোঃ- গুমুকবেড়িয়া, থানা- কুলপি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, গত ১০/০২/২০২৬ তারিখে আলিপুর ১ম শ্রেণীর এলডি বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দাখিলকৃত একটি হলফনামা (3448/26) বলে আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে - ক) ২০০৩ সালের কুলপি বিধানসভার ভোটার তালিকায় আমার নাম ভুলবশত Sagirahaman Khan হিসেবে নথিবদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে **Sabir Uddin Paik** এবং **Sagirahaman Khan** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি। খ) একইভাবে, আমার স্ত্রীর প্রকৃত নাম Amiran Bibi। উক্ত ভোটার তালিকায় তাঁর নাম ভুলবশত Amiran Ali Khan, স্বামী- Sagirahaman Khan হিসেবে নথিবদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে **Amiran Bibi** এবং **Amiran Ali Khan** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং তিনি আমারই স্ত্রী।

সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে আমার মক্কেল শ্রী অনির্বাণ সেনগুপ্ত মূল রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল নং ৩৪২-২০০২ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর আলিপুর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কর্তৃক সম্পাদিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৭৪/৯/২৫, যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা- ৭০০০৩২ সম্পর্কিত বহনের সময় হারিয়ে ফেলেছেন, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গলফ গ্রিন থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ১৫১৯ তারিখ ২৪.০২.২০২৬ দাখিল করেছেন।

কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিষয়ে কোনও দাবি বা দলিল পেয়ে থাকলে ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিঞ্চন সাহা
অ্যাডভোকেট
টি২৪, ৪র্থতল, ১৯ নেতাজি সুভাষ রোড,
কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : ৯৮৭৪৭৪৭৩৪৯

PUBLIC NOTICE

That my clients Abdullaha Sekh lost/misplaced the original Deed vide Being No. 5092/2011 registered at DSR-I Burdwan which was in his custody. GDE Lodged at Burdwan PS Vide GDE No.3661, Dated 25/02/26. If anyone has any objection contact me with relevant documents within 7 days. Thereafter no claim will be accepted.

Pranayan Chandra
Advocate
(Insta Legal Services)
Mobile : 8777407081
Email: **instalegalservices@gmail.com**

সাধারন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **(১) শিবপ্রসাদ কুণ্ডু** পিতা- নিরঞ্জন কুন্ডু । **(২) চম্পা কুন্ডু** স্বামী- শিবপ্রসাদ কুণ্ডু। মহাশয়গন ইং ২০২৫ সালে বিষ্ণুপুর এ.ডি.এস.আর অফিসের ১২৬৩ নং কোবালা দলিলমূলে থানা জয়পুর ১১৫ নং জে.এল ভুক্ত ভরতপুর মৌজার এল, আর ৯৮৪, ৩৮৮ নং দাগের সম্পত্তি ও ইং ২০২৫ সালে বিষ্ণুপুর এ.ডি.এস.আর অফিসের ৩৬৯১ নং কোবালা দলিলমূলে থানা জয়পুর ১১৫ নং জে.এল ভুক্ত ভরতপুর মৌজার এল. আর ১০০২, ৯৯০ নং দাগের সম্পত্তি (৩) **শুভ্রপ্রকাশ মারিক**, পিতা-রামচন্দ্র মারিক সকলের সাং শুকজোড়া। পোঃ- গেলিয়া, থানা- জয়পুর, জেলা-বাঁকুড়া, ৭২২১৫৪ মহাশয়গন ইং ২০২৫ সালে বিষ্ণুপুর এ.ডি. এস.আর অফিসের ১২৬৫ নং কোবালা দলিলমূলে থানা জয়পুর ১১৫ নং জে.এল ভুক্ত ভরতপুর মৌজার এল. আর ২৪৯ নং দাগের সম্পত্তি ১) কৃষ্ণদাস মন্ডল, পিতা- রামকিঙ্কর মন্ডল। ২) আশীষ কুমার রায়। ৩) অসীম কুমার রায় ৪) অশোক কুমার রায় পিতা- ৺ঘনশ্যাম রায়। ৫) অতসী দাস, স্বামী অপু দাস। সাং+পোঃ+থানা- বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, ৭২২১২২ ৬) **তুলসী সেবাই** স্বামী সুবল সেবাই ৭) **চন্দনা নায়ক** স্বামী সুকুমার নায়ক ৮) **সুপ্রিয়া মজুমদার** স্বামী লক্ষীকান্ত মজুমদার ৯) **গোপা ঘোষ** স্বামী মনোরঞ্জন ঘোষ। উক্ত ১নং হইতে ৯ নং দাতাগন ইংরাজী ২০২১ সালের বিষ্ণুপুর এ.ডি.এস.আর অফিসের ১৬ নং আমমোক্তার নামামূলে **তপন কুমার মন্ডল ও নিমাই দাস মন্ডল** (পিতা - ৺রামকিঙ্কর মন্ডল। সাং+পোঃ +থানা- বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, ৭২২১২২) কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। ও ১০) **শিবানী মন্ডল** স্বামী নিতাই দাস মন্ডল। ১১) বিপাশা বিষ্ণু স্বামী- সঞ্জয় বিষ্ণু উক্ত ১০ নং হইতে ১১ নং দাতাগন ইংরাজী ২০২৩ সালের বিষ্ণুপুর এ.ডি.এস.আর অফিসের ৩২১৯ নং আমমোক্তার নামামূলে **মনিষা মন্ডল ঘোষ** (পিতা- ৺নিতাইদাস মন্ডল, স্বামী- অরবিন্দ ঘোষ ওরফে অরবিন্দু ঘোষ সাবেক সাং+পোঃ+থানা- বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, ৭২২১২২) কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। আমমোক্তারনামাপত্রের দাতাগন সকলে জীবিত ও সুস্থ আছেন। উপরোক্ত আমমোক্তার আইনত বলবৎ রহিয়াছে ও উপরোক্ত আমমোক্তার দলিলখানি রহিত করা হয়নি। উপরোক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে জয়পুর বি.এল.আর.ও অফিসে অথবা নিমোক্ত ঠিকানায় জানাইবেন।

TAMJID KHAN (Advocate)
F/1527/1368/2021, Mob- 7980809734

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলীর
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া
২০২৪ সালের- ৮৬ নং মোকর্দ্দমা।

দরখাস্তকারী – শ্রী বলরাম সিন্হা, পিতা-৺সত্যরঞ্জন সিন্হা সাং- বৈঁচীগ্রাম, চড়কতলা, পোঃ- বৈঁচীগ্রাম, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন নং- ৭১২১৩৫।

এতদ্বারা সকল কে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সাকিম- গ্রাম ও পোঃ- বৈঁচীগ্রাম থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলীর অন্তর্গত গত – ২৮/১০/২০২১ তারিখে পরলোক গত **গোবিন্দ মোহন সিন্হা**-এর ত্যক্ত নিম্ন তফশীলে বর্ণিত সম্পত্তির সাকসেশন সার্টিফিকেটের নিমিত্তে দরখাস্তকারী উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

উক্ত **৺গোবিন্দ মোহন সিন্হা** মহাশয়ের নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তির সম্পর্কে সাকসেশন সার্টিফিকেটের বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর দ্বারা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের -৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন অন্যথায় আদালত কর্তৃক উক্ত মোকর্দ্দমা একতরফা বিচারের জন্য গৃহীত হইবে।

// তপশীল //

১) স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, মগরা/হুগলী শাখায় সেভিংস অ্যাকাউন্ট নং- ১০৯৯১৪৭৮৮০৩ এ জমা রাশি - ১,৫৯,৭০২.৭৬ টাকা তৎসহ সুদ। ২) স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, মগরা হুগলী শাখায়, এফ ডি অ্যাকাউন্ট নং- ৩০৫৬২৪৫১৩৯৩, মূল্য- ৫০,০০০ টাকা তৎসহ সুদ। ৩) স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মগরা, হুগলী শাখায় টি ডি অ্যাকাউন্ট নং- ৩০৫৬২৪৫২১৭১, মূল্য- ৫০,০০০ টাকা তৎসহ সুদ। ৪) স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মগরা হুগলী শাখায় টি ডি অ্যাকাউন্ট নং- ৩০৭০৫৪১০৩৭৮ মূল্য- ৪৫,২৬৪ টাকা তৎসহ সুদ। ৫) স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মগরা, হুগলী শাখায় টি ডি অ্যাকাউন্ট নম্বর - ৩০৭০৫৪১১১৩৪, মূল্য- ৫০,০০০ টাকা তৎসহ সুদ। ৬) স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মগরা, হুগলী শাখায় টি ডি অ্যাকাউন্ট নং- ৩০৭০৫৪১১৭১৩, মূল্য- ৫০,০০০ টাকা তৎসহ সুদ। ৭) স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মগরা, হুগলী শাখায় টি ডি অ্যাকাউন্ট নং- ৩০৭০৫৪১২৩২১, মূল্য- ৫০,০০০ টাকা তৎসহ সুদ।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
সঞ্জয় বন্দোপাধ্যায় (উকিলবাবু)
হুগলী জেলা জজ আদালত সদর চুঁচুড়া।

আদালতের অনুমত্যনুসারে
পার্থসারথি পাল (সেরেস্তাদার)
হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত সদর
চুঁচুড়া। ২৫/১১/২৫

সাধারন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **(১) সুকুমার গুপ্ত** পিতা-৺কালিপদ গুপ্ত **(২) অঞ্জন কুমার গুপ্ত** পিতা দিলীপ গুপ্ত **(৩) উত্তম গুপ্ত** পিতা -৺কালিপদ গুপ্ত মহাশয়গন ইং ২০২৫ সালে বিষ্ণুপুর এ.ডি.এস.আর অফিসের ১৭৯৭ নং কোবালা দলিলমূলে থানা জয়পুর ৯৭ নং জে.এল ভুক্ত পড়াশে মৌজার এল, আর ৪২৮ নং দাগের সম্পত্তি ও **(৪) দিবস কুমার চন্দ্র** পিতা - ৺ষষ্ঠীচরন দত্ত মহাশয় ইং ২০২৫ সালে বিষ্ণুপুর এ.ডি.এস.আর অফিসের ১৭৯৮ নং কোবালা দলিলমূলে থানা জয়পুর ৯৭ নং জে.এল ভুক্ত পড়াশে মৌজার এল, আর ৪২৮ নং দাগের সম্পত্তি ও **(৫) তাসমিনা মন্ডল বেগম** স্বামী সেখ আনন্দ মন্ডল সকলের সাং পড়াশিয়া, পোঃ- বাসুবাটী, থানা- জয়পুর, জেলা- বাঁকুড়া, ৭২২১৫৪ মহাশয় ও মহাশয়া গন ইং ২০২৫ সালে বিষ্ণুপুর এ.ডি.এস.আর অফিসের ২৫৮২ নং কোবালা দলিলমূলে থানা জয়পুর ৯১ নং জে.এল ভুক্ত ছাতিনা মৌজার এল, আর ১৪৮১,১৪১২,১৪৭৯ নং দাগের সম্পত্তি ও **(১) নন্দিতা মুখার্জ্জী** স্বামী তাপস মুখার্জ্জী। **(২) সুনন্দা ব্যানার্জ্জী** স্বামী সুশান্ত ব্যানার্জ্জী উক্ত ১ নং হইতে ২ নং দাতাগন ইংরাজী ২০০৮ সালের কোতুলপুর এ.ডি.এস.আর অফিসের ১৯ নং আমমোক্তার নামামূলে **সুজিত কুমার গাঙ্গুলী** (পিতা- ৺অর্দ্ধেন্দু শেখর গাঙ্গুলী সর্ব্ব সাং- ৩৯/১ ডাঃ নীলমনি সরকার স্ট্রিট,পোঃ নপাড়া, থানা- বরাহনগর, জেলা কলিকাতা, ৭০০০৫০) কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। আমমোক্তারনামাপত্রের দাতাগন সকলে জীবিত ও সুস্থ আছেন। উপরোক্ত আমমোক্তার আইনত বলবৎ রহিয়াছে ও উপরোক্ত আমমোক্তার দলিলখানি রহিত করা হয়নি। উপরোক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে জয়পুর বি.এল.আর.ও অফিসে অথবা নিমোক্ত ঠিকানায় জানাইবেন।

TAMJID KHAN (Advocate)
F/1527/1368/2021, Mob- 7980809734

বিজ্ঞপ্তি

IN THE 1st COURT OF CIVIL JUDGE (SR. DIV.), MEDINIPUR
T.S. NO. 393 OF 2023
Sri Shakti Pada Mandal & others
....................Plaintiffs
Vs.
Sk. Rabiul Islam & others
.... Defendants

এতদ্বারা **শ্রীমতী সোমাশ্রী সামন্ত দত্ত**, স্বামী শ্রী অতুল দত্ত, সাকিন-ফতেবাড়, পোস্ট- লোওয়াদা, থানা- ডেবরা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর মহাশয়ের উদ্দেশ্যে জানানো যায় যে, **শ্রী শক্তিপদ মণ্ডল**, পিতা স্বর্গীয় পরমেশ্বর মণ্ডল, সাকিন- নরহরিপুর, পোস্ট- লোওয়াদা, থানা- ডেবরা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ও অন্যান্যরা, মহামান্য প্রথম সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন), পশ্চিম মেদিনীপুর আদালতে নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তি লইয়া T.S. No. 393/2023 নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমা **শ্রীমতী সোমাশ্রী সামন্ত দত্ত** ৬ নং বিবাদী হইতেছেন।

উক্ত নং মোকর্দ্দমা আগামী 04.05.2026 তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত বিষয়ে আপনার কোন বক্তব্য থাকে তাহা হইলে, আগামী ধার্য্য তারিখে মহামান্য আদালতে আসিয়া তাহার বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক শুনানি হইবে।

SCHEDULE- A : Within District Paschim Medinipur, P.S. - Debra, Mouza Naraharipur, J.L. No. 139 Plot No. 95 Measuring 0.11 Acre 11 Dec.

SCHEDULE- B : Registered Deed of Sale being No. 2989/2014, Executed on 27.06.2014 Registered on 19.09.2014, registered before A.D.S.R. Balichak .

আদেশানুসারে,
Supriya Patra (Sheristadar)
1st Court of Civil Judge
(Sr. Div.), Midnapore

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমুহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সাংবাদিক নিগ্রহে সরব শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার গোলাবাড়ি থানা এলাকার পিলখানা রোডে প্রকাশ্যে গুলি চালিয়ে এক ব্যক্তিকে খুনের ঘটনাকে ঘিরে রাজ্য-রাজনীতিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজে দুই ব্যক্তিকে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে বলে দাবি। অভিযুক্তদের শাসক দলের সক্রিয় কর্মী এবং স্থানীয় বিধায়ক গৌতম চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে; এমন অভিযোগ উঠেছে বিরোধী শিবিরের তরফে। ঘটনাস্থলে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকদের উপর হামলার অভিযোগও সামনে এসেছে। এক চিত্র সাংবাদিককে প্রথমে ভয় দেখানো হয় বলে দাবি। পরে এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদককে ঘিরে মারধর করা হয়, যার জেরে তিনি গুরুতর আহত হন।

এই প্রেক্ষাপটে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সামাজিক মাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি লেখেন, ‘গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ আক্রান্ত হতে আবার প্রমাণিত হল, পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন নয়, শাসকের আইন চলে।’ তাঁর আরও বক্তব্য, ‘আমি সাংবাদিকদের উপর প্রাণঘাতী হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। রাজ্যের অপদার্থ পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকে ধিক্কার জানাই। অপদার্থ, তোষণবাজ, দুষ্কৃতীরাজের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই চলবে।’

‘বিধায়কের সঙ্গে ঘুরলে ধর্ষণ করলে বা গুলি চালালে পুলিশ তাঁকে ধরবে না’

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিধায়কের সঙ্গে ঘুরলে ধর্ষণ করলে কিংবা গুলি চালালে পুলিশ তাঁকে ধরবে না। বুধবার পানিহাটিতে গৃহ সম্পর্ক অভিযানে অংশ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। প্রসঙ্গত, এদিন হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার পিলখানায় প্রকাশ্যে ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুন করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজে খুনে অভিযুক্ত একজনকে স্থানীয় বিধায়কের বাইকে চেপে ঘুরতে দেখা গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, তৃণমূল বিধায়কের সঙ্গে ঘুরলে ধর্ষণ করলে কিংবা গুলি চালালে পুলিশ তাঁকে ধরবে না।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করেই দেদার পুকুর ভরাট হচ্ছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রতিটি ওয়ার্ডে জলাশয় বুজিয়ে অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে। এলাকায় পুকুর ভরাটের বিনিময়ে কাউন্সিলররা পয়সা নেয়। আরজি কর হাসপাতালে খুন হওয়া চিকিৎসক অভয়া এই পানিহাটির বাসিন্দা। এই প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, এই বিধানসভা কেন্দ্র তৃণমূলকে ক্ষমা করবে না। তৃণমূলকে উপযুক্ত জবাব দেবে এই বিধানসভা কেন্দ্র। আরজি কর-কাণ্ডে এখানকার বিধায়কের ভূমিকা মানুষ দেখেছে। আসন্ন নির্বাচনে পানিহাটির মানুষ নিশ্চিতরূপে এর জবাব দেবে।

তাঁর দাবি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোট না হলে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে। তিনি জানান, বঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে বছরে দুটো গ্যাস সিলিন্ডার ফ্রিতে দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, বেকার ভাতা দিয়ে কতদিন চলবে? অধিকাংশ মহিলা দাবি করেছেন, বেকার ছেলে-মেয়েদের জন্য কর্মসংস্থান চাই। তিনি জানান, বিজেপি ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের চেয়ে আরও বেশি টাকা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের মাধ্যমে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে।

পাটচাষে বড় স্বস্তি, বাড়ল সহায়ক মূল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়ানোর প্রস্তাবে সিলমোহর পড়েছে। ২০২৬-২৭ মরশুমে টিডি-৩ মানের পাটের জন্য কুইন্টালপ্রতি মূল্য ধার্য হয়েছে ৫,৯২৫ টাকা। সরকারি হিসেবে, এই দর চাষের গড় ব্যয়ের তুলনায় প্রায় ৬১.৮ শতাংশ বাড়তি আয় নিশ্চিত করবে। গত বছরের তুলনায় কুইন্টালপ্রতি ২৭৫ টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষক মহলে আশাবাদ তৈরি হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রকের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, ‘উৎপাদন খরচ মাথায় রেখে লাভজনক দাম নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য। পাটচাষিদের আয় স্থিতিশীল রাখতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ তাঁর দাবি, গত এক দশকে পাটের সহায়ক মূল্য উল্লেখ যোগ্য হারে বেড়েছে, যা কৃষিক্ষেত্রে নীতিগত ধারাবাহিকতার ইঙ্গিত বহন করে।

দেশের মোট পাট উৎপাদনের সিংহভাগ আসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। ফলে হুগলি, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ গ্রামীণ অঞ্চলে এই সিদ্ধান্তের সরাসরি প্রভাব পড়বে। কৃষক সংগঠনের এক প্রতিনিধি প্রতিক্রিয়ায় জানান, ‘ন্যায্য দাম পেলে চাষে আগ্রহ বাড়বে, গ্রামাঞ্চলের অর্থচক্রও গতিশীল হবে।’ কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৪ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে পাটচাষিদের প্রাপ্য বাবদ ১,৩৪২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, যা আগের দশকের তুলনায় অনেক বেশি। নতুন ঘোষণায় রাজ্যের পাটভিত্তিক অর্থনীতিতে গতি আসবে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

কৃষিক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ ব্যবহার বৃদ্ধিতে লক্ষ্য রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কৃষিক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যে প্রথম সৌরবিদ্যুত চালিত মিডিয়াম ডিপ টিউবওয়েল প্রকল্প চালু হয়েছে। রাজ্যের জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং ব্লকের দেবহোগ এলাকায় পরীক্ষামূলক ভাবে এই প্রকল্প চালু হয়েছে। এই সৌরচালিত প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫০ বিঘা কৃষিজমিতে সেচের ব্যবস্থা হবে। উপকৃত হবেন মোট ৩৫৮ জন চাষি। ইতিমধ্যেই ১৩০ বিঘা জমিতে সেচ পরিষেবা দেওয়া শুরু হয়েছে। এর মধ্যে ৬০ বিঘায় ধান, ৪০ বিঘায় রজনীগন্ধা এবং ৩০ বিঘায় সবজি চাষ হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্প, স্প্রিংকলার ও টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। নদিয়ার খিসমা এলাকায় ৬টি লাইট ডিউটি টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। সুন্দরবনের লবণাক্ত এলাকায় সৌরচালিত ড্রিপ সেচ ব্যবস্থাও চালু হয়েছে বলে জলসম্পদ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এই ধরনের প্রকল্পে ডিজেল পাম্পের উপর নির্ভরতা কমবে। ফলে চাষের খরচ ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রশাসনের দাবি, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় এই প্রকল্প কৃষকদের আয়ের পরিধি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সফল হলে রাজ্যের অন্যান্য এলাকাতেও এই মডেল বিস্তারের ভাবনা রয়েছে। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রকল্পে ৬টি মাউন্টিং স্ট্রাকচারের উপর ৩৬টি সৌর প্যানেল বসানো হয়েছে। মোট ক্ষমতা ১৯,৮০০ ওয়াট পিক। গোটা প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৪৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। লক্ষ্য, পরিবেশবান্ধব, নির্গমনহীন ও সাশ্রয়ী সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

বিদ্যুৎ গেলেও থামবে না মেট্রো, ব্লু লাইনে নতুন শক্তির ভাণ্ডার

নিজস্ব প্রতিবেদন: হঠাৎ বিদ্যুৎ বিপর্যয় হলেও আর সুড়ঙ্গে আটকে থাকবে না ট্রেন। ব্যাক-আপ শক্তির আধুনিক ব্যবস্থায় বড় পদক্ষেপ নিল মেট্রো রেল। বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ ব্লু লাইনের সেন্ট্রাল স্টেশনে চালু হল ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (বিইএসএস)। পূর্ব ভারতে এই প্রথম এবং ভারতীয় রেলের ক্ষেত্রেও এটি নজিরবিহীন উদ্যোগ।

৪ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এই ব্যবস্থায় ৬.৪ মেগাওয়াট-ঘণ্টা লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রিড বিভ্রাট ঘটলে সুড়ঙ্গের মাঝপথে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনকে ঘণ্টায় ৫৫ কিলোমিটার বেগে পরবর্তী স্টেশনে পৌঁছে দিতে পারবে এই সঞ্চিত শক্তি। পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ স্টেশনের বায়ুচলাচল ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও সচল থাকবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেনারেল ম্যানেজার এসএস মিশ্র ও শীর্ষ আধিকারিকরা। মিশ্র বলেন, ‘এই প্রযুক্তি যাত্রী নিরাপত্তা ও নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবায় নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ঝুঁকি কার্যত শূন্যে নামবে।’ রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, উন্নত রসায়নভিত্তিক এই ব্যাটারির আয়ু প্রায় ১৪ বছর। জ্বালানি দক্ষতা বাড়ার ফলে কার্বন নিঃসরণও কমবে, বিদ্যুৎ খরচে সাশ্রয় হবে। নগর পরিবহণে টেকসই শক্তি ব্যবহারের পথে এই পদক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে পরিবহণ মহল।

বাগনানে শিশু চুরির চেষ্টার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: বুধবার দুপুরে হাওড়া বাগনান থানার খাদিনান ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় শিশু চুরির চেষ্টার অভিযোগকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। এই ঘটনায় এক মহিলাকে গণপিটুনির হাত থেকেও উদ্ধার করে আটক করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর দুটো নাগাদ ওই এলাকায় এক নাবালিকাকে লজেন্সের প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে মাঝ বয়সি ওই মহিলা। নাবালিকা চিৎকার করলে এলাকার লোকজন ছুটে এসে ওই মহিলাকে ধরে ফেলে এবং তাকে বেঁধে রাখে পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাগনান থানার পুলিশ। সেখান থেকে ওই মহিলাকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে প্রাথমিকভাবে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ওই মহিলা মানসিক ভারসাম্যহীন নাকি সত্যি সত্যি শিশু অপহরণকারী তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

স্বল্প সঞ্চয়ে শীর্ষে বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বল্প সঞ্চয়ে ফের দেশের শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের আওতাধীন বিভিন্ন ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে জমার অঙ্কের নিরিখে প্রথম স্থান দখল করেছে বাংলা। ডাক বিভাগের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে মোট জমা পড়েছে প্রায় ২ লক্ষ ৬ হাজার কোটি টাকা। দ্বিতীয় স্থানে মহারাষ্ট্র, ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা। তৃতীয় স্থানে উত্তরপ্রদেশ, ১ লক্ষ ৫২ হাজার কোটি টাকা। ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের হার দেশজুড়ে কমছে বলে যখন উদ্বেগ বাড়ছে, সেই প্রেক্ষিতে বাংলার এই সাফল্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা।

রাজ্যে সবচেয়ে বেশি টাকা জমা হয়েছে মান্থলি ইনকাম স্কিমে, ৬৬ হাজার ১৪৯ কোটি টাকা। দ্বিতীয় স্থানে টাইম ডিপোজিট বা এক থেকে পাঁচ বছরের মেয়াদি আমানত, ৬০ হাজার ৯২৮ কোটি টাকা। রেকারিং ডিপোজিটে জমা পড়েছে ১৪ হাজার ১০৯ কোটি টাকা এবং পিপিএফে ৯ হাজার ৬০৮ কোটি টাকা।

তবে অ্যাকাউন্ট খোলার নিরিখে এগিয়ে তামিলনাড়ু। সেখানে মোট অ্যাকাউন্টের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ। দ্বিতীয় স্থানে উত্তরপ্রদেশ, ৩ কোটি ১৩ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গে অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ২ কোটি ২১ লক্ষ ৬২ হাজার। অর্থাৎ অ্যাকাউন্টের সংখ্যা কম হলেও জমার পরিমাণে এগিয়ে বাংলা। অ্যাকাউন্ট-পিছু গড় জমার অঙ্ক বেশি বলেই এই সাফল্য। রাজ্যে সবচেয়ে বেশি খোলা হয়েছে পোস্ট অফিস সেভিংস অ্যাকাউন্ট, ৮৪ লক্ষ ৮০ হাজার। তার পরে রেকারিং ডিপোজিট; ৫০ লক্ষ ২০ হাজার। উল্লেখযোগ্য, রেকারিং ডিপোজিটই একমাত্র প্রকল্প যেখানে এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারেন শুধু মহিলারা। কমিশনের হারও সবচেয়ে বেশি, চার শতাংশ। অর্থনীতিবিদদের মতে, ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের প্রবণতা যখন সার্বিক ভাবে নিম্নমুখী, তখন ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে বাংলার শীর্ষস্থান আর্থিক সচেতনতারই ইঙ্গিত দেয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৩ ফাল্গুন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার

শুভেন্দুর নিরাপত্তা ইস্যুতে হাইকোর্টে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা ঘিরে নতুন করে আইনি লড়াই শুরু হল। অভিযোগ, পূর্বে সতর্কবার্তা থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি। এই প্রেক্ষিতে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে বিষয়টি উত্থাপন করেন বিরোধী দলনেতার আইনজীবী। আদালত মামলার আবেদন গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের সামনে আচমকা উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, এক সংগঠনের কর্মীরা বিক্ষোভ দেখানোর সময় শুভেন্দুকে লক্ষ্য করে জুতো নিক্ষেপ করেন। পরিস্থিতি দ্রুত অশান্ত হয়ে ওঠে। সেই সময় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা নেয় বলেই দাবি আবেদনকারীর।

বিক্ষোভের মাঝেই শুভেন্দুর প্রতিক্রিয়া ছিল কড়া। তিনি বলেন, 'এই বিএলও-রা তো স্থায়ী, সব ছবি তোলা থাকছে, মে মাসের পর উলটো করে ঝোলানো হবে!' এই মন্তব্য ঘিরেও রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, বিরোধী শিবিরের জনসমাবেশে শাসক দলের সমর্থকদের উপস্থিতি রুখতে ইতিমধ্যেই একটি জনস্বার্থ মামলা বিচারাধীন। তার মধ্যেই নিরাপত্তা প্রশ্নে ফের আদালতের দ্বারস্থ হওয়ায় রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তীব্র হয়েছে।

আজ মন্ত্রিসভার বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে বৃহস্পতিবার ফের বসছে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক। বিকেল ৪টা ৪০ মিনিট নাগাদ বৈঠক শুরু হওয়ার কথা। বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল। সূত্রের খবর, নিয়োগ, কর্মচারী সংক্রান্ত উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত এবং শিল্পের জন্য জমি বরাদ্দ সংক্রান্ত ছাড়পত্র; একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এদিন সিদ্ধান্ত হতে পারে। ভোটের আগে কিছু প্রশাসনিক প্রস্তাবে চূড়ান্ত সিলমোহর দেওয়া হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলছে।

মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজ্যে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতে পারে বলে জল্পনা চলছে। সে ক্ষেত্রে বৃহস্পতিবারের বৈঠকই কি বর্তমান মন্ত্রিসভার শেষ বৈঠক? নাকি মার্চের প্রথম সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও একটি বৈঠক ডাকবেন? তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। নির্বাচনের আগে শেষ পর্যায়ের প্রশাসনিক প্রস্তুতির নিরিখে এই বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলির দিকে এখন নজর থাকছে রাজনৈতিক মহলেরও।

মিলন উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: দোলযাত্রা ও হোলি উপলক্ষে সর্বধর্মের মানুষের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২ মার্চ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত হবে 'দোলযাত্রা, হোলি ও মিলন উৎসব' শীর্ষক এই অনুষ্ঠান। কলকাতা পুরসভা, পর্যটন দপ্তর এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর যৌথভাবে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করছে। উল্লেখ্য, এবছর বাংলায় দোলযাত্রা পালিত হবে ৩ মার্চ।

অনুষ্ঠানে গান, নৃত্য-সহ সাংস্কৃতিক পর্ব থাকবে। কলকাতার মাড়ওয়াড়ি ও গুজরাতি সম্প্রদায়ের তরফে ডান্ডিয়া নৃত্য পরিবেশনের সম্ভাবনাও রয়েছে। কলকাতা পুরসভা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনগুলিকে আমন্ত্রণ জানাবে। একই ভাবে জেলা স্তরেও বিভিন্ন সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানাবে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর।

মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক, ক্ষমা চাইলেন প্রতীক উর রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিপিআই(এম) ছেড়ে ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেওয়ার পর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে আলোচনার কেন্দ্রে প্রতীক উর রহমান। প্রাক্তন দল ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একের পর এক প্রকাশ্য সমালোচনার জেরে বিতর্ক ঘনীভূত হয়। বিশেষ করে ছাত্র সংগঠন নিয়ে তাঁর এক মন্তব্য ঘিরে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি আসে। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নিজের বক্তব্য 'অনিচ্ছাকৃত ভুল' বলে স্বীকার করে নিলেন তিনি।

এক সাক্ষাৎকারে প্রতীক দাবি করেছিলেন, একটি ছাত্র সংগঠন নিষিদ্ধ ও জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। সেই মন্তব্যের প্রতিবাদে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সেখ ইমরান হোসেন বলেন, ত্প্রতীক উর রহমান এসআইও সম্পর্কে দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেছে। আমি তার মানসিক সুস্থতা কামনা করি। অবিলম্বে ক্ষমা না-চাইলে, আমরা আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।দ

এরপরই প্রতীকের স্পষ্টীকরণ। তাঁর কথায়, তসিমি বলতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত ভাবে এবং অসাবধানতার কারণে এসআইও বলেছি।দ তিনি আরও যোগ করেন, আমার এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে যদি কোনও ব্যক্তির মনে আঘাত লাগলে অথবা কোনও সংগঠনের সম্মানহানি হয়ে থাকলে আমি দুঃখিত।

উল্লেখ্য, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি তিনি সিপিআই(এম)-এর প্রাথমিক সদস্যপদ ত্যাগের ইচ্ছাপত্র দেন। পরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতায় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে দলীয় পতাকা গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক মহলে ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

স্থায়ী ডিজি নিয়োগে তালিকা চাইল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে স্থায়ী ডিজিপি নিয়োগের জন্য নামের তালিকা চেয়ে পাঠাল কেন্দ্র। সম্প্রতি ইউপিএসসি রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে ডিজিপির শূন্য পদে নিয়োগের জন্য ২০২৬ এর ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ডিজি পদে উন্নীত সব আইপিএসের নাম পাঠাতে হবে। ইউপিএসসির চিঠি পেয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তর প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। জানা গেছে, তেলেঙ্গানায় ডিজিপি নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য তেলেঙ্গানা সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট ইউপিএসসিকে নির্দেশ দিয়েছে যে ক'টি রাজ্যে ডিজিপি পদ শূন্য রয়েছে, সেই সব রাজ্য থেকে নতুন করে তালিকা চেয়ে পাঠাতে হবে। আগামী শুক্রবারের মধ্যে এই তালিকা ইউপিএসসির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। জানা গেছে এই তালিকায় ১ নম্বর রয়েছে অনুজ শর্মার নাম। তিনি এখন ডিজি ফায়ার পদে রয়েছেন। এছাড়াও ওই তালিকায় রয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযূষ পাণ্ডে, ডিজি হোমগার্ড এনআর বাবু, ডিজি কারেকশনাল সার্ভিস সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, ডিরেক্টর সিভিল ডিফেন্স সঞ্জয় সিং-সহ ৮ আইপিএসের নাম।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব কুমার অবসর নেন। সেই সময় রাজ্য থেকে সময়মতো তালিকা ইউপিএসসিকে পাঠানো হয়নি এই কারণ দেখিয়ে স্থায়ী ডিজিপি নিয়োগে অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেয় কেন্দ্র।

ঋণখেলাপের নোটিস বিধায়ক সোহমকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিনেমা তৈরির জন্য টাকা নিলেও সেই টাকা প্রতিশ্রুতি মতো ফেরত দেননি বিধায়ক-অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী। এই অভিযোগেই তাঁর কাছে গেল আইনি নোটিস। সূত্রে খবর, তিনি শাহিদ ইমাম নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৬৮ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। সেই টাকা তিনি পরিশোধ করেননি। যদিও সোহমের দাবি, টাকা ফেরত দেওয়া নিয়ে আগেও কথা হয়েছে। ভোটের আগে তাঁর চরিত্র কালিমালিপ্ত করার জন্যই এই ধরনের নোটিস পাঠানো হয়েছে। বাংলায় যখন বিধানসভা নির্বাচন দরজায় কড়া নাড়ছে, তখন তার ঠিক আগে শাসক দলের একজন বিধায়ক তথা অভিনেতার বিরুদ্ধে এহেন ঋণখেলাপের নোটিস যাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে।

যে নোটিস পাঠানো হয়েছে বিধায়ক সোহমকে, সেখানে উল্লেখ রয়েছে, ২০২১ সালের ২৯ জুলাই তাঁর আর শাহিদ ইমামের মধ্যে একটি বাংলা সিনেমা তৈরি নিয়ে লিখিত চুক্তি হয়। সম্ভবত সেই সিনেমার নাম রাখা হত 'মানিকজোড়'। সেই মোতাবেক শাহিদ ইমাম ১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে রাজি হন। প্রথম ধাপে শাহিদ ৬৮ লক্ষ টাকা সোহম চক্রবর্তীকে দেন তিনি। তার লিখিত চুক্তিও হয়। কিন্তু সেই সিনেমা পরবর্তীতে তৈরি হয়নি। সোহম কোনওভাবেই প্রযোজনায় কোনও আগ্রহ দেখাননি, স্ক্রিপ্ট চূড়ান্ত করা, সময় নির্ধারণ করা- কোনও কাজই এগোয়নি বলে অভিযোগ।

তিলজলা শুটআউট-কাণ্ডে পুলিশের জালে বাবা-ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিলজলা শুটআউট-কাণ্ডে কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার দু'জন। মঙ্গলবার গভীর রাতে কলকাতা থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় অভিযুক্ত মহম্মদ সলমন ও তাঁর বাবা মহম্মদ আনওয়ারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের থেকে দু'টি তাজা কার্তুজ-সহ একটি ম্যাগাজিন ও বন্দুক বাজেয়াপ্তও করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। অন্য দিকে, ঘটনাস্থলটি সম্পূর্ণ ঘিরে রাখা হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে।

লালবাজার সূত্রে খবর, সোমবার শুটআউটের ঘটনার পর গা ঢাকা দেয় দুই অভিযুক্ত। অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশের তরফ থেকে চলতে থাকে তল্লাশি। এরপরই মঙ্গলবার গভীর রাতে তদন্তকারীদের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, অন্ধকারে শহর ছাড়ার পরিকল্পনা করেছে দুই অভিযুক্ত। সঙ্গে এ-ও জানতে পারেন তাঁরা তিলজলা ২ নম্বর রেলগেটের কাছে রয়েছে। সেই অনুসারে ভোর প্রায় ৩টে নাগাদ এলাকার একটি রিকশা স্ট্যান্ডে অভিযান চালায় পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় বাবা-ছেলেকে।

উল্লেখ্য, সোমবার গভীর রাতে পূর্ব কলকাতার বেনিয়াপুকুর থানা এলাকার তিলজলা রোডে শুটআউটের ঘটনা ঘটে। ঠান্ডা পানীয় চুরির অভিযোগ ঘিরে পাড়ার বচসায় মহম্মদ নিয়াজ ওরফে রাজা নামে এক যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ ওঠে সলমনের বিরুদ্ধে। ওই যুবকের পায়ে দু'টি গুলি লাগে। আহত অবস্থায় তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ আধিকারিকরা জানতে পারেন, সোমবার বিকেলে এই ঘটনার সূত্রপাত। এখানেই একটি দোকান চালান এক প্রৌঢ়া। দোকানের সামনে রেফ্রিজারেটরে সাজানো থাকে ঠান্ডা পানীয়ের বোতল। প্রৌঢ়া হঠাৎই দেখেন, দু'টি বোতল ঠান্ডা পানীয় উধাও। এর পরই তিনি এলাকার এক তরুণের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। ওই তরুণের মা তা অস্বীকার করে প্রতিবাদ জানান। তখন প্রৌঢ়া সালিশির জন্য পাশের পাড়া থেকে সুরজ নামে এক যুবককে ডেকে নিয়ে আসেন। মল্লিকবাজারের একটি গ্যারাজের কর্মী মহম্মদ নিয়াজ ওরফে রাজা অন্য পাড়ার বাসিন্দাকে সালিশির জন্য কেন ডাকা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। শুরু হয় হালকা বচসা। তবে তা কিছুক্ষণের মধ্যে মিটেও যায়। এরপর সন্ধ্যার পর একই বিষয় নিয়ে ফের বচসা শুরু হয়। সলমনের বাবা অন্য পাড়া থেকে সুরজকে ডেকে নিয়ে আসার পক্ষে কথা বলেন। তা নিয়েই নিয়াজের সঙ্গে সলমনের বাবার বচসা হয়। নিয়াজকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয় তার ছেলে সলমন।

নিয়াজের পরিবারের লোকেরা জানান, রাত একটার পর সলমন নিয়াজকে কথা বলার জন্য ডেকে পাঠায়। বাড়ি থেকে বাইরে বের হওয়ার পরই তাঁরা গুলির শব্দ পান। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তিও করা হয়। সেখানে হয় অস্ত্রোপচারও। সূত্রের খবর, অভিযুক্ত সলমন পুরনো ডাকাতির ঘটনার অভিযুক্ত। বোমায় তার একটি পা উড়ে গিয়েছে। আর এদিনের এই ঘটনায় বাবা ও ছেলেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

রাজ্যে হিংসা-দুর্নীতিতে কড়া বার্তা রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক পরিবেশ নিয়ে স্পষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বুধবার কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বাংলায় হিংসা ও দুর্নীতি ক্যানসারের রূপ নিয়েছে, তাকে সমূলে উৎপাটন করা দরকার।' তাঁর মতে, অতীতের একাধিক নির্বাচনে অশান্তির অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি শান্তিপূর্ণ ভোটের পক্ষে সওয়াল করছেন। ঐতিহ্য ও সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা বহনকারী ওই কর্মসূচিতে ছাত্রছাত্রী ও বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যপাল বলেন, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ভিত শক্ত না হলে সমাজে স্থায়ী অগ্রগতি সম্ভব নয়। তরুণদের দেশের উত্তরাধিকারের সঙ্গে যুক্ত থাকার আহ্বান জানান তিনি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কেরলের নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, 'কেরল বিধানসভা আগেই প্রস্তাব নিয়েছিল, কেন্দ্র অনুমোদন দিয়েছে। এটি স্বাগতযোগ্য সিদ্ধান্ত। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত।'

বসন্তেই গ্রীষ্মের অনুভূতি, বাড়বে তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফাগুনের শুরুতেই নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্তের জোড়া প্রভাবে ভিজেছে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। মঙ্গলবার গভীর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত ছিটেফোঁটা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে সাময়িকভাবে নেমেছিল তাপমাত্রা। তবে আবহাওয়া দপ্তর স্পষ্ট জানিয়েছে, এতে শীতের প্রত্যাবর্তনের কোনও ইঙ্গিত নেই। বরং, ধাপে ধাপে ঊর্ধ্বমুখী হবে পারদ।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস বলেন, 'এই বৃষ্টির সঙ্গে শীত ফেরার কোনও সম্পর্ক নেই। পয়লা মার্চ থেকে প্রাক-গ্রীষ্মের আবহ স্পষ্ট হবে।' তাঁর ব্যাখ্যা, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত শুষ্ক পরিস্থিতিই বজায় থাকবে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯ থেকে ২১ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে এবং দিনের তাপমাত্রা ৩১-৩২ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছবে। কলকাতায় আকাশ সকালে মেঘলা থাকলেও দুপুরের পর পরিষ্কার হবে। ইতিমধ্যেই তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী। আগামী কয়েক দিনে দুই থেকে তিন ডিগ্রি পর্যন্ত বৃদ্ধি সম্ভব।

উত্তরবঙ্গে চিত্র খানিক আলাদা। পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে, উঁচু অঞ্চলে তুষারপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে সেখানেও ধীরে ধীরে উষ্ণতা বাড়বে। সমতল উত্তরবঙ্গেও পারদ চড়ার প্রবণতা শুরু হয়েছে। আবহবিদদের মতে, শীতের অধ্যায় কার্যত শেষের পথে।

বুধবার জৈন মনস্তম্ভে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় এদিন তিনি লেখেন, 'আজ, আমার সৌভাগ্য হয়েছে জৈন মনস্তম্ভ এবং সন্ত কুটিয়া গুরুদ্বার প্রবেশদ্বার উদ্বোধন করার, যা বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্থায়ী প্রতীক এবং প্রতিটি জাতি, ধর্ম, শ্রেণি, ধর্ম এবং ভাষার প্রতি এর চিরন্তন শ্রদ্ধা।'

ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞাই বদলে গেছে বামপন্থীদের কাছে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে দল ছেড়েছেন ব্যারাকপুর তালবাগান শাখার বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা অরূপকুমার ভট্টাচার্য। যদিও অরূপবাবু জানিয়ে দিয়েছেন, এই মুহূর্তে তিনি অন্য কোনও দলে যোগ দিচ্ছেন না। সেই দলত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিপিএমকে নিশানা করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বলেন, সিপিএম এখন দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একটা ভাগ তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ সেলিম। আর একটা ভাগ যাঁদের সেলিম সাহেব ধর্মনিরপেক্ষতার নামে নতুন পাঠ শেখাচ্ছেন। তাঁর দাবি, সনাতনীদের এখন সিপিএমে জায়গা কিংবা গুরুত্ব নেই। অরূপদার মতো অনেকের মনে ব্যথা আছে। অনেকেই ঘরে বসে গিয়েছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার দুটো ভাগ সিপিএমের অনেকেই মানতে পারছেন না। তাঁর বক্তব্য, বর্তমানে সিপিএমে ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা বদলে গিয়েছে। অরূপদা এটা মেনে নিতে পারছেন না। তাই অরূপদা দল ছেড়েছেন।

বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, অরূপদার বাড়িতে সেলিম সাহেব ছাড়াও সিপিএমের অনেক বড় বড় নেতার যাতায়াত ছিল। ২০-২৫ দিন আগে সেলিম সাহেব অরূপদার বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁর কথায়, অরূপদা বুঝতে পেরেছেন, এই দলে তাঁর মর্যাদা নেই। প্রাক্তন সাংসদ আরও বলেন, ভোট এলেই সিপিএমের স্লোগান হয়, নো ভোট টু বিজেপি। কিন্তু এবারের নতুন স্লোগান, নো ভোট টু তৃণমূল। তাঁর দাবি, ২০১৯ সালের মতো হাওয়া ঘুরছে। কারা তৃণমূলকে হারাতে পারে, মানুষ সেটাই খুঁজছে। যদিও মানুষ এটা বুঝতে পেরেছেন, তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়ছে একমাত্র বিজেপি। সিপিএমত্যাগী অরূপকুমার ভট্টাচার্যকে বিজেপিতে আসার আহ্বান করেছেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তিনি বলেন, উনি রাজনীতি করা লোক। তাই ওঁর রাজনীতিতে থাকা উচিত।

পিছোল আখতারের বিরুদ্ধে চার্জগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর দুর্নীতি মামলায় সিবিআই বিশেষ আদালতে হল না আখতার আলির বিরুদ্ধে চার্জগঠন। কারণ, বুধবার মামলা থেকে অব্যাহতি চান আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার। তার বিরোধিতা করেছে সিবিআই। মামলার পরবর্তী শুনানি ২৭ মার্চ।

সূত্রে খবর, বুধবার আরজি কর দুর্নীতি মামলায় সিবিআই আদালতে চার্জগঠন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল। প্রথম থেকে এই মামলার সঙ্গে যুক্ত আলিপুর সিবিআই আদালত-২ এর বিচারক এসআইআরের কাজে নিযুক্ত। সিবিআই আদালত-১ এর বিচারক চার্জে ছিলেন। কিন্তু এদিন মামলাটি আদালতে শুনানির জন্য ওঠার পর মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেন আখতার আলির আইনজীবী। সিবিআই বিরোধিতা করে পালটা পিটিশন দাখিল করেছে। এরপর শুনানি এগোয়নি।

আরজি কর মামলা

আরজি কর দুর্নীতি মামলায় 'হুইসল ব্লোয়ার' হিসেবে উঠে এসেছিল আখতার আলির নাম। তিনি এই দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হন। হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই ও পরে ইডি তদন্ত শুরু করে। গ্রেপ্তার হন আরজি করের প্রাক্তন সুপার সন্দীপ ঘোষ-সহ ৪ জন। মামলা এগোনোর পর আখতারের বিরুদ্ধেই দুর্নীতিতে জড়িয়ে থাকার অভিযোগ ওঠে। বারবার হাজিরা এড়িয়ে যাওয়ায় আদালত তাঁকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেয়। অনেক টালবাহানার পর আদালতে আত্মসমর্পণ করেন আখতার। অসুস্থতার কথা জানিয়ে জামিনের আবেদন করেন তিনি। সেই আবেদন খারিজ করে আদালত। জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই থেকে জেল হেপাজতেই রয়েছেন তিনি। অন্য দিকে, এই মামলায় সন্দীপ ঘোষ-সহ অন্যান্য অভিযুক্তরাও জেলে রয়েছেন।

প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ ডলার-সহ ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের আগেই খাস কলকাতায় প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ ডলার-সহ গ্রেপ্তার তিন যুবক। ধৃতদের কাছ থেকে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে পার্ক স্ট্রিট থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ভিনরাজ্যের এই যুবকদের। তাঁদের বুধবার আদালতে পেশ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকদের নাম সায়ন দাস, মহম্মদ আসাদ ও ফিরোজ খান। তিন জনই মুম্বইয়ের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ সন্দেহজনকভাবে তিন জনকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে। সন্দেহ হতেই তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন পুলিশ আধিকারিকরা। এরপরই তাঁদের কাছে থাকা ব্যাগ দেখতে চান তদন্তকারীরা। ব্যাগ খুলতেই নজরে আসে ভিতরে থাকা থরে থরে সাজানো ডলার। পুলিশ জানিয়েছে, প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ মূল্যের ডলার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এত টাকা কোথা থেকে এল, তা জিজ্ঞাসা করায় ধৃতরা জানান, তাঁরা একটি মুদ্রা এক্সচেঞ্জ অফিসে কাজ করেন। সেই সূত্রেই টাকা নিয়ে মুম্বই যাচ্ছেন। পুলিশ আধিকারিকরা উপযুক্ত নথি দেখতে চান। তা দেখাতে পারেননি যুবকরা। তারপরই বেআইনি অর্থ পাচারের অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ।

২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত তালিকা, সময়ে কাজ শেষ করা নিয়ে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানিয়ে দিয়েছে, ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতেই হবে। তবে প্রয়োজনে পরে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করে নতুন নাম যুক্ত করার সুযোগ থাকবে। কিন্তু সেই অতিরিক্ত তালিকা কবে প্রকাশ পাবে, তা স্পষ্ট করেনি শীর্ষ আদালত।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে দাবি, প্রায় ৬০ লক্ষ অভিযোগ এখনও ঝুলে রয়েছে। হাতে সময় অতি সীমিত। এক কর্তা বলেন, 'এক হাজারের বেশি বিচারবিভাগীয় আধিকারিক কাজ নিলে এবং প্রত্যেকে দিনে গড়ে ২৫০টি আবেদন খতিয়ে দেখলে প্রায় কুড়ি দিনে নিষ্পত্তি সম্ভব।' যদিও তিনি এ-ও স্পষ্ট করেন, 'ভোটের আগে সম্পূরক তালিকা প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়।'

এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে গঠিত কমিটির। জানা গিয়েছে, রাজ্য ২০২ জন আধিকারিকের নাম পাঠালেও প্রয়োজন কমপক্ষে ২৯৪ জন। ঘাটতি মেটাতে ভিনরাজ্য থেকেও আধিকারিক আনার পথ খুলে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, 'মনোনয়ন জমার দিন পর্যন্ত যাঁদের নাম তালিকায় থাকবে, তাঁরাই ভোট দিতে পারবেন।' এদিকে তথ্যগত অসঙ্গতি, অচিহ্নিত ভোটার ও অভিযোগের পাহাড়; সব মিলিয়ে নির্বাচনের আগে পরিস্থিতি যথেষ্ট চাপের। এখন নজর, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কতটা কাজ শেষ করা যায়।

সম্পাদকীয়

মিনারেল ওয়াটারের আড়ালে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা

প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছিল। রাস্তার পাশের দোকান থেকে নামী কোম্পানির স্টিকার দেওয়া জলের বোতল কিনেছিলেন। কিন্তু সিল খুলে জল গলায় ঢাললেন। কিছুক্ষণ পর থেকেই শহরীরে অস্বস্তি শুরু। ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। রক্তবমি শুরু হয় পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর দোলতলার বাসিন্দা বছর ছাপ্পান্নর জয়জিত মহন্তের। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে পুলিশ যে দোকান থেকে ওই জলের বোতল কেনা হয়েছিল, সেই দোকানদারকে পাকড়াও করে। অসুস্থ জয়জিত আপাতত কলকাতার এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, নামী কোম্পানির জলের বোতলে ছানা কাটানোর বিষাক্ত তরল রাসায়নিক ভরা ছিল। দোকানদার ওই বোতলই ভুল করে দিয়েছিলেন। পুলিশি জেরায় দোকানদার প্রণব সরকার ভুল স্বীকার করে নেন। এখন দোকানদারের কী শাস্তি হবে তা আইনি বিষয়। কিন্তু এটা তো মারাত্মক ভুল, দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ। এর কোনও ক্ষমা নেই। কিন্তু পানীয় জলের মতো মানুষের অতি প্রয়োজনীয় একটি পণ্য নিয়ে কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যে যা চলছে তা কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক। মিনারেল ওয়াটারের নামে আমাদের আশপাশের দোকানগুলিতে যা দেদার কেনাবেচা চলছে তা পানীয় হিসেবে কতটা উপযুক্ত তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। কারণ, সাধারণভাবে এসব কোম্পানিগুলির ওপর সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির কোনও নজরদারিই নেই। অতএব আইন কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে দেদার মিনারেল ওয়াটারের নামে বোতলে ভরে যা খুশি বিক্রি। খাওয়ার জল বলে যা আমরা প্রতিদিন কিনছি, তার মধ্যে কটা গুণমানে উত্তীর্ণ বলা কঠিন। খাতায় কলমে এই কোম্পানিগুলির জল নির্দিষ্ট ল্যাবে পরীক্ষা করে রিপোর্ট নিতে হয়। সেই শংসাপত্র পেলেই তবে ওই জল পানীয় হিসেবে বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, কটি সংস্থা এসব নিয়মকানুন মেনে চলে? কারা নিয়মিত নিয়ম মেনে জল টেস্ট করায়? কোনও ঘটনা ঘটলেই এসব ঘটনা উঠে এসেছে একাধিকবার। ধরা পড়ার পর কয়েকদিন হইচই, তারপর যে কে সেই। এভাবেই আমরা প্রতিদিন ধীরে ধীরে বিষাক্ত জল খেয়ে চলেছি। শরীরে বাসা বাঁধছে রোগ। কিন্তু ভ্রুক্ষেপহীন প্রশাসন।

শব্দছক ৮৪

রবি দাস

১		২	■	৩			
	■	৪			■	■	■
	■		■	৫		৬	
৭	৮	■	■		■		■
■		■	৯	■	■	১০	১১
১২				■	১৩	■	
■	■	■	১৪			■	
১৫				■	১৬		

পাশাপাশি: ১. প্রদীপ ঘুরিয়ে দেবতা বরণ ৩. সামান্য কিছু সংখ্যক ৪. মন্দিরের কোণে স্তম্ভাকৃতি উঁচু চূড়া ৫. পদ্মফুল ৭. নৃপতি ১০. মশক ১২. উপঢৌকন ১৪. রান্না ১৫. আস্থাহীনতা ১৬. বর দান করে যে

ওপর-নিচ: ১. একসঙ্গে গল্পগুজব করে সময় খরচ ২. অন্ধকার ৩. হাত-তালি ৬. রক্ত আভাযুক্ত ৮. যন্ত্রচালিত বড় জলযান ৯. বারাণসী ১১. রাজকুমার ১৩. দৈত্য

সমাধান ৮৩ — পাশাপাশি: ১. সতিদাহ ৪. মামদো ৬. খালি ৭. রজন ৯. অকালবরষা ১১. মহতি ১৪. রসনা ১৬. বদ আচরণ ১৯. কানন ২০. কান্ত ২১. লকার ২২. পাট্টাদার

ওপর-নিচ : ১. সখাসম ২. তিলি ৩. হরকা ৪. মানব ৫. দোভাষা ৮. জলদ ৯. অতি ১০. রভস ১২. হলুদ ১৩. বচন ১৪. রণ ১৫. নামান্তর ১৬. বর্তুল ১৭. আকার ১৮. রণপা ২০. কাদা

আজকের দিন

- **১৮১৫** — নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এলবা দ্বীপে নির্বাসন থেকে পালিয়ে আসেন।
- **১৯৯৩** — ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের পার্কিং গ্যারেজে বোমা বিস্ফোরণে ছয়জন নিহত এবং ১,০০০ জনেরও বেশি আহত হয়।
- **২০১৯** — পুলওয়ামা হামলার পর ভারত পাকিস্তানের বালাকোটে সন্ত্রাসী শিবির লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালায়।

জন্মদিন

লীলা মজুমদার

১৯০৮	বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের জন্মদিন।
১৯২২	বিশ্বের চলচ্চিত্রাভিনেতা মনমোহন কৃষ্ণার জন্মদিন।
১৯৯৪	বিশিষ্ট কুস্তিগীর বজরং পুনিয়ার জন্মদিন।

প্রত্যেক সনাতনীদের গৃহেই থাকে তেত্রিশ কোটি দেবতা

গঙ্গাজলকে পরম পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে গঙ্গাজলের সমস্ত পাপ দূর করার এবং পরিবেশকে পবিত্র করার ক্ষমতা রয়েছে। তাই ঠাকুরঘর পরিষ্কার করার পর গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেওয়া অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। ঠাকুরঘর পরিষ্কার করার পর গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলে সেই স্থানের সমস্ত নেতিবাচক শক্তি দূর হয়ে যায়, সেখানে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এটি শুধু পরিবেশকেই পবিত্র করে না, সেই সঙ্গে মন ও আত্মায় শান্তিও প্রদান করে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলে ঘরে দেবত্ব আসে। এটি ঈশ্বরকে খুশি করার একটি সহজ উপায়। ঘরে সুখ, শান্তি এবং সৌভাগ্য নিয়ে আসে গঙ্গাজল। তাই, পরিষ্কার করার পর সব সময় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে ঠাকুরঘর সর্বদা পবিত্র থাকে।

প্রদীপ মারিক

হিন্দুদের প্রত্যেক জনের বাড়ি ই এক একটা মন্দির, এখানেই বিরাজ করেন তেত্রিশ কোটি দেবতা। প্রত্যেক দিন তিনবেলা করে আরাধনা করা হয়। এটাই সনাতনী চেতনা। এটাই সনাতন ধর্ম। সব কিছুর ঊর্ধে হিন্দু ধর্ম মানুষের জন্য, কারণ হিন্দু ধর্ম ঈশ্বর সৃষ্টি কোন মনুষ্য সৃষ্টি নয়।

হিন্দু শাস্ত্র মতে বিশ্বাস করা হয় যে ঠাকুর ঘরে তিন জন দেবীর মূর্তি রাখা হয় পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় রাখার জন্য এতে অর্থনৈতিক উন্নতিও ঘটে। সেই সঙ্গে অন্য কারোর খারাপ দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়। সেই জন্য ভুলেও এই তিন দেবীর মূর্তি তিনটে ঠাকুর ঘরে রাখে না হিন্দুরা। মা দুর্গার তিনটে রূপের আলাদা আলাদা ছবি রাখা চলে না। একই নিয়ম মানতে হয় দেবী লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর ক্ষেত্রে। কারণ এই নিয়ম না মানলে ভাগ্য খারাপ দিকে ঘুরে যেতে সময় লাগে না।

গঙ্গাজলকে পরম পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে গঙ্গাজলের সমস্ত পাপ দূর করার এবং পরিবেশকে পবিত্র করার ক্ষমতা রয়েছে। তাই ঠাকুরঘর পরিষ্কার করার পর গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেওয়া অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। ঠাকুরঘর পরিষ্কার করার পর গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলে সেই স্থানের সমস্ত নেতিবাচক শক্তি দূর হয়ে যায়, সেখানে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এটি শুধু পরিবেশকেই পবিত্র করে না, সেই সঙ্গে মন ও আত্মায় শান্তিও প্রদান করে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলে ঘরে দেবত্ব আসে। এটি ঈশ্বরকে খুশি করার একটি সহজ উপায়। ঘরে সুখ, শান্তি এবং সৌভাগ্য নিয়ে আসে গঙ্গাজল। তাই, পরিষ্কার করার পর সব সময় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে ঠাকুরঘর সর্বদা পবিত্র থাকে।

ঠাকুরঘর রাখা দেব-দেবীর ছবি এবং মূর্তি কেবল ছবি বা মূর্তি নয়, বরং এগুলি ভক্তি, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়। এই ছবিগুলির মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করি এবং তাদের কাছ থেকে শক্তি এবং আশীর্বাদ পাই। সেজন্যই সর্বদা সম্মানের সঙ্গে এগুলো পরিচালনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মন্দির বা ঠাকুরঘর পরিষ্কার করার সময়, কখনও দেবতাদের ছবি বা মূর্তি মাটিতে রাখে না কোন হিন্দুরা। সর্বদা পরিষ্কার কাপড়, টেবিল বা পবিত্র স্থানে কিছু সময়ের জন্য ঠাকুর রাখা হয়।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে, প্রদীপকে জ্ঞান, আশা এবং ইতিবাচকতার প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যখনই মন্দির বা ঠাকুরঘরে প্রদীপ জ্বালাই, এটি কেবল অন্ধকার দূর করে না বরং আমাদের জীবন থেকে নেতিবাচক শক্তিও দূর করে। কিন্তু এই দেবত্বের অভিজ্ঞতা তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন প্রদীপ পবিত্র এবং পরিষ্কার থাকে। যদি প্রদীপটি নোংরা হয় অথবা এতে পুরনো তেল এবং কালি জমে থাকে, তাহলে এর আলো দুর্বল হয়ে যায় এবং এর প্রভাবও কম হয়। তাই, শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে প্রতিদিন প্রদীপ পরিষ্কার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাড়ির ঠাকুরঘর অত্যন্ত পবিত্র এবং শক্তিশালী বলে মনে করা হয়। যে বাড়িতে ঠাকুরঘরের সব নিয়ম ভক্তির সঙ্গে পালন করা হয়, সেখানে লক্ষ্মী বাস করেন এবং সাত জন্ম ধরে ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধির অভাব হয় না। তবে যদি নিয়ম উপেক্ষা করা হয়, তাহলে ঘরে নেতিবাচক শক্তি এবং বাধা-বিপত্তি বাড়তে থাকে। এই কারণেই ঠাকুরঘরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিয়ম এবং আচরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। জেনে নিন কী কী নিয়ম মেনে চললে দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ সর্বদা থাকে।

শনিবার বিশেষভাবে শনিদেবকে উৎসর্গ করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে করা সৎকর্ম এবং ধর্মীয় কার্যকলাপ বহুগুণ বেশি ফল দেয়। সেই কারণেই শনিবার ঠাকুরঘর পরিষ্কার করলে ঘরে সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়, মানসিক শান্তি আসে এবং পরিবারে ইতিবাচক পরিবেশ বজায় থাকে। হিন্দু ধর্মে, একাদশী এবং বৃহস্পতিবার উভয়েরই বিশেষ আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে। ভগবান বিষ্ণুর উপাসনার জন্য একাদশীকে সর্বোত্তম দিন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই দিনে উপবাস, ভজন এবং পুজো করলে প্রচুর পুণ্য লাভ হয়। বৃহস্পতিবার দেবগুরু বৃহস্পতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত এবং এই দিনটিকে জ্ঞান, ধর্ম এবং সমৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই কারণে, এই দিনগুলিতে ঠাকুরঘর পরিষ্কার করা উচিত নয়। বিশ্বাস করা হয় যে, এটি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উপযুক্ত নয়।

কর্পূর পুজোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর সুবাস এবং ধোঁয়া কেবল পরিবেশকে সুগন্ধযুক্ত করে না বরং এটিকে পবিত্রও করে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, কর্পূর জ্বালালে নেতিবাচক শক্তি দূর হয় এবং ঘরে ইতিবাচকতা ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বাস করা হয় যে, কর্পূরে এমন ঐশ্বরিক শক্তি রয়েছে যে এটি সকল ধরণের বাস্তু দোষ এবং পিতৃ দোষকে শান্ত করতে সাহায্য করে। যখন কর্পূর প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রদীপ দিয়ে জ্বালানো হয়, তখন এর ধোঁয়া পরিবেশকে পবিত্র করে এবং ঘরের প্রতিটি কোণে শান্তি ও প্রশান্তি এনে দেয়।

সনাতনীরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, ইন্দ্র এবং সূর্যদেবের আসন পাতা থাকে বাড়ির পূর্বদিকে এবং সনাতনীরা খেয়াল রাখে ভগবানের মুখ যেন পশ্চিম দিকে থাকে। এমনটা করা হলে সমৃদ্ধি পরিবারের সঙ্গ ছাড়ে না। সেই সঙ্গে সুখ-শান্তির ঝাঁপিও কখনও খালি হয় না। অন্যদিকে গনেশ, দুর্গা এবং কুবের দেবের ছবি বা মূর্তি রাখতে হয় দক্ষিণ মুখ করে। আর যদি বাড়িতে এত জায়গা না থাকে তাহলে খেয়াল করে ঠাকুরের আসন পাতা হয় উত্তর-পূর্ব দিক করে। হিন্দুদের ধারণা এমনটা করলেই শুভ শক্তির বিকাশ ঘটবে পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করবে।

এটাই সনাতনী ধর্ম। প্রত্যেক হিন্দু বাড়ির বিশ্বাসেই ভগবান। বাংলাদেশে হিন্দুত্বের ওপর আঘাত হেনেছিল মৌলাবাদীরা তখন এ পাড়ের হিন্দুরা গর্জে উঠেছিল। কারণ হিন্দুত্ব বিশ্বময়।

੧ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ
Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

এআরবি শাখা
৫৯বি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০০২০,
ফোন- ৯৯৫৩৩ ১২১৮৫, ই-মেল- c0719@psb.bank.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

(সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট -২০০২-এর শর্তাবলী অনুসারে)

যেহেতু সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক ১৩(১২) ধারা সহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর দ্বারা ক্ষমতা প্রয়োগ করে, যা তাঁকে দেওয়া হয়েছে, অ্যাকাউন্টগুলির পাশে উল্লিখিত তারিখে ১৩(২) ধারা অনুসারে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যেখানে ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাদেরকে বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। যেহেতু ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এতদ্বারা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা সহ প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর দ্বারা তাঁকে দেওয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করে সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক-এর সুরক্ষিত ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ অনুসারে অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক দখল নেওয়ার পর, ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর পাশে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ এবং সেখানে উল্লিখিত তারিখ থেকে এর উপর সুদ ও খরচ ও চার্জ সহ, নিচে সংক্ষিপ্ত বিবরণে দেওয়া **''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''সেখানে যা-কিছু আছে'' এবং 'রিকোর্স ব্যতীত'** শর্তে নিম্নোক্ত সম্পত্তিটি কেনার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক সীলমোহর করা খামে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে :

ই-অকশনের তারিখ- ৩০.০৩.২০২৬, অকশনের সময়- দুপুর ১২ টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত
ইএমডি এর শেষ তারিখ- ২৭.০৩.২০২৬, সময় বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত
বিক্রয়ের স্থান- https: // www.baanknet.com

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) ঠিকানাসহ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / স্বত্বাধিকারীর নাম	সম্পত্তির ছবি এবং বিস্তারিতর জন্য কিউআর কোড	ক) ১৩(২) বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) ১৩(৪) বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
অনুমোদিত অফিসারের নাম- শ্রী নাফে সিং, ফোন নং ৯৯৫৩৩ ১২১৮৫, ইএমডি এর জন্য এনইএফটি /আরটিজিএস -এর বিবরণ - আইএফএসসি - PSIB0000719, অ্যাকা. নং ০৭১৯৫০৪০০৭০০০৩					
১.	**ক) এআরবি, কলকাতা** **খ) ঋণগ্রহীতা : শ্রী চিত্তরঞ্জন আচার্য,** পিতা জগত চন্দ্র আচার্য, ২/২ সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি রোড, বেহালা, কলকাতা-৭০০০৩৪,জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদাতাগণ : শ্রীমতি তন্দ্রা আচার্য,** স্বামী শ্রী চিত্তরঞ্জন আচার্য, ২/২ সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি রোড, বেহালা, কলকাতা-৭০০০৩৪, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রী প্রবাল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য,** পিতা জগত চন্দ্র আচার্য, পি-৪৩এ, ইউনিক পার্ক, বেহালা, কলকাতা- ৭০০০৩৪, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পশ্চিমবঙ্গ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মোট জমির পরিমাপ এরিয়া ৭২.০২ ডেসিমেল/শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা - সামালি, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৯১, তৌজি নং ১, আরএস খতিয়ান নং ৩৪১, ৭, ৭৫৪, ৫৪, এলআর খতিয়ান নং ২১০২, আরএস দাগ নং ১৩১৩, ১৩১৫, ১৩১৬, ১৩১৭, এলআর দাগ নং ১৩৮১, ১৩৮৩, ১৩৮৪, এবং ১৩৮৫,থানা : বিষ্ণুপুর, রসপুঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, কলকাতা, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা। চৌহদ্দি (বাস্তবিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী) উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া মেটাল রোড। সামালি গ্রাম রোড। দক্ষিণে : খালি জমি। পূর্বে : খালি জমি। পশ্চিমে : খালি জমি। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)**		ক) ১১.০৭.২০২৪ খ) ২৭.০১.২০২৫ গ) ১,৬৪,৮১,১৮২.০২ টাকা, সেকশন ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ১০৩.৫০ লক্ষ টাকা খ) ১০.৩৫ লক্ষ টাকা গ) ১.৫ লক্ষ টাকা

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়- ২৬.০৩.২০২৬ থেকে ২৭.০৩.২০২৬ (সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত)

১। নিয়ম ও শর্তাবলী
১। ই-নিলাম **'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে' এবং 'যা আছে তা আছে ভিত্তিতে'** -এ অনুষ্ঠিত হবে।
২। অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য অনুসারে, উপরে উল্লিখিত ব্যতীত অন্য কোনো সম্পত্তির উপর কোনো দায়ভার নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়ভার, নিলামে দেওয়া সম্পত্তির স্বত্ব এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করে নেওয়া উচিত। ই-নিলামের বিজ্ঞাপনটি ব্যাঙ্কের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং এটি এমন বলে বিবেচিত হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের কাছে জানা বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায়ভার সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক/সিকিওর্ড ঋণদাতা কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের কোনো দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৩। বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির পরিদর্শন করা এবং সম্পদ ও স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে।
৪। শুধুমাত্র সেই ক্রেতারা ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন, যাদের ইউজার আইডি/পাসওয়ার্ড আছে এবং এনইএফটি/আরটিজিএস এর মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) নিশ্চিত করা হয়েছে।
৫। আগ্রহী দরদাতারা, যারা ২৭.০৩.২০২৬ তারিখের মধ্যে সংরক্ষিত মূল্যের ১০ % -এর কম নয় এমন ইএমডি অনলাইনে জমা দিয়েছেন, তারা বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন। উপরোক্ত সম্পত্তিগুলির ই-নিলাম প্রতিটি সম্পত্তির পাশে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে দরদাতাদের মধ্যে আন্তঃ-বিডিংয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। দরদাতা 'বিড বৃদ্ধির পরিমাণ' কলামে প্রতিটি সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণের গুণিতকে তাদের অফার উন্নত করবেন। ই-নিলামের সমাপ্তির সময়ের শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে যদি কোনো বিড জমা দেওয়া হয়, তাহলে সমাপ্তির সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫ মিনিটের জন্য বৃদ্ধি পাবে (প্রতিবার ৫ মিনিটের জন্য সীমাহীন সংখ্যক এক্সটেনশনের সাপেক্ষে)। ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার পর সর্বোচ্চ দর জমা দেওয়া দরদাতাকে (সংরক্ষিত মূল্যের নিচে নয়) সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে এবং এটি অনুমোদিত আধিকারিক/সিকিওর্ড ঋণদাতার অনুমোদন সাপেক্ষে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে জানানো হবে।
৬। সম্ভাব্য যোগ্য দরদাতারা ই-নিলামের তারিখের আগে https://www.baanknet.com থেকে ই-নিলামের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। অনুমোদিত আধিকারিক/ব্যাঙ্ক বা https://www.baanknet.com কেউই কোনো ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য দায়ী থাকবে না এবং আগ্রহী দরদাতাদের নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ই-নিলাম ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে প্রস্তুত।
৭। ক্রেতাকে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি/স্থানান্তর চার্জ, ফি ইত্যাদি এবং সেইসাথে পূর্বের ও ভবিষ্যতের সমস্ত বিধিবদ্ধ/অ-বিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, রেট, অ্যাসেসমেন্ট চার্জ, ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে।
৮। অনুমোদিত আধিকারিক সর্বোচ্চ অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যেকোনো বা সমস্ত অফার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা ই-নিলাম স্থগিত/বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার রাখেন।
৯। দরদাতাদের বিড জমা দেওয়ার এবং ই-নিলামে অংশ নেওয়ার আগে ওয়েবসাইট- https//www.baanknet.com-এ উপলব্ধ ই-নিলামের বিস্তারিত শর্তাবলী ভালোভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
১০। বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ অবিলম্বে, অর্থাৎ একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে, অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক বিড মূল্য গৃহীত হওয়ার পর ইতিমধ্যে জমা দেওয়া আর্নেস্ট মানি সহ পরিশোধ করতে হবে। যদি তা না করা হয়, তবে সম্পত্তিটি আবার বিক্রি করা হবে।
১১। উক্ত মূল্যের বাকি ৭৫ শতাংশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে বা তার আগে পরিশোধ করতে হবে। উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, জমা দেওয়া অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তিটি পুনর্বিক্রয় করা হবে। ডিফল্টকারী ক্রেতা সম্পত্তির উপর বা পরবর্তীতে এটি যে দামে বিক্রি হবে তার কোনো অংশের উপর সমস্ত দাবি হারাবেন।

তারিখ- ২৬.০২.২০২৬ স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট http://www.punjabandsindbank.co.in দেখুন

পারিবারিক বিবাদের জের!

বৌদির সামনেই দাদাকে খুন দেওরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পারিবারিক বিবাদকে ঘিরে বৌদির সামনেই নিজের দাদাকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল ভাইয়ের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ও তাঁর স্ত্রী এবং এক আত্মীয় মিলেই এই হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নানারাহি এলাকায়। এই খুনের ঘটনায় মৃতের স্ত্রী মমতাজ বেগম হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় হামলাকারী তার দেওর হেফজুর রহমান, মা সেতারা বিবি এবং আরও এক আত্মীয়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্তরা। তাদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। খুনের ঘটনার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম নুরুল ইসলাম (৩৬)। তিনি পেশায় কৃষক। একই বাড়িতে নুরুল এবং তার ভাই হেফজুর পাশাপাশি পরিবার নিয়ে থাকতেন। কিন্তু প্রায় দিনই ওদের দুই স্ত্রীর মধ্যে সামান্য বিষয় নিয়েই বচসা লেগেই থাকতো। মাঝেমধ্যে সেই বচসা থেকে মারামারি পর্যন্ত হতো। তা বলে সামান্য বিবাদকে ঘিরে এক ভাই অপর ভাইয়ের জীবন কেড়ে নিবে সেটা ভাবতেই পারেনি মৃতের পরিবার থেকে প্রতিবেশীরা।

মৃতের স্ত্রী মমতাজ বেগম বলেন, ‘এদিন দুপুরে আমি কিছু ভেজা কাপড় উঠোনে টাঙিয়ে ছিলাম। সেখানেই দেওরের স্ত্রী এসে ভেজা কাপড়গুলি উঠোনের নোংরায় ফেলে দেয়। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। সেটাই ঝগড়ার সূত্রপাত। ঝগড়া বাড়তে থাকলে বাধ্য হয়ে আমি স্বামীকে নিয়ে বাড়িতে তালা মেরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুরতে চলে গিয়েছিলাম। রাতে নাবালক ছেলেমেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসি। এরপর ওরা আমাদের ঘরে ঢুকে টিভি, ফার্নিচার অন্যান্য আসবাবপত্র ভাঙচুর শুরু করে। সেই সময় আমার স্বামী প্রতিবাদ করাতেই আচমকায় দেওর হেফজুর আমার স্বামীকে বাসের মুগুর দিয়ে পেটাতে থাকে। সেই সময় জা স্বামীকে বুকে ঘুসি মারে। ইতিমধ্যে হেফজুর ওই ভারী বস্তু দিয়ে স্বামীর মাথায় বারি মেরে থেঁতলে দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় ওকে স্থানীয়দের সাহায্য নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে জানিয়ে দেন। এই ঘটনার পর ওদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। যদিও পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে ধরতে পারে নি।’ চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, পলাতক অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

১২ কোটি ব্যয়ে বাহাদুরপুর বন্যভূমিতে নতুন পর্যটনকেন্দ্র অ্যাস্ট্রো পার্কের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: চৈতন্যভূমি নদিয়াতে মায়াপুরের পর পর্যটন মানচিত্রে আরও এক নতুন ক্ষেত্রের সূচনা হল বুধবার। মায়াপুর, পলাশী নবদ্বীপের পর আরও এক নতুন পর্যটনের অধ্যায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে মায়াপুর সংলগ্ন এলাকায়। নদিয়ার বাহাদুরপুরের বিস্তীর্ণ বনভূমিতে অ্যাস্ট্রো পার্ক প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন হল পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও জৈব প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসের হাত ধরে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নদিয়ার জেলাশাসক অনীশ দাসগুপ্ত, নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর, ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার প্রদীপ বাড়ুই-সহ অন্যান্যরা। প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর অ্যাস্ট্রো পার্ক প্রকল্পের জন্য ০.৮১ হেক্টর জমি প্রদান করেছে এবং পুরো প্রকল্পের জন্য আনুমানিক ১২ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে ধরা হয়েছে। দপ্তরের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস জানান, ‘মুখ্যমন্ত্রীকে এই প্রকল্প সম্বন্ধে জানানোর পরেই উৎসাহিত হয়ে তিনি প্রায় ১২ কোটি টাকা অর্থের অনুমোদন করেছেন। এই প্রকল্পটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের তত্ত্বাবধানে হবে এবং এটি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এক অন্যতম দৃষ্টান্ত হতে চলেছে। যেখান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা গেছে, সেই অঞ্চলে বিজ্ঞানী প্রযুক্তি নির্ভর একটি প্ল্যানেটোরিয়াম তৈরি হবে,অডিটোরিয়াম তৈরি হবে ও পর্যটনকে উৎসাহ দিতে নানাবিধ নির্মাণ হবে।’ এই প্রকল্পকে ভিত্তি করে মায়াপুর অঞ্চলের পর্যটন আরও প্রসারিত হবে বলেই আশা প্রকাশ করেন জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত। ভবিষ্যতে এই ফরেস্ট অঞ্চলে বন্য প্রাণীদেরও দেখা যেতে পারে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট ৪ (সংযুক্তি ৩)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পায়রাডাঙ্গা শাখা
১ম ফ্লোর, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১

যেহেতু:
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার **০২.১২.২০২৫** তারিখে একটি **ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে - **(১) মেসার্স সাহা ইলেকট্রনিক্স, স্বত্বাধিকারী- শ্রী বিশ্বজিৎ সাহা (ঋণগ্রহীতা), (২) শ্রী বিশ্বজিৎ সাহা,** পিতা- গোপাল চন্দ্র সাহা **(স্বত্বাধিকারী ও বন্ধকদাতা) এবং (৩) শ্রী সরজিৎ সাহা,** পিতা- গোপাল চন্দ্র সাহা **(জামিনদার),** নতুন গোপালপুর, প্রীতিনগর, রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১ ২৪৭; যারা **আমাদের পায়রাডাঙ্গা শাখার অধীনে ওসিসি এবং টিএল অ্যাকাউন্টসমূহ, ওসিসি- ৫০৪২০৫৫৪৫৬২, জিইসিএলএস এক্স- ৭১১৩৯৫৬৫৩৭** সুবিধাগুলি ব্যবহার করছেন - কে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **৩৩,৮৮,০৮০.৯৯ টাকা** (তেত্রিশ লক্ষ আটাশি হাজার আশি টকা এবং নিরানব্বই পয়সা মাত্র) তদুপরি খরচ, চার্জ ও তার উপর অন্যান্য ব্যয় সহ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন **২১ফেব্রুয়ারি, ২০২৬** তারিখে।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেনে **৩৩,৮৮,০৮০.৯৯ টাকা** (তেত্রিশ লক্ষ আটাশি হাজার আশি টকা এবং নিরানব্বই পয়সা মাত্র) ২৭.১১.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
‘‘আমরা সারফেইসি আইনের সেকশন ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্তকরার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত’’

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির ঠিকানা: নতুন গোপালপুর, প্রীতিনগর, রানাঘাট, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ২৪৭। মৌজা- গোপালপুর, জে.এল. ১৪৭, খতিয়ান নং ৭৩০১, ৭৩০০, দাগ ৭২৭, দলিল নং আই-৫৮১২, তারিখ ০৬.০৯.২০১৭-এ **শ্রী বিশ্বজিৎ সাহার নামে নথিভুক্ত** কমবেশি ৫.২ ডেসিমেল বাস্তু **জমি এবং তদুপরি নির্মিত ভবন** সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এটি পায়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এবং এ.ডি.এস.আর.ও. - রানাঘাট-১ এর অধীন। **একটি দলিলের অন্তর্ভুক্ত উক্ত ৫.২ ডেসিমেল সম্পত্তির চতুঃসীমা হলো:** উত্তর- নন্দ দুলাল হালদারের বাড়ি এবং সাধারণ রাস্তা, পূর্ব- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা এবং অনিমা চাকীর বাড়ি, দক্ষিণ- গোপাল চন্দ্র সাহার বাড়ি, পশ্চিম- বাবলু সান্যালের বাড়ি।

তারিখ: ২১.০২.২০২৬
স্থান: পায়রাডাঙ্গা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

এসবিআই এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/ ৪৪ এক্স, তৃতীয় ফ্লোর, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি.এইচ. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩,
ই-মেল- sbi.17899@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাকাউন্ট নং ৪১৩৬৭৯৯১৩৯৫

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, ১০.১০.২০২৫ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **ঋণগ্রহীতাগণ- ১. শ্রী উইলিয়াম সৌম্যজিৎ নারু,** পিতা- শ্রী সমীর নারু, ১১এ, হরালাল দাস স্ট্রিট, এন্টালি, কলকাতা- ৭০০০১৪। **২. শ্রী সমীর নারু,** পিতা- প্রয়াত স্যামুয়েল নারু, ১১৪, রিজেন্ট পার্ক, কেওড়াপুকুর মিশন পাড়া, পোঃ- পূর্ব পুটিয়ারী, কলকাতা- ৭০০০৯৩। **৩. শ্রী দেবাশীষ নস্কর,** পিতা- প্রয়াত সুরঞ্জন নস্কর, ৩৫৫, এম.জি. রোড, ব্যাঙ্ক অফ বরোদার কাছে, রামচন্দ্রপুর, হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০১০৪। **৪. শ্রী দেবাশীষ নস্কর,** পিতা- প্রয়াত সুরঞ্জন নস্কর, ৪২৭, রবীন্দ্র পল্লী, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৯৬-কে বকেয়া **১৮,১৫,০৪৪/- টাকা (আঠারো লক্ষ পনেরো হাজার চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র) ০৮/১০/২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি ০৮/১০/২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ সহ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ) টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে ৮,১৫,০৪৪/- টাকা (আঠারো লক্ষ পনেরো হাজার চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র) ০৮/১০/২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি ০৮/১০/২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ সহ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতা(গণ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- শ্রী দেবাশীষ নস্কর (জামিনদার)
দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আলিপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসের অধীনে এবং বর্তমানে বাঁশদ্রোণী (পূর্বতন রিজেন্ট পার্ক) থানার অন্তর্গত মৌজা- ব্রহ্মপুর, জে.এল. নং ৪৮, আর.এস. নং ১৬৯, তৌজি নং ৬০, পরগণা- মাগুরা, আর.এস. খতিয়ান নং ১২৬, আর.এস. দাগ নং ৮৫৩-এর অন্তর্ভুক্ত কে.এম.সি. প্রেমিসেস নং ৪২৭, রবীন্দ্র পল্লী, পোঃ- ব্রহ্মপুর, কলকাতা- ৭০০০৯৬-এ অবস্থিত তিন তলা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে (দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম দিক) কমবেশি **৮৩৫ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং **এ০** সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটিতে ২টি শোবার ঘর, ১টি রান্নাঘর, ১টি ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, ১টি টয়লেট, ১টি ডাব্লিউ.সি এবং ১টি বারান্দা সহ জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং উক্ত ভবনের সমস্ত সাধারণ জায়গা ও সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান। সম্পত্তিটি সংযুক্ত মানচিত্রে লাল বর্ডার দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।
এটি ২০১৯ সালের ১৬০৫০৩৬১২ নম্বর দলিল মূলে পশ্চিমবঙ্গের আলিপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে বুক-১, ভলিউম নং ১৬০৫-২০১৯, পৃষ্ঠা ১২৫৭৫৬ থেকে ১২৫৭৮৮-এ নথিবদ্ধ।

তারিখ: ২৫.০২.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেসি) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে** নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ** এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,** সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম ২. অ্যাকাউন্ট নং	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. স্বত্ব দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**১) শ্রী বিথিন মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রী তুহিন শুভ্র মন্ডল (সহ ঋণগ্রহীতা)** **২) ০২৫৬৬৭৫১০০০৪০৫৯৪, ০২৫৬৬৭৫১০০০৪০৯৯২, ০২৫৬৬৭৫১০০০৪০৭৩৪ এবং ০২৫৬৬৭৫১০০০৪১০৫২**	১. ০২.১২.২০২৫ ২. ২৪.০২.২০২৬ ৩. **৫০,০২,৩৫৭.৯৪ টাকা** (পঞ্চাশ লাখ দুই হাজার তিনশ সাতান্ন টাকা এবং চুরানব্বই পয়সা) ১০.০৯.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া ১০.০৯.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।	**তপশিল :** স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তি ১) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মোট জমি পরিমাপ এরিয়া ০৩ শতক , এলআর প্লট নং ৩৩৭/০৭২, এলআর খতিয়ান নং ১১, এলআর খতিয়ান নং ৫৭০, মৌজা - বড়দিপুর, জেএল নং ১২৪, থানা : ময়ূরেশ্বর, এডিএসআর অফিস মোল্লারপুর, জেলা : বীরভূম, সম্পত্তি সতপলসা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, ২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মোট জমি পরিমাপ এরিয়া ৫.৩৪ শতক এলআর প্লট নং ৩৩৭/০৭২, এলআর খতিয়ান নং ১১, এলআর খতিয়ান নং ৫৭০। মৌজা : বড়দিপুর, জেএল নং ১২৪, থানা : ময়ূরেশ্বর, এডিএসআর অফিস মোল্লারপুর, জেলা বীরভূম, সম্পত্তি সতপলসা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মোট জমির পরিমাপ ৮.৩৪ শতক। **চৌহদ্দি : পূর্বে :** জিশ্বজয় ঘোষ এর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** পঞ্চায়েত রোড। **উত্তরে :** শ্রীদান পাল। **দক্ষিণে :** অধীর মন্ডলের সম্পত্তি।
২	**১) পূজা দত্ত (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রী বাদশা দত্ত (সহ ঋণগ্রহীতা)** **২) ০২৫৬৬৭৫১০০০১০৩৫৩**	১. ১১.১২.২০২৫ ২. ২৪.০২.২০২৬ ৩. **৫,০২,৬৭৩.২৮ টাকা** (পাঁচ লাখ দুই হাজার ছশো তিয়াত্তর টাকা এবং আঠাশ পয়সা) ১০.০৯.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া ১০.০৯.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।	**তপশিল :** স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত তারিখ ২৯.০১.২০১৫ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১সি, দোতলায় ভবনের রূপালী হাউসিং কমপ্লেক্স, ব্লক- সি, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৯৯ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া ৭৪৯ বর্গফুট) অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মোট পরিমাপ এরিয়া ১০৫.২১ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা ভিরিঙ্গি, জেএল নং ৬৮, আরএস খতিয়ান নং ১৬৯, ২৫৬, ২৯৪, ৫০৪, ১৬৩৩, আরএস প্লট নং ১৩৯৫, ১৩৯৭, ১৩৯৬/৩২৫৭, ১৩৯৭/৩২৫৫, ১৩৯৮/৩২৫৬, ১৪০০/৩২৫৪, ১৩৯৬/৩২৫৯, ১৩৯৬/৩২৬০, ১৩৯৬/৩২৫৮, ১৪০০, পূর্ব খতিয়ান নং ১৭১৩, ১৭১৪, ১৭১৫, ১৭১৮, ৭৩৩০, ৭৩৯৬, ৭২৮৪, ৭৭০৮, ৮০১৮, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৭২৮৪, দুর্গাপুর পুরসভা অধীন ওয়ার্ড নং সি/১৯, বর্তমান হোল্ডিং নং ১০/৮৪/৬৭, থানা : দুর্গাপুর।

তারিখ : ২৬.০২.২০২৬ স্থান : কলকাতা
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

KVB Karur Vysya Bank
Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ,
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ -কলকাতা
১৫ বন্ডেল রোড, দ্বিতীয় তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা,
পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯ যোগাযোগ নং: ০৩৩-২২৯০০৭৫২, ৬৩৮২৩৭৩৬৮২
ইমেল : **head.arbkolkata@kvbmail.com**

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ই-নিলামের তারিখ
০৯.০৪.২০২৬

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদার, দ্য করুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেড, কলকাতা, এন এস রোড শাখার কাছে বন্ধক/চার্জ করা নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি, যার কার্যকরী দখল দ্য করুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার দ্বারা গৃহীত হয়েছে, **৯ এপ্রিল ২০২৬** তারিখে ‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘যেখানে যা আছে’’ এবং ‘‘যেমন অবস্থায় আছে’’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬** অনুযায়ী **৮৮,৪৯,৮০৬.১১ টাকা** (অষ্টআশি লাখ উনপঞ্চাশ হাজার আটশ ছয় টাকা এবং এগার পয়সা) ৩১.০১.২০২৬ অনুযায়ী এবং ০১.০২.২০২৬ থেকে আরও সুদ সহ, আইন অনুসারে প্রদেয় দ্য করুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেড, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক **(১) মেসার্স রাজ এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** স্বত্বাধিকারী - **শ্রী শ্যামল ভৌমিক,** ৫/এস/৬ প্রসন্ন চ্যাটার্জি রোড, পো - ঘোলা বাজার, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১১১ **আরও ঠিকানা -** ১৩৬, পূর্বাচল, পানিহাটি, পো - ঘোলা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১১১ **২) শ্রীমতী দেবযানি ভৌমিক (জামিনদাতা)** ১৩৬, পূর্বাচল, পানিহাটি, পো - ঘোলা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১১১ কাছ থেকে আদায় করা হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক দোকান ঘর নং ২ একতলা, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপ আনুমানিক ১৩৭ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা- নৈনান, জেএল নং ৮, আরএস নং ৫, আরএস দাগ নং ২০১৬, আরএস কতিয়ান নং ৭০৭,প্রেমিসেস নং ১/২ , শশীভূষণ বসাক লেন, ওয়ার্ড নং ২২, বরানগর পুরসভা, হোল্ডিং নং ৬৪৩, থানা : বরানগর, কলকাতা-৩৬, উত্তর ২৪ পরগনা, সম্পত্তি শ্রী শ্যামল ভৌমিক এর নামে।
এনএ৭৬৪১৪ (সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)

সংরক্ষিত মূল্য : ৭,৮৫,০০০ টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) : ৭৮,৫০০ টাকা	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ৫০,০০০ টাকা

দফা নং ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং সি, পরিমাপ ৭৮৫ বর্গ ফুট পার্থ কুটীর, ৬৮০, সুনীত কুমার ব্যানার্জি রোড, থানা : ঘোলা, ওয়ার্ড নং ২৮, পানিহাটি পুরসভা অদীন, মৌজা- ঘোলা, জেএল নং ১৪, আরএস নং ১০৩, তৌজিনং ১৭২, এলআর দাগ নং ৫২০,আরএস দাগ নং ৩৯৩, এলআর খতিয়ান নং ৭২৪৫, ২২২৫, ৫৭৮৫, ৪৪১৬, ৬৯৭৫, ৬৯৩৪ এবং ৩৭৩০, ব্লক সি, সোদপুর ডেভেলপমেন্ট স্কিম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, সম্পত্তি শ্রীমতি দেবযানী ভৌমিক এর নামে।
(উক্ত সম্পত্তি শ্রীমতি দেবযানী ভৌমিককে মঞ্জুরীকৃত হাউসিং লোনের জন্য বন্ধকদত্ত) এনএ৭৬৪০৩ (সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)

সংরক্ষিত মূল্য : ২৬,৮৫,০০০ টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) : ২,৬৮,৫০০ টাকা	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ৫০,০০০ টাকা

সম্পদ পর্যবেক্ষণ	**২৬.০২.২০২৬ থেকে ০৮.০৪.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত**
অনলাইন টেন্ডার এবং আবেদন ফর্ম দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময়	**তারিখ ০৮.০৪.২০২৬** **সময় : বিকেল ৫টা।**
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	ই-নিলাম সম্পাদিত হবে পোর্টাল **https://bankauctions.in** মাধ্যমে **০৯.০৪.২০২৬ তারিখ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টার মধ্যে,** বিক্রয় প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অসীমায়িত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ।
নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম	অ্যাকাউন্ট নং : ১১০১৩৫১০০০০০০৯৭৩ আইএফএসসি কোড : KVBL0001101 অ্যাকাউন্টের নাম : বিড কালেকশন এ/সি-সারফেসি ই-অকশন প্রসিড : অ্যাকাউন্টের নাম।
যোগাযোগের ব্যক্তি এবং ফোন নং	এআরবি কলকাতা - শ্রী সমীর ঘোষ (ফোন : ৬৩৮২৩৭৩৬৮২) বাঙ্গুর এভিনিউ শাখা - শ্রী অমরেন্দ্র কুমার (ফোন : ৮৩৩৬৯৭২৮৫৪)

ই-টেন্ডারের সাথে ইএমডি রেমিট্যান্সের বিবরণ থাকতে হবে। আরটিজিএসের মাধ্যমে ইএমডি পাঠানো উচিত বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলী জানতে, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাংক/সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ https://www.kvb.bank.in/property-under-auction-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন। পরিষেবা প্রদানকারী, মেসার্স 4Closure-এর ওয়েব পোর্টাল https://bankauctions.in-এও এই লিঙ্কটি দেখুন।

বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা/গণ কে অবগত করা হচ্ছে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সাম্প্রতিক মেয়াদ পর্যন্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ ই-নিলামের পূর্বে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি নিলাম করা/বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, আদায় করা হবে সুদ এবং শুল্ক সহ।

তারিখ : ২৪.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
‘জীবনদীপ বিল্ডিং’ ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০ ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩ ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ইমেল আইডি ঃ sbi.18192@sbi.co.in মোবাইল নং ঃ ৯৮১০৫৬২৮০৩/৯৭৭৯৫৮৫৩৮৭

পরিশিষ্ট ৪এ
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ৩০.০৩.২০২৬
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কনসোর্টিয়াম সদস্যদের পক্ষে দখলীকৃত ৩০.০৩.২০২৬ তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ বিক্রি করা হবে **১৭৭৮,০৩,৯৮,১৩৫.৪২ টাকা (এক হাজার সাতশ আটাত্তর কোটি তিন লাখ আটানব্বই হাজার একশ পঁয়ত্রিশ টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা) টাকা** ৩০.০৬.২০১৮ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয় এবং অন্যান্য খরচ সহ জামিন অধীনে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ঋণদাতার নিকট বকেয়া এবং ব্যাঙ্ক অব বরোদা, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ইউকো ব্যাঙ্ক, কানাড়া ব্যাঙ্ক এবং এক্সিম ব্যাঙ্ক এর মতো জামিন অধীনে ঋণদাতাদের থেকে প্রচ্ছন্ন পরিমাণ, ব্যক্তিগত জামিনদাতাগণের কাছ থেকে **মেসার্স রোহিত ফেরো টেক লি. নাম ক) শ্রী সুরেশ কুমার পাটনি,** পিতা ধরম চাঁদ পাটনি, **খ) শ্রী রোহিত পাটনি,** পিতা সুরেশ কুমার পাটনি, **গ) শ্রী অঙ্কিত পাটনি,** পিতা সুরেশ কুমার পাটনি, নিবাস ১৫, বর্ধমান রোড, কলকাতা- ৭০০০২৭ এবং কর্পোরেট জামিনদাতাগণ মেসার্স রোহিত ফেরো টেক লি. নাম **ঘ) ইনভেসকো ফিনান্স প্রাইভেট লিমিটেড, ঙ) পোদ্দার মেক টেক সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, চ) সুয়ানবি ট্রেডিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ছ) বাসুপূজ্য এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেড,** অফিস ৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১২, জ) শুভম কমপ্লেক্স প্লাইভেট লিমিটেড, অফিস -১/২৬, বিদ্যাধর নগর,জয়পুর ৩০২০২৩, রাজস্থান এবং ৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০১২ থেকে গৃহীত।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ তারিখ এবং সময় : ১৮.০৩.২০২৬, সময় : সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পুরুনা পাড়িয়া খালি জমি ৬৫ নং প্লট , খতিয়ান নং ৭২, ৬৩, ৩৪, ৬১, ৪৬, অবস্থিত মৌজা - মনোহরপুর, তহশিল - দানাগড়ি, থানা : কলিঙ্গনগর নং ২ (জাখাপাত্র), জেলা-জয়পুর, ওড়িশা। **বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :** **ক) দলিল নং ৯২৪ তারিখ ২২.০৯.২০১০,** সম্পত্তি রোহিত পাটনির নামে, এরিয়া ০.৪৮ একর। **খ) দলিল নং ৯২৫ তারিখ ২০.০৯.২০১০,** সম্পত্তি সুরেশ কুমার পাটনির নামে, এরিয়া ১০.২৯ একর। **গ) দলিল নং ৯২৬,তারিখ ২০.০৯.২০১০** সম্পত্তি রোহিত পাটনি এর নামে , এরিয়া ৪.৯০ একর। **ঘ) দলিল নং ৯২৭ তারিখ ২০.০৯.২০১০,** সম্পত্তি অঙ্কিত পাটনির নামে, এরিয়া ০.৪৭ একর। **ঙ) দলিল নং ৯২৮, তারিখ ২০.০৯.২০১০,** সম্পত্তি রোহিত পাটনির নামে,এরিয়া ২.৬৩ একর। **চ) দলিল নং ৯২৯ তারিখ ২০.০৯.২০১০** সম্পত্তি রোহিত পাটনির নামে, এরিয়া ০.৩৩ একর। **ছ) দলিল নং ৯৩০ তারিখ ২০.০৯.২০১০** সম্পত্তি অঙ্কিত পাটনির নামে, এরিয়া ৫.৭৩ একর। **জ) দলিল নং ১০৪৫ তারিখ ১০.১১.২০১০,** সম্পত্তি অঙ্কিত পাটনির নামে, এরিয়া ০.৯৯ একর। **মোট এরিয়া : ২৫.৮২ একর।** (কমবেশি), বন্ধকদত্ত ২৫.৮২ একর। নথি অনুযায়ী ২৫.৬৮ একর। **সম্পত্তি আইডি : SBINRO01**	২,৬৬,০০,০০০.০০ টাকা	২৬,৬০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা	

ক)বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in**-এ প্রদত্ত লিঙ্ক এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন **https//BAANKNET.com**
খ) আগ্রহী দরদাতা/দের নিলামের তারিখের অনেক আগে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষিত তার দরদাতা অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের অনেক আগে **NEFT/RTGS** স্থানান্তরের মাধ্যমে।
যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com**-এ যোগাযোগ করুন।

তারিখ : ২৬.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা
কোনও বিতর্কের ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১১তম ফ্লোর, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএআরবি, কলকাতা**-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর অ্যাক্ট ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৪.১১.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা **মেসার্স বেঙ্গল পলিপেট,** জিরাট রোড, নিউ বৈগাছি, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন ৭৪৩ ২২২ এবং এর জামিনদার ও অংশীদারগণ (১) শ্রী অভীক ঘোষ, পিতা- অলোক কুমার ঘোষ, বাসগৃহ- ১/জি, ইস্ট কুলিয়া রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা ৭০০ ০১০ (২) শ্রীমতী মিনু ঘোষ, স্বামী- অলোক কুমার ঘোষ, বাসগৃহ- ১/জি, ইস্ট কুলিয়া রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা ৭০০ ০১০ (৩) শ্রী ত্রিলোক নাথ চৌধুরী, পিতা- কানহাইয়া লাল চৌধুরী, বাসগৃহ- ৪র্থ ফ্লোর, ফ্ল্যাট ৪০৫, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রিট, আমহার্স্ট স্ট্রিট, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৬ (৪) শ্রীমতী করিশমা চৌধুরী, স্বামী- অনুরাগ চৌধুরী, বাসগৃহ- ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রিট, আমহার্স্ট স্ট্রিট, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৬ -কে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত **১,৩৫,৩১,৮৫৪.০০ টাকা (টাকায় এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার আটশ চুয়ান্ন মাত্র) ৩১.১০.২০২৫ অনুযায়ী** এবং তদুপরি হালনাগাদ সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর(পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **১,৩৫,৩১,৮৫৪.০০ টাকা (টাকায় এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার আটশ চুয়ান্ন মাত্র) ৩১.১০.২০২৫ অনুযায়ী** এবং তদুপরি সুদ, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা- ৭৪৩২২২ এর অন্তর্গত এ.ডি.এস.আর গুমা-র অধীনস্থ অশোকনগর কল্যাণগড় পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের আওতাভুক্ত এবং অশোকনগর থানা এলাকার মৌজা- বৈগাছি, জে.এল. নং ৬৫, আর.এস. নম্বর ২০৩, তৌজি নং ২১১, হাল ১৪, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১৫১৪, ১৫১৪/২৮২২, আর.এস. খতিয়ান নম্বর ১০৩, হাল এল.আর. খতিয়ান নম্বর ১১১৭ সংলিষ্ট এল.আর. খতিয়ান নম্বর ২২২ এবং নতুন এল.আর. খতিয়ান নম্বর ৩৭৮৫ -এ অবস্থিত কমবেশি ২৪ ডেসিমেল জমি সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত জমিতে ২৭০৪ বর্গফুট শেড এবং ৫৪৫ বর্গফুট টিনের শেড দেওয়া অফিস ঘরসহ মোট ৩২৪৯ বর্গফুট এবং সাথে ১৭২৮ বর্গফুটের টিনের শেড কাঠামো বিদ্যমান, যা **২০১৯ সালের দলিল নং ৪৮৫, ৪০৮ এবং ৪০৯-এর অন্তর্ভুক্ত।** সম্পত্তির চতুঃসীমা হলো- উত্তরে- মেইন রোড, পূর্বে- শম্ভু নাথ রায়ের জমি, দক্ষিণে- প্রদীপ কুমার দে-র জমি, পশ্চিমে- মালিকের জমি।

তারিখ: ২৩.০২.২০২৬
স্থান: অশোকনগর উত্তর ২৪ পরগনা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১১তম ফ্লোর, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএআরবি, কলকাতা**-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর অ্যাক্ট ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ২৫.১১.২০২৫ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ **শ্রী তাপস বিশ্বাস,** পিতা- রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, কল্পনা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্বত্বাধিকারী, যার ঠিকানা (১) প্রহরী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং জি.সি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, দেবীগড়, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা - ৭০০১২৯ (২) নেতাজি নগর, মধ্যমগ্রাম, গঙ্গা নগর, কলকাতা ৭০০১৩২ (৩) বানপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১৫০৩ -কে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত **২৯,১২,৯৭৮.০০ টাকা (উনত্রিশ লক্ষ বারো হাজার নয়শ আটাত্তর টাকা মাত্র) ২৪.১১.২০২৫ অনুযায়ী** এবং তদুপরি হালনাগাদ সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর(পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **২৯,১২,৯৭৮.০০ টাকা (উনত্রিশ লক্ষ বারো হাজার নয়শ আটাত্তর টাকা মাত্র) ২৪.১১.২০২৫ অনুযায়ী** এবং তদুপরি সুদ, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসাত এ.ডি.এস.আর.-এর অধীন এবং মধ্যমগ্রাম থানার অন্তর্গত মৌজা চক্রঘাটা, জে.এল. নং ২৬, আর.এস. নং ১৪০, ১৬৪, আর.এস. দাগ নং ১৮৫/৮৬৭, এল.আর. খতিয়ান নং ১২৭১, এল.আর. দাগ নং ২১৬৮-এ অবস্থিত আনুমানিক ০৫ (পাঁচ) কাঠা ০৮ (আট) ছটাক বাস্তু জমির ওপর নির্মিত জি + ৩ ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত লিফট সুবিধাযুক্ত জিসি নং ফ্ল্যাট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি ৩টি শোবার ঘর, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট, ১টি বারান্দা এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ কম-বেশি ৯৯৩ বর্গফুট পরিমাপের এবং এর সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৫৮ বর্গফুট পরিমাপের একটি দু-চাকা গাড়ি রাখার জায়গা অন্তর্ভুক্ত। এটি মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ২২ নং ওয়ার্ডের হোল্ডিং নং ৪৩৯, রোড- দেবীগড়-২ -এর অন্তর্ভুক্ত যা সমস্ত ইজমেন্ট রাইটস, লিফট সুবিধা এবং ফ্লোর টাইলস সহ।
উক্ত সম্পত্তির **স্বত্ব দলিল ২০২৩ সালের ১৯০৪১৬৯৫৯ নম্বর** হিসাবে বুক-১, ভলিউম নং ১৯০৪-২০২৩, পৃষ্ঠা ৯৬৬৬৫৭ থেকে ৯৬৬৬৯৩-এ নিবন্ধিত।
সম্পত্তিটি **শ্রী তাপস বিশ্বাস,** পিতা- শ্রী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের নামে নথিভুক্ত।
সম্পত্তির চতুঃসীমা হলো: উত্তরে- খোলা আকাশ, পূর্বে- ৩/এ নং ফ্ল্যাট, দক্ষিণে- সিঁড়ি, লিফট এবং লবি, পশ্চিমে- ৩/সি নং ফ্ল্যাট।

তারিখ: ২৩.০২.২০২৬
স্থান: মধ্যমগ্রাম
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
‘জীবনদীপ বিল্ডিং’ ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ শম্ভু কুমার সিং, ইমেল আইডি ঃ clo3.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৮১৩০৩৩৩২৪৮

পরিশিষ্ট ৪এ
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৬.০৩.২০২৬** তারিখে (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের ডন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ) ‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ বিক্রি করা হবে **৩৬,৬৫,৭২,০২৮.২৫ টাকা (ছত্রিশ কোটি পঁয়ষট্টি লাখ বাহাত্তর হাজার আঠাশ টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা** ০৪.০৩.২০১৪ অনুযায়ী এবং ০৫.০৩.২০১৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স অম্বে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস ‘‘১৩/২এ প্রিয় নাথ মল্লিক রোড, থানা ভবানীপুর, কলকাতা - ৭০০০২৬’’ এবং জামিনদাতাগণ **(ক) মেসার্স শ্রী মহালক্ষ্মী কর্পোরেশন প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ‘‘৮এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭’’ **(খ) শ্রী গোপাল কুমার আগরওয়াল, পিতা শ্রী বনওয়ারি লাল আগরওয়াল (জামিনদাতা)** ‘‘৮এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭’’**(গ) শ্রী বনওয়ারিলাল আগরওয়াল, পিতা মতিলাল আগরওয়াল (জামিনদাতা)** ‘‘৮এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭’’ কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ০৭.০৩.২০২৬ এবং ০৮.০৩.২০২৬, সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি থাকে	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি)
সম্পত্তি ১ : ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন পরিমাপ ৬৬ শতক এবং তদস্থিত ভবন এবং শেড , জালান ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, গেট নং ১, লেন নং ২, মৌজা- বিপ্রান্নপাড়া, ডোমজুড়, হাওড়া , জেএল নং ২৭, দলিল নং ৫৪০৪/২০১১(আরএস দাগ নং ৪৪১১ এবং ৪৪১২, এলএস দাগ নং ৪৪১৬ এবং ৪৪১৭, এরিয়া ১৬ ডেসিমেল) এবং ৫৪০৫/২০১১(আরএস দাগ নং ৪৪০৮ এবং ৪৪০৯, এলএস দাগ নং ৪৪১৩ এবং ৪৪১৪, এরিয়া ২৯ ডেসিমেল) এবং ৫৪০৬/২০১১ (আরএস দাগ নং ৪৩৫২ এবং ৪৩৫৩, এলএস দাগ নং ৪৩৫৭ এবং ৪৩৫৮ এরিয়া ২১ ডেসিমেল) সম্পত্তি **গোপাল আগরওয়াল** - ব্যক্তিগত জামিনদাতা এর নামে। **(কার্যকরী দখলীকৃত)**	**সম্পত্তি ১** ক) ১,০২,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১০,২০,০০০.০০ টাকা
সম্পত্তি ২ : জমি অবস্থিত মৌজা -দেবীপুর, জেএল নং ১, পরিমাপ এরিয়া ৩.৩১ একর - প্লট নং ৬১, ৬৩, ৬৪, ৬৫, থেকে, থানা কুলটি, আরএস খতিয়ান নং ১০০, এলআর খতিয়ান নং ৯২, জেলা বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, -৭১৩৩৫৭, সম্পত্তি **গোপাল আগরওয়াল** ব্যক্তিগত জামিনদাতা এর নামে (দলিল নং ৩১৫/২০১০) **(স্বত্ব দখলীকৃত)।**	**সম্পত্তি ২** ক) ৬১,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৬,১০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা

ক) বিক্রয়ের দায়বদ্ধতা এবং বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **https://bank.sbi/ web/sbi-in-the-news/auction-notices/bank-eauctions, www.sbi.co.in, baanknet.com,** এবং **https://tenders.gov.in**-এ প্রদত্ত লিঙ্কটিদেখুন।
খ) আগ্রহী দরদাতা/দের নিলামের তারিখের অনেক আগে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষিত দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে **NEFT/RTGS** ট্রান্সফারের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com**-এ যোগাযোগ করুন অথবা ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

তারিখ ঃ ২৩.০২.২০২৬
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

রিডেম্পশান নোটিশ
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এআরবি শাখা

৫৯বি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, ফোন : ৯৯৫৩৩ ১২১৮৫, ই-মেইল : c0719@psb.bank.in

তারিখ : ২৫.০২.২০২৬

১. **শ্রী চিত্তরঞ্জন আচার্য (ঋণগ্রহীতা)** পিতা জগৎ চন্দ্র আচার্য, ২/২, সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি রোড, বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৩৪, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ
২. **শ্রীমতী তন্দ্রা আচার্য (জামিনদাতা)** স্বামী শ্রী চিত্তরঞ্জন আচার্য, ২/২, সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি রোড, বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৩৪, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ
৩. **শ্রী প্রবাল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য (জামিনদাতা)** পিতা জগৎ চন্দ্র আচার্য, পি-৪৩এ, ইউনিক পার্ক, বেহালা, কলকাতা-৭০০০৩৪, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ

রেজি. - সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(৮) এর সাথে পঠিত ধারা অনুসারে উদ্ধার নোটিশ, কলকাতার শাখা অফিস এআরবি (পূর্বে আইবিডি কলকাতার সাথে) থেকে চিত্তরঞ্জন আচার্য (এ/সি. নং ০৫০১১৩০০০১৮৫৩ এবং ০৫০১১২০০০০০৭৮৬) অ্যাকাউন্টে।
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাংকের নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ই-নিলামের মাধ্যমে নীচে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পদ বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যাংকের পাওনা আদায়ের প্রস্তাব করেছেন। এবং যেহেতু নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির বিক্রয় ‘‘যেখানে যেমন আছে এবং যা আছে’’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিক্রয় নীচে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যে ১০৩.৫০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং উক্ত আইন/নিয়মের অধীনে নির্ধারিত অন্যান্য শর্তাবলী অনুসারে।
আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(৮) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর বিধানের প্রতি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্টের জন্য উপলব্ধ সময়ের (অর্থাৎ ৩০ দিন) মধ্যে উদ্ধার করতে পারেন। যদি আপনি (ঠিকানাগুলি) নীচে উল্লিখিত সমস্ত ব্যাঙ্কের বকেয়া, সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করার আপনার অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ -
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের নাম ঋণগ্রহীতা - ১. শ্রী চিত্তরঞ্জন আচার্য, জামিনদার - ১. শ্রীমতী তন্দ্রা আচার্য, ২. শ্রী প্রবাল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য।
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং পরিমাণ : ১১.০৭.২০২৪, ১,৬৪,৮১,১৮২.০২ টাকা
মোট বকেয়া ২৫.০২.২০২৬ অনুযায়ী ৪৪,৯৩,৬৫০.৪৮ টাকা (এ/সি নং ০৫০১১২০০০০০৭৮৬) এবং ১,৫৩,৫৮,৮২৯.৮৬ টাকা (এ/সি নং ০৫০১১৩০০০০১৮৫৩)।

ক্রম নং	সম্পত্তির বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য
১.	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মোট পরিমাপ এরিয়া ৭২.০২ ডেসিমেল/শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা সামালি, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৯১, তৌজি নং ১, আরএস খতিয়ান নং ৩৪১, ৭, ৭৫৪, ৫৪, এলআর খতিয়ান নং ২১০২, আরএস দাগ নং ১৩১৩, ১৩১৫, ১৩১৬, ১৩১৭, এলআর দাগ নং ১৩৮১,১৩৮৩, ১৩৮৪, ১৩৮৫, থানা : বিষ্ণুপুর, রসপুঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, কলকাতা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি (বাস্তবিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী) :** উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া মেটাল রোড। সামালি গ্রাম রোড। দক্ষিণে : খালি জমি। পূর্বে : খালি জমি। পশ্চিমে : খালি জমি।	**১০৩.৫০ লাখ টাকা**

দ্রষ্টব্য : ক্রম নং ১ উল্লিখিত মতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই।

তারিখ : ২৫.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার,
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

এখনও নির্বাচনী প্রতীক চিহ্ন মেলেনি জেইউপি'র

প্রচারাভিযানে চিন্তার ভাঁজ হুমায়ুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রেজিনগর: হুমায়ুন কবীরের নতুন দল জনতা উন্নয়ন পার্টি (জেইউপি) এখনও জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে নির্বাচনী প্রতীক চিহ্ন পায়নি। প্রতীক চিহ্ন ছাড়াই নিজের নামেই রেজিনগরে দেওয়াল লিখন শুরু করেছেন তৃণমূলের বহিষ্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন। ৭০ রেজিনগর বিধানসভা এবং তার পাশের বেলডাঙা বিধানসভা দুটি কেন্দ্র থেকেই হুমায়ুন কবীর লড়ছেন বলে আগেই ঘোষণা করেছেন। সেইমতো দেওয়াল দখল শুরু করে দিয়েছেন তিনি। তবে রেজিনগর বিধানসভা নিয়ে চরম আত্মপ্রত্যয়ী হুমায়ুন অনুগামীরা। তাঁদের বক্তব্য, 'রেজিনগর আমাদের হোম গ্রাউন্ড। বাংলার মানুষের জেনে রাখা ভালো, রেজিনগরে আমরা ওয়াকওভার পেয়ে গিয়েছি।' রেজিনগরের তৃণমূল বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরী বলেন, 'স্বপ্নে পোলাও রাঁধলে, ঘি ঢালতে কেউ কার্পণ্য করবে না। যত পারে ঘি ঢালুক। সময় বলবে কে জিতবে।'

উল্লেখ্য, বাবরি মসজিদ নিয়ে রাজ্য জুড়ে ঝড় তুলেছিলেন হুমায়ুন কবীর। আইএসএফ, মিম, সিপিএম-সহ একাধিক দলের সঙ্গে জোট করে লড়ার কথা চলছে। জোট সঙ্গীদের জন্য ২৮ ডিসেম্বর আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার শেষ সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন হুমায়ুন। মিমের সঙ্গে আসন সমঝোতা ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। তবে আইএসএফ-সহ অন্য দলগুলির সঙ্গে আলোচনায় এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসেনি। প্রথমে রাজ্যে ১৮৫টি আসনে লড়ার ঘোষণা করলেও, বাবরি মসজিদের শিলান্যাস মঞ্চ থেকে জোট সঙ্গীদের নিয়ে স্বদর্পে ২৯৪টি আসনে লড়ার ঘোষণা করেন। আপাতত হুমায়ুন ঝড় কিছুটা হলেও, থিতু হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে কানাঘুষো চলছে। বাবরি মসজিদ সেন্টিমেন্টও আর আগের মতো কাজ করছে না। মানুষের আবেগে 'সুরসুরি' দিতে বহরমপুরে এসপি অফিস ঘেরাও, বেলডাঙা থানা ঘেরাও ঘোষণা করলেও, পরে দু'টি কর্মসূচি থেকেই পিছিয়ে আসেন। এমনকি বেলডাঙার মিছিল স্থগিত রাখেন। এর পিছনে প্রশাসনের হুমকি রয়েছে বলেও অনেকে মনে করছেন। পাশাপাশি হুমায়ুনের পালে হাওয়া কমছে বলেও অনেকের দাবি। এই পরিমন্ডলে বিধানসভা নির্বাচনে লড়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন হুমায়ুন কবীর। বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হতে কয়েক দিনের অপেক্ষা। মুর্শিদাবাদে শাসক দল, বিজেপি, কংগ্রেস ইতিমধ্যে দেওয়াল দখল শুরু করে দিয়েছে। পিছিয়ে রয়েছে বামেরা। এদিন হুমায়ুন কবীরও রেজিনগর থেকে দেওয়াল লিখন শুরু করে দিয়েছেন। অন্য রাজনৈতিক দলগুলো দেওয়াল লিখনে প্রতীক চিহ্ন দিয়ে প্রার্থীর নামের জায়গা ফাঁকা রাখছে। জেইউপির দেওয়াল প্রার্থীর নাম রয়েছে। কিন্তু প্রতীক চিহ্ন থাকছে না। কারণ, হুমায়ুন এখনও জেইউপির প্রতীক পাননি। জেইউপি সূত্রে খবর, নারকেল গাছ বা টেবিল জেইউপির প্রতীক হতে পারে। জনতা উন্নয়ন পার্টির মুর্শিদাবাদ জেলা কনভেনর মনিরুল ইসলাম বলেন, 'তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যন্ত্রণার জায়গা হবে মুর্শিদাবাদ।'

হুগলিতে যুবসাথী প্রকল্পে শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের ফর্ম জমার হিড়িক

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: মুখ্যমন্ত্রীর যুবসাথী প্রকল্প ঘোষণা পর থেকেই চলছে ফর্ম জমা নেওয়ার কাজ। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিন ২৬ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার। এরইমধ্যে হুগলি জেলা জুড়ে বেকার ছেলেমেয়েদের প্রতিটি বিধানসভা জুড়ে ফর্ম জমার সেন্টারে ব্যাপক ভিড় দেখা গেল। লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন কেউ মাধ্যমিক পাশ, কেউ উচ্চ মাধ্যমিক তো কেউ গ্র্যাজুয়েট। আবার এমএ ডিগ্রি, বিটেক ইঞ্জিনিয়ারিং করেও বেকার ভাতার লাইনে দাঁড়িয়ে দেখা গিয়েছে শিক্ষিত বেকারদের। এরকমই একটি সেন্টার হুগলির উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি। বেশকিছু শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা জানালেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তিনি আমাদের জন্য একটা কিছু ভেবেছেন। আরো ভালো লাগতো যদি পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক সরকারি চাকরিতে নিয়োগ হতো স্বচ্ছভাবে। আমরা সেটাই আশা করেছিলাম।' এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানান, 'মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো যুবসাথীর ফর্ম জমা দিচ্ছে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা সবাই এটা পাবে, চিন্তার কোনও কারণ নেই।' কোনও কোনও জায়গায় অভিযোগ উঠেছে ঠিকমতো রশিদ দেওয়া হচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান জানান, 'বাংলায় কোথাও দেওয়া হচ্ছে না। কোনও চিন্তার কারণ নেই।' একই কথা জানালেন উত্তরপাড়া পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ডলি ঘোষ যাদবও।

'দিদিকে বলো'তে ফোনে অপমান, আরামবাগে অস্থায়ী কর্মীদের ধরনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ২০ মাস বেতন মেলেনি অস্থায়ী কর্মীদের। বাধ্য হয়ে 'দিদিকে বলো'তে ফোন। আর 'দিদিকে বলো'তে ফোন করায় জাত তুলে কাজ থেকে ঘাড় ধাক্কা অস্থায়ী মহিলা কর্মীদের। এমনই অভিযোগ আরামবাগে। প্রতিবাদে পিডব্লিউডি (রোডস) অফিসের সামনে ধরনা অস্থায়ী কর্মীদের। দুই অস্থায়ী কর্মীর নাম বাসন্তী হেলা ও রুমা হেলা। কাজের দাবিতে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁরা। পিডব্লিউডি-র অফিসে অস্থায়ী দুই কর্মীর প্রায় ২০ মাস বেতন মেলেনি। বারবার আধিকারিকদের কাছে আবেদন জানিয়েও ফল হয়নি। বাধ্য হয়ে পারিশ্রমিক মেলার আশায় 'দিদিকে বলো'র ফোন নম্বরে ফোন করেন ওই দুই অস্থায়ী কর্মী। সেই খবর আধিকারিকের কাছে পৌঁছতে গত বৃহস্পতিবার দুই অস্থায়ী কর্মীকে আরামবাগ পিডব্লিউডি অফিসের আধিকারিক মনজুর হোসেন বিকালে ডেকেপাঠান বলে অভিযোগ। সেখানে তাঁদের জানতে চাওয়া হয় 'কেন দিদিকে বলোতে ফোন করে জানানো হয়েছে?' অস্থায়ী কর্মীদের সঙ্গে আধিকারিকের বাক-বিতন্ডা চলার মাঝেই অস্থায়ী কর্মীদের জাত তুলে গালি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ এবং অফিস থেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। শুক্রবার ওই দুই অস্থায়ী কর্মীকে অফিসের গেটের ভেতর ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে সোমবার থেকেই তাঁরা পিডব্লিউ ডি অফিসের গেটের সামনে হাতে পোস্টার নিয়ে অবস্থান-বিক্ষোভে বসেছেন। ওই দুই মহিলা অস্থায়ী কর্মী সাংবাদিকদের জানান, 'বেতন না পেয়ে দিদিকে বলোতে ফোন করার পরেই আমাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয় এবং জাত তুলে গালাগালি করা হয়। যদি এর প্রতিকার না হয় তাহলে গায়ে আগুন লাগিয়ে মরবো। এর জন্য দায়ি থাকবে এই অফিসের আধিকারিক ও মুখ্যমন্ত্রী।' যদিও এই বিষয়ে আরামবাগের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে বুধবার এই খবর পেয়েই আরামবাগ পিডব্লিউডি অফিসে আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করতে যান আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগ। আধিকারিকদের সঙ্গে ও ওই দুই অস্থায়ী কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। বিধায়কের সঙ্গে অস্থায়ী কর্মীরা পিডব্লিউডি অফিসের গেটের ভেতর ঢুকতে গেলে তাদেরও বার করে দেওয়া হয়। বিধায়কের দাবি, 'আশা করি আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মিটে যাবে।' যদিও এই নিয়ে তৃণমূল রাজ্য সম্পাদকের দাবি, তিনি বিষয়টি কিছু জানেন না খোঁজখবর নিয়ে দেখছেন। যদি কিছু ব্যবস্থা করা যায় তা নিশ্চই আলোচনা করা হবে।

২০টি নতুন সিএনজি বাসের ভার্চুয়াল উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দক্ষিণবঙ্গের গণ পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব করতে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা (এসবিএসটিসি)-র ২০টি নতুন সিএনজি বাসের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিকেলে ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার প্রশাসনিক কর্তারা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আইন, বিচারবিভাগীয় ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। এছাড়াও ছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক পন্নামবলাম এস, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কবি দত্ত, এসবিএসটিসির চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস, জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউড়ি, সহকারি সভাধিপতি বিষ্ণুদেও নুনিয়া, ডেপুটি কমিশনার (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা, দুর্গাপুর নগর নিগমের কমিশনার আবুল কালাম আজাদ ইসলাম, প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান ধর্মেন্দ্র যাদব এবং সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান উত্তম মুখোপাধ্যায়-সহ অনেকে। পরিবহণ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাস্ত রুটে এই ২০টি সিএনজি বাস চলাচল করবে। চারটি বাস ঝাড়গ্রাম-কলকাতা, একটি পটাশপুর-করুণাময়ী, একটি আসানসোল-ঝিলিমিলি, একটি বর্ধমান-ঝাড়গ্রাম, একটি বর্ধমান-বাঁকুড়া, একটি বর্ধমান-আসানসোল, চারটি বেলঘরিয়া (করুণাময়ী)- আসানসোল, একটি বেলঘরিয়া (করুণাময়ী)-বাঁকুড়া, পাঁচটি বেলঘরিয়া-দিঘা এবং একটি বেলঘরিয়া-টাকি রুটে চলবে। মোট ১০টি রুটে এই ২০টি বাস পরিষেবা দেবে।

জৌগ্রামে পথশ্রীর নতুন রাস্তার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: রাজনীতির ময়দানে কাদা ছোঁড়াছুড়ি নয়, বরং উন্নয়নের মাধ্যমেই বিরোধীদের জবাব দিতে চায় শাসকদল। মঙ্গলবার জৌগ্রামে পথশ্রী প্রকল্পের সরকারি সাইনবোর্ডে বিজেপির পোস্টার লাগানোকে কেন্দ্র করে যে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল,বুধবার তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই নতুন প্রকল্পের সূচনা করে তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার জামালপুরের জৌগ্রামে 'পথশ্রী' প্রকল্পের সরকারি বিজ্ঞাপনের ওপর বিজেপির পোস্টার দেখা যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে চরম বাদানুবাদ শুরু হয়। তৃণমূলের পক্ষ থেকে একে সরকারি প্রকল্পের অবমাননা বলে দাবি করা হয়, অন্যদিকে বিজেপি সেই অভিযোগ অস্বীকার করে। জেলাজুড়ে এই নিয়ে যখন চর্চা তুঙ্গে, ঠিক তখনই জাড়গ্রাম অঞ্চলে নতুন রাস্তার কাজ শুরু করে রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিল শাসকদল।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১ ফোন- (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮- ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

সারফেইসি এক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা- শ্রী রজতশু ভ্র চৌধুরী ব্যাংক থেকে তাঁর প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং ঋণটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাঁর সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রি-কনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড ইনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে তাঁকে নোটিশ জারি করা হয়েছিল, কিন্তু তা প্রাপ্তি স্বীকার না হয়ে ফেরত এসেছে এবং সেই হেতু তাঁদের এতদ্বারা এই গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা(গণ) /ডিরেক্টর ও জামিনদারগণ নাম সহ ঠিকানা/শাখা	সম্পত্তির বিবরণ / সুরক্ষিত সম্পদের ঠিকানা যা বলবৎ করা হবে	বিজ্ঞপ্তির তারিখ	এনপিএ এর তারিখ	বকেয়া পরিমান (বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুযায়ী)
১.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী রজত শুভ্র চৌধুরী,** পিতা- তারক নাথ চৌধুরী **শ্রীমতী পৃথা চৌধুরী (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **উভয়ের ঠিকানা:** ঘোষ পাড়া রোড, মাণিকতলা, উত্তর ব্যারাকপুর (পৌরসভা), ইছাপুর নবাবগঞ্জ, উত্তর ২৪ পরগণা - ৭৪৩১৪৪। **এছাড়াও-** ফ্ল্যাট নং- এ, ৪র্থ ফ্লোর, 'সুশ্রী আবাসন', পশ্চিম ঘোষ পাড়া রোড, থানা- নোয়াপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা- ৭৪৩১৪৪। **শাখার নাম:** বেলিলিয়াস রোড শাখা (০৩৪১২) **লোন অ্যাকাউন্ট নং- ৩৯১৪০৬৫৫৭৪৩ (এইচবিএল), ৩৯১৪০৫৭৪৩২৯ (সুরক্ষা), ৪১৬০২৪৯২৩৯১ (ইনস্টা হাউস - টপ আপ লোন)**	**তফসিল 'সি'** **অংশ-২** **(স্থাবর সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক)** উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ব্যারাকপুর এ.ডি.এস.আর.ও.-এর অধীন এবং নোয়াপাড়া থানার অন্তর্গত মৌজা- নোয়াপাড়া, জে.এল. নং ২, তৌজি নং ২৪৬০-২৪৬১, আর.এস. দাগ নং ৬১২ সংলিষ্ট এল.আর. দাগ নং ২৮২৬ এবং আর.এস. খতিয়ান নং ৪৬২ সংলিষ্ট এল.আর. খতিয়ান নং ৭১১৭ -এ অবস্থিত মোট ১১ (এগারো) কাঠা ৪ (চার) ছটাক ১১ (এগারো) বর্গফুট জমির অন্তর্ভুক্ত 'সুশ্রী আবাসন' নামক বহুতল ভবনের চতুর্থ ফ্লোরে অবস্থিত 'এ' নং চিহ্নিত ফ্ল্যাট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ কমবেশি ৭৫৮ বর্গফুট পরিমাপের এবং এতে ২টি শোবার ঘর, ১টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, ১টি রান্নাঘর/ডাইনিং, ১টি টয়লেট, ১টি ডাব্লিউ.সি এবং ১টি বারান্দা সহ জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ বিদ্যমান। এটি উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের হোল্ডিং নং ১৪৬২-এর অন্তর্ভুক্ত যা সমস্ত সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের অধিকার সহ। **সম্পত্তির চতুঃসীমা হলো-** উত্তরে- খোলা আকাশ, দক্ষিণে- অন্য ফ্ল্যাট এবং সিঁড়ি, পূর্বে- খোলা আকাশ, পশ্চিমে- অন্য ফ্ল্যাট এবং লিফট। **উক্ত সম্পত্তিটি শ্রী রজত শুভ্র চৌধুরী এবং শ্রীমতী পৃথা চৌধুরীর নামে ২০২০ সালের ১৫০৫০০৭২১ নম্বর দলিল** মূলে নিবন্ধিত, যা পশ্চিমবঙ্গ ব্যারাকপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে বুক-১, ভলিউম নং ১৫০৫-২০২০, পৃষ্ঠা ২৮২৪৭ থেকে ২৮২৭৯-এ নথিবদ্ধ।	১১.০২.২০২৬	১৫.০৪.২০২৫	২৩,১৯,৭৯৮.৪৭ টাকা **(তেইশ লক্ষ উনিশ হাজার সাতশ আটানব্বই টাকা এবং সাতচল্লিশ পয়সা মাত্র) ১১.০২.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর সাথে হালনাগাদ অর্জিত সুদ যুক্ত হবে। আপনি আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে উল্লিখিত পরিমাণের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যতের সুদ প্রদান করতেও দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং/অথবা তাঁদের ব্যক্তিগত ও কর্পোরেট গ্যারান্টার(গণ)-কে (যখন প্রযোজ্য) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার জন্য এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর ১৩ ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

বিঃ দ্রঃ- আমরা এর মাধ্যমে 'সারফেসি অ্যাক্ট', ২০০২-এর অধীনে আপনাকে ইতিপূর্বে দেওয়া সমস্ত নোটিশ (যদি থাকে) বাতিল এবং/অথবা প্রত্যাহার করছি; তবে এই পদক্ষেপ উক্ত আইন ও তৎসংক্রান্ত বিধিমালার প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে আমাদের প্রাপ্য অধিকার এবং প্রতিকারের কোনো ক্ষতি না করেই নেওয়া হয়েছে।

তারিখ: ২৬.০২.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট ৪এ, রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টের অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক, গার্ডেন রিচ শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক **১৬.০৩.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, ৩৯,০২,০৪২.০০ টাকা (উনচল্লিশ লাখ দুই হাজার বিয়াল্লিশ টাকা) **২৯.১২.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ **ইন্ডিয়ান ব্যাংক, গার্ডেন রিচ শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার) মেসার্স ৩এ গার্মেন্টস (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী : শেখ আলতাফ হোসেন,** বোগা নোয়াপাড়া রোড, মহেশতলা এম, বারিয়া, ডায়মন্ড হারবার ১, কলকাতা - ৭০০১৪১ কাছ থেকে আদায় করা হবে।

ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. মেসার্স ৩এ গার্মেন্টস (ঋণগ্রহীতা) **স্বত্বা : শেখ আলতাফ হোসেন** বোগা নোয়াপাড়া রোড, মহেশতলা এম, বারিয়া, ডায়মন্ড হারবার-১ কলকাতা- ৭০০১৪১, **২. শেখ আলতাফ হোসেন (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা)** বোগা নোয়াপাড়া রোড, মহেশতলা এম, বারিয়া, ডায়মন্ড হারবার-১ কলকাতা- ৭০০১৪১, **৩. শ্রী শেখ আশিক ইকবাল (জামিনদাতা),** বোগা নোয়াপাড়া রোড, মহেশতলা এম, বারিয়া, ডায়মন্ড হারবার-১ কলকাতা- ৭০০১৪১, **খ) গার্ডেনরিচ শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত তিনতলা বাণিজ্যিক ভবন অবস্থিত পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৪৫০০ বর্গফুট নির্মিত জমির পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ২ কাঠা ৮ ছটাক, অবস্থিত মৌজা- নোয়াপাড়া গ্রাম, পরগনা- মাগুরা, জেএল নং ৬, তৌজি নং ৬৭, আরএস নং ৫৬১, আরএস খতিয়ান নং ১৪২, আরএস দাগ নং ৬৫৫, হোল্ডিং নং সি৪-১৫৪/এ/নিউ, বোগা নোয়াপাড়া রোড, ওয়ার্ড নং ২১ মহেশতলা পুরসভা অধীন, থানা মহেশতলা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দান দলিল নং ০৬৯৭৫ তারিখ : ২৭.০৬.২০১৪ নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম্যম নং ১০, পৃষ্ঠা ৪১২ থেকে ৪২২, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-২, আলিপুর, ২০১৪ সালের, **সম্পত্তি শেখ আলতাফ হোসেন এর নামে।** **চৌহদ্দি :** উত্তরে ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। দক্ষিণে : আশিক ইকবাল, পূর্বে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : মোজাস্সর নাজর।	৩৯,০২,০৪২.০০ টাকা **(উনচল্লিশ লাখ দুই হাজার বিয়াল্লিশ টাকা)** **২৯.১২.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	ক) ৪৮,৭০,০০০.০০ টাকা (*) (আটচল্লিশ লাখ সত্তর হাজার টাকা) খ) ৪,৮৭,০০০.০০ টাকা (চার লাখ সাতাশি হাজার টাকা) ই-নিলামের তারিখ এবং সময়ে বা তার আগে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50521399431** ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০২.০৩.২০২৬ থেকে ১৩.০৩.২০২৬ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৬.০৩.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt. Ltd এর ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে PSB Alliance Pvt. Ltd এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেল আইডি support.BAANKNET@psballiance.com এবং পরিষেবা প্রদানকারী হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। নিবন্ধন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য, অনুগ্রহ করে support.BAANKNET@psballiance.com এ ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https//baanknet.com দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় দরদাতাদের উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ -২৪.০২.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান- কলকাতা — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া,
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল,পোস্ট ও জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১০৩,
ফোন: (০৩৩)২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেইল: zochinsurah@indianbank.co.in

"পরিশিষ্ট-৪-এ"
[অনুবিধি রুল ৮(৬) দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে"**, এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে, আগামী **৩০.০৩.২০২৬ তারিখে, সকাল ১০.০০ টা** থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত বকেয়া টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য যা নিচে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে, নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা(গণ) -এর কাছ থেকে, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর প্রাপ্য।

ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি পরিমান গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দ্বায়ভার চ) দখলের ধরন
১) মেসার্স গোপাল রিপেয়ারিং শপ (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- শ্রী দিলীপ চন্দ্র মল্লিক, পিতা- গিরীন্দ্র চন্দ্র মল্লিক, গ্রাম- আলিখোজা, পোঃ ও থানা- মগরা, জেলা- হুগলি, ৭১২১৪৮, পশ্চিমবঙ্গ। **২) শ্রী দিলীপ চন্দ্র মল্লিক** (বন্ধকদাতা ও মেসার্স গোপাল রিপেয়ারিং শপ-এর স্বত্বাধিকারী), পিতা- গিরীন্দ্র চন্দ্র মল্লিক, গ্রাম- আলিখোজা, পোঃ ও থানা- মগরা, জেলা- হুগলি, ৭১২১৪৮, পশ্চিমবঙ্গ। দিলীপ চন্দ্র মল্লিকের আইনানুগ উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে **ক.) শ্রী গোপাল মল্লিক,** পিতা- শ্রী দিলীপ চন্দ্র মল্লিক, খগেন্দ্র পল্লী, কৃষ্ণা ব্রিক ফিল্ড বাজার তালিখোলা, মগরা- ২, পোঃ ও থানা- মগরা, জেলা- হুগলি, ৭১২১৪৮, পশ্চিমবঙ্গ। **খ.) শ্রী রাজীব মল্লিক,** পিতা- শ্রী দিলীপ চন্দ্র মল্লিক, গ্রাম- আলিখোজা, পোঃ ও থানা- মগরা, জেলা- হুগলি, ৭১২১৪৮, পশ্চিমবঙ্গ। **গ) অন্যান্য আইনানুগ উত্তরাধিকারী, যদি থাকে।** **৩) শ্রী গোপাল মল্লিক** (জামিনদার), পিতা- শ্রী দিলীপ চন্দ্র মল্লিক, খগেন্দ্র পল্লী, কৃষ্ণা ব্রিক ফিল্ড বাজার তালিখোলা, মগরা- ২, পোঃ ও থানা- মগরা, জেলা- হুগলি, ৭১২১৪৮। **৪) শ্রী রাজীব মল্লিক** (জামিনদার), পিতা- শ্রী দিলীপ চন্দ্র মল্লিক, গ্রাম- আলিখোজা, পোঃ ও থানা- মগরা, জেলা- হুগলি, ৭১২১৪৮, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা: পিপুলপাটি**	**বন্ধকী সম্পত্তি:** হুগলি জেলার মগরা থানার অন্তর্গত এবং মগরা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মৌজা- আলিখোজা, জে.এল. নং ৪৩, খতিয়ান নং ৬০০, দাগ নং ৭১৯-এ অবস্থিত আনুমানিক ১৩ ডেসিমেল জমি এবং তদুপরি নির্মিত ভবন সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তিটি শ্রী দিলীপ চন্দ্র মল্লিকের নামে ০৬.১১.১৯৮১ তারিখের ১৯৮১ সালের ৮০৫৯ নম্বর বিক্রয় দলিল মূলে পশ্চিমবঙ্গের ডি.এস.আর-১ হুগলিতে বুক নং ১, ভলিউম নং ১০৬, পৃষ্ঠা ২৫৬ থেকে ২৫৯-এ নিবন্ধিত। সম্পত্তির **চতুঃসীমা হলো: উত্তর:** খামজি প্যাটেলের সম্পত্তি, **দক্ষিণ:** সন্ধ্যা মল্লিকের সম্পত্তি, **পূর্ব:** নীলকণ্ঠ গায়েনের খালি জমি, **পশ্চিম:** জি.টি. রোড। **হাইপোথিকেটেড সম্পদ :** মেসার্স গোপাল রিপেয়ারিং শপ, গ্রাম- আলিখোজা, পোঃ ও থানা- মগরা, জেলা- হুগলি, ৭১২১৪৮, পশ্চিমবঙ্গ-এ রক্ষিত ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে সৃষ্ট স্টক, বুক ডেটস এবং অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ।	১১,২১,২৯৪/- টাকা (এগারো লক্ষ একুশ হাজার দুইশ চুরানব্বই টাকা মাত্র) ০৮.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (উক্ত অ্যাকাউন্টের হালনাগাদ সুদসহ)।	**ক) ৭০,৩৯,০০০/-** (সত্তর লক্ষ উনচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৭,০৩,৯০০/- টাকা** (সাত লক্ষ তিন হাজার নয়শ টাকা মাত্র) যা ৩০.০৩.২০২৬ তারিখ বিকাল ৪.০০ ঘটিকার মধ্যে বা তার আগে জমা দিতে হবে। **গ) ২০,০০০/- টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB 20670606348** ঙ) অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য মতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনো জ্ঞাত দায়বদ্ধতা নেই। **চ) গঠনমূলক প্রতীকী দখল**

ই-অকশনের তারিখ ও সময় , তারিখ : ৩০.০৩.২০২৬
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্লাটফর্ম: https:// baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।
ওয়েবসাইটে (**https://baanknet.com**) সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি: ১. অভিষেক লাহা ব্যাঞ্চ ম্যানেজার (মোঃ: ৯৪৭৭৩৫৪৪৮৩)/ ২, রণধীর কুমার, অনুমোদিত অফিসার (মোঃ: ৭২৭৭০৬৪০০০)

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) - এর ও প্রতি

তারিখ: ২৫.০২.২০২৬, স্থান: ব্যান্ডেল — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

বহরমপুর কৃষ্ণ নাথ রোড শাখা
৩৫ ও ৩৬, কৃষ্ণ নাথ রোড
পিলখানা রোড, জেলা - মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর, কৃষ্ণ নাথ রোড শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **১৯.১১.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর কৃষ্ণ নাথ রোড শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর কাছে বকেয়া **১,০৬,১৭,৯৪৫.০০ টাকা** (এক কোটি ছয় লক্ষ সতের হাজার নয়শত পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র) [বিবি ৩৬,৮৬,৬১৯.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওআই + এমওএক্স ৬৯,৩১,৩২৬.০০ টাকা] **২৫.০২.২০২৬** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য ঋণগ্রহীতা - **মেসার্স এইচ.এম. হার্ডওয়্যার, স্বত্বাধিকারী- জনাব হাসানুজ্জামান সেখ,** পিতা- সফিউর রহমান, গ্রাম- উদয়চাঁদপুর, পোস্ট - জীবন্তী, থানা - কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৬ -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এইচ.এম. হার্ডওয়্যার** **স্বত্বাধিকারী: জনাব হাসানুজ্জামান সেখ,** পিতা- সফিউর রহমান, গ্রাম- উদয়চাঁদপুর, পোস্ট - জীবন্তী, থানা - কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৬ **২. ঋণগ্রহীতা, জামিনদার সহ বন্ধকদাতা:** **জনাব হাসানুজ্জামান সেখ,** পিতা- সফিউর রহমান, গ্রাম- উদয়চাঁদপুর, পোস্ট - জীবন্তী, থানা - কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৬ **৩. জামিনদার: সফিউর রহমান,** পিতা- মরহুম হাজী এহসান গ্রাম- উদয়চাঁদপুর, পোস্ট - জীবন্তী, থানা - কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৬ **৪. জামিনদার সহ বন্ধকদাতা:** **জনাব ইকবাল হোসেন,** পিতা- সফিউর রহমান গ্রাম- উদয়চাঁদপুর, পোস্ট - জীবন্তী, থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৬ **খ) বহরমপুর, কৃষ্ণ নাথ রোড শাখা**	**সম্পত্তি ১:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সম্পত্তি যা গ্রাম - উদয়চাঁদপুর, মহালন্দী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, পো. - জীবন্তি, থানা - কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ), পিন - ৭৪২ ১৩৬-এ অবস্থিত। খতিয়ান আরএস - ২৮৬, এলআর- ৩৬২৩, প্লট এলআর- ৯৩৪, শ্রেণী - বাড়ি, পরিমাপ - ৫.৫০ ডেসিমেল, টাইটেল ডিড আই-১৩০ তারিখ ২৯.০৯.২০১০ অনুযায়ী, এডিএসআর - বহরমপুরে নিবন্ধিত, **সম্পত্তিটি মিস্টার হাসানুজামান শেখ-এর নামে বিদ্যমান। চতুর্সীমা:-** উত্তর- মাটির রাস্তা, দক্ষিণ- ভুজু শেখ-এর সম্পত্তি, পূর্ব- সফিউর রহমানের জমি, পশ্চিম- পিডাব্লিউডি গুদাম ও রাস্তা। **সম্পত্তি ২:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সম্পত্তি যা গ্রাম - উদয়চাঁদপুর, মহালন্দী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, পো.অ. - জীবন্তি, থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ (প.ব.), পিন - ৭৪২ ১৩৬-এ অবস্থিত। খতিয়ান আরএস-২৯৫৭, এলআর- ৩৬২২ প্লট এলআর-৯৪০, শ্রেণী - ভিটি, পরিমাপ - ৪.৫০ ডেসিমেল, টাইটেল ডিড আই- ৫২০০ তারিখ ১৬.০৭.২০১৩ অনুযায়ী, এডিএসআর বহরমপুরে নিবন্ধিত, **সম্পত্তিটি মিস্টার ইকবাল হোসেন-এর নামে বিদ্যমান। চতুর্সীমা:-** উত্তর- ৬ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- সফিউর রহমানের জমি, পূর্ব- মুর্সাল্লিম শেখ-এর জমি, পশ্চিম- রাখুহরি মন্ডলের সম্পত্তি। **সম্পত্তি ৩:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সম্পত্তি যা গ্রাম - উদয়চাঁদপুর, মহালন্দী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, পো. - জীবন্তি, থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ (প.ব.), পিন - ৭৪২ ১৩৬-এ অবস্থিত। খতিয়ান আরএস- ২৯৫৭, এলআর- ৩৬২২, প্লট আরএস - ৯৩৯, শ্রেণী - ভিটি, পরিমাপ - ৪.০০ ডেসিমেল, টাইটেল ডিড ১-৭০৪৭ তারিখ ২১.১২.২০১১ অনুযায়ী, এডিএসআর - বহরমপুরে নিবন্ধিত, **সম্পত্তিটি মিস্টার ইকবাল হোসেন-এর নামে বিদ্যমান। চতুর্সীমা:-** উত্তর- প্রধান মেটাল রোড, দক্ষিণ- হাসনুরজামান শেখ-এর সম্পত্তি, পূর্ব- মুর্সাল্লিম শেখ-এর জমি, পশ্চিম- ১৫ ফুট চওড়া রাস্তা তারপর বসির শেখ-এর সম্পত্তি।	**১,০৬,১৭,৯৪৫.০০ টাকা** (এক কোটি ছয় লক্ষ সতের হাজার নয়শত পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র) [বিবি ৩৬,৮৬,৬১৯.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওআই + এমওএক্স ৬৯,৩১,৩২৬.০০ টাকা] **২৫.০২.২০২৬** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	**সম্পত্তি ১:** **ক) ২২.০০ লক্ষ টাকা (*)** (বাইশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ২,২০ লক্ষ টাকা** (দুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB300416607831** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) বাস্তবিক দখল** **সম্পত্তি ২ :** **ক) ৪.৯৬ লক্ষ টাকা (*)** (চার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **খ) ০,৪৯৬ লক্ষ টাকা** (উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB300416607832** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) বাস্তবিক দখল** **সম্পত্তি ৩ :** **ক) ৪.৯৬ লক্ষ টাকা (*)** (চার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **খ) ০,৪৯৬ লক্ষ টাকা** (উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB300416607833** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) বাস্তবিক দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৫.০২.২০২৬ / স্থান : বহরমপুর — অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

অন্ধ্রপ্রদেশে দূষিত জল পান করে মৃত এক, অসুস্থ ৭০

ভোপাল, ২৫ ফেব্রুয়ারি: 'বিষাক্ত' পানীয় জলের কারণে অন্ধ্রপ্রদেশে মৃত্যু হল এক জনের। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ৭০ জন। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে এবং খরগোনের পর এ বার অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে আক্রান্তদের ভর্তি করানো হয়েছে। ওই এলাকায় জল সরবরাহ সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে বাসিন্দাদের কাছে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। জেলা প্রশাসনকে পরিস্থিতির উপর নজরদারি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আক্রান্তদের শারীরিক অবস্থা কেমন, খোঁজ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, জল খাওয়ার পরই অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পেটব্যথা, বমি এবং মাথা ঘোরার মতো নানা উপসর্গ দেখা দেয়। একের পর এক বাড়িতে লোকজন অসুস্থ হয়ে পড়ায় হুলস্থুল পড়ে যায়। তার মধ্যে এক জনের মৃত্যুর খবর আসায় সেই আতঙ্ক বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৭০ জন। তাঁদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

অসুস্থতার খবর পেয়েই তড়িঘড়ি এলাকায় পৌঁছন স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকেরা। শ্রীকাকুলামের জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক কে অনিতা সংবাদসংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, দাম্মালা ভিড়ি এলাকার ঘটনা। সেখানে পানীয় জল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ৭০ জন। মৃত্যু হয়েছে এক জনের। ইতিমধ্যেই ওই এলাকার পানীয় জলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। জলের দূষণের কারণেই এই ঘটনা, না কি নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ আছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আক্রান্তদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। এ ছাড়া এলাকায় আর কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন কি না, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তা নদরদারির ব্যবস্থা করছে প্রশাসন। বাসিন্দাদের শারীরিক পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন।

গত মাসে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর এবং খরগোন জেলায় দূষিত জল পান করে শতাধিক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তার মধ্যে ইন্দোরে ১৫ জনের মৃত্যুর ঘটনা আতঙ্ক বৃদ্ধি করে। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন দু'শো জনেরও বেশি বাসিন্দা। ইন্দোরের ভগীরথপুরার ঘটনায় জানা যায় যে, জলের পাইপলাইনে ফাটল থাকায় সেখান দিয়ে শৌচাগারের জল মিশে গিয়েছিল। আর তার জেরেই এই দুর্ঘটনা বলে অভিযোগ ওঠে।

মুজফ্ফরনগর অশান্তির ঘটনায় প্রমাণাভাবে বেকসুর খালাস ৩৭

লখনউ, ২৫ ফেব্রুয়ারি: প্রমাণের অভাবে ৩৭ জনকে বেকসুর খালাস করে দিল উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরনগরের আদালত। গোষ্ঠী সংঘর্ষে জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মঙ্গলবার মুজফ্ফরনগরের জেলা ও দায়রা আদালত জানিয়েছে, সরকার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ।

উল্লেখ্য, ২০১৩-র সেপ্টেম্বরে গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরনগর, শামলি প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন এলাকা। এই সংঘর্ষে নিহত হন প্রায় ৬০ জন। রাতারাতি নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেন হাজার হাজার মানুষ। গোষ্ঠী সংঘর্ষ চলাকালীন মুজফ্ফরনগর জেলার ফুগানা থানার বাহাওডি গ্রামে অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাটের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার ১২ বছর পর ৩৭ জনকে বেকসুর খালাস করে দিল আদালত। আদালতে সরকারি পক্ষের কৌঁসুলি নরেন্দ্র শর্মা জানান, ইমরান নামে এই অভিযোগকারী ১১০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, ২০১৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর একদল জনতা ধারালো অস্ত্র নিয়ে কুতবা গ্রামে হামলা চালিয়েছিল। অভিযোগে এ-ও বলা হয়েছিল, ওই গ্রামের অনেক বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তবে বিচারক মঞ্জুলা ভালোটিয়া জানান, সরকার পক্ষ আদালতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করতে পারেনি।

'সাংবিধানিক পদে বসে ধর্ম-বর্ণ, ভাষা নিয়ে আক্রমণ করা যায় না'

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি: সাংবিধানিক পদে থেকে কেউ ধর্ম, বর্ণ, ভাষা বা অঞ্চলের ভিত্তিতে কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে আক্রমণ করতে পারেন না। জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, সরকারি পদে আসীন ব্যক্তি হোন বা সাধারণ মানুষ, কেউ-ই কোনও বক্তৃতা, মিম, কার্টুন বা ভিজ্যুয়াল আর্টের মাধ্যমে কোনও সম্প্রদায়কে অপমান করতে পারেন না। নীরজ পাণ্ডে পরিচালিত এক চলচ্চিত্রের নাম ঘিরে সম্প্রতি বিতর্ক দানা বাঁধে। ওই চলচ্চিত্রের নাম একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি অপমানজনক বলে অভিযোগ ওঠে। তা নিয়ে মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টেও। চলচ্চিত্র নির্মাতা পক্ষ ইতিমধ্যে সেই নাম পরিবর্তনের জন্য রাজি হয়েছে। ফলে মামলাটিরও নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। বুধবার ওই মামলার রায় প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ওই মামলায় বিচারপতি উজ্জ্বল ভূইঞা এক পৃথক রায়ে এই পর্যবেক্ষণ জানিয়েছেন। নির্দেশনামায় বিচারপতি ভূইঞা লেখেন, 'ধর্ম, বর্ণ, ভাষা বা অঞ্চলের ভিত্তিতে কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে আক্রমণ করলে সংবিধান লঙ্ঘন করা হয়। তা তিনি যে-ই হোন না কেন। বিশেষ করে কোনও উঁচু সাংবিধানিক পদে বসে থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি করে প্রযোজ্য। কারণ তাঁরা সংবিধানকে রক্ষা করার শপথ নিয়েছেন।' সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি ভূইঞার বেঞ্চে এই মামলাটি ছিল। গত ১৯ ফেব্রুয়ারিই এই মামলার নিষ্পত্তি করে দিয়েছে আদালত। ওই দিন নীরজের হলফনামা পাওয়ার পরে সুপ্রিম কোর্ট ওই মামলার নিষ্পত্তি করে দেয়। নিষ্পত্তি করার সময়ে বিচারপতিরা এ-ও জানান, আগামী দিনে এটি নিয়ে আর কোনও বিতর্ক হবে না বলে আশা করছে আদালত।

ওড়ার কিছু পরেই তুরস্কে ভেঙে পড়ল এফ ১৬ বিমান

ইস্তানবুল, ২৫ ফেব্রুয়ারি: ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই হাইওয়ের উপর ভেঙে পড়ল তুরস্কের বিমানবাহিনীর এফ ১৬ বিমান। সে দেশের সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাত ১২টা ৫০ মিনিটে বালিকেসির বিমানঘাঁটি থেকে এফ ১৬ যুদ্ধবিমানটি ওড়ে। কিন্তু ওড়ার ৬ মিনিটের মধ্যেই বিমানটির সঙ্গে রেডারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বালিকেসিরের কাছে ইস্তানবুল-ইজমির হাইওয়েতে বিমানটি ভেঙে পড়ার খবর আসে। সে দেশে সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিমানটি হাইওয়েতে আছড়ে পড়তেই আগুন ধরে যায়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে পাইলট মেজর ইব্রাহিম বোলাতের। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিমানটি আছড়ে পড়তেই জোরালো বিস্ফোরণ হয়। তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে বিবৃতি জারি করে এই দুর্ঘটনার কথা জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে জানানো হয়, মঙ্গলবার স্থানীয় সময় রাত ১২টা ৫০ মিনিটে বিমানটি ওড়ে। ১২টা ৫৬ মিনিটে সেটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তল্লাশি শুরু হয়। তার পরই বালিকেসিরের কাছে হাইওয়েতে বিমানের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার হয়।

TENDER

NIT No: 17/DOM/MGP/15th FC 2025-26 & 18/DOM/MGP/15th FC 2025-26. Publishing & Submission Start Date: **24-02-2026 from 5.00 pm.** Bid Submission Closing Date: **02-02-2026 upto 12.00 pm.** Bid Opening Date: **05.02.2026 after 12.00 pm.**

Details See In: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

E-TENDER

e-Tender notice of Gohaliara GP Dubrajpur Dev. Block, Birbhum Prodhan, Gohaliara G.P. invited eTender of Schemes of **15th CFC vide NIT No-11/GGP/25-26 DATED. 28.01.2026 Bid Closes: 03.03.2026.**

For details pls visit **http://wbtenders.gov.in** or GP Office notice board.

Sd/- Prodhan
Gohaliara Gram Panchayet

Office of the Block Development Office Sagardighi :: Murshidabad.

NOTICE INVITING e-Tender

e-tender are invited through online bid system under following tender **(NIeT) No:-36/EN/SB/2025-2026, (FUND-15th CFC & 5th SFC) (Sl No 01 to 05) Dated:-19/02/2026**. The last date of online submission of tender is **05/03/2026 upto 14:00 hours.**

For details please visit website: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

E-TENDER

e-Tender notice of Chinpai GP Dubrajpur Dev. Block, Birbhum Prodhan, Chinpai GP invited eTender of different Schemes of vide **NIT No-18/GGP/25-26 Bid Closes: 28.02.2026 at 2.00 PM**

For details pls visit **http://wbtenders.gov.in** or GP Office notice board.

Sd/- Prodhan
Chinpai Gram Panchayet

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

1st Call 1st Corrigendum Notice

N.I.E. ET. No. 84/WS/Eng/26 Dt. 12-02-26

Bid Submission period: 05.03.26 instead of 23.02.26

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**

For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

Corrigendum-Correction of Earnest Money

In Connection with E-Tender Notice No. 146/PW/Eng/APAS/26 Dt. 28-01-26 2nd Call

Earnest Money Has Been Wrongly Uploaded For Sl. No. 1 To 28 Please Ignore The Same And Corrected Earnest Money Has To Be Deposited 2% On Estimated Amount For Each And Every Sl. No. Of 2nd Call I.E. Sl. No. 1 To 28.

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**

For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

1st Call 1st Corrigendum Notice

N.I.E. ET. No. 81, 82 & 83/WS/Eng/26 Dt. 12-02-26

Bid Submission period: 07.03.26 instead of 24.02.26

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**

For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

BONGAON MUNICIPALITY

Tender reference: WBMAD/NIeT/240/BM/2025-26/APAS (3rd.call)
Date: 18.02.2026
Tender ID:2026_MAD_5012376_1.

Which were floated from this office circulated **memo no.-B.M. /PWD/14 dated-18.02.2026.** Last date and Time submission of Original Instruments **27.02.2026** instead of **25.02.2026.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Tender reference: WBMAD/NIeT/239/BM/2025-26/APAS (3rd.call)
Date: 18.02.2026
Tender ID: 2026_MAD_5012377_1, 2026_MAD_5012377_2, 2026_MAD_5012377_3 .

Which were floated from this office circulated **memo no.-B.M. /PWD/15 dated-18.02.2026.** Last date and Time submission of Original Instruments **27.02.2026** instead of **25.02.2026.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

NOTICE INVITING TENDER FOR WORKS CONTRACT

NIT No.: JHOW/APAS/414, Date: 17.02.2026
NIT No.: JHOW/415/15TH, Date: 19.02.2026
NIT No.: JHOW/416/15TH, Date: 20.02.2026

Tender is invited through only only from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s). Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of Government of West Bengal **(www.wbtenders.gov.in).**

Sd/- **Prodhan**
Jhowdanga Gram Panchayat,
Jhowdanga, North 24 Pgs(W.B)

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA

Memo. No. 3197/RM, Date: 25.02.2026
Tender Ref No.: WBMAD/ULB/RM/NIT-25e/ 2025-26/SL1
Tender ID: 2026_MAD_1014871_1

Name of the work: Development work by paver unit near Shyam Sundar Para Durga mandir in ward No -11 within Ranaghat Municipality.Last Date Submission of **Bid : 05.03.2026**.

Memo. No. 3198/RM, Date: 25.02.2026
Tender Ref No.: WBMAD/ULB/RM/NIT-26e/2025-26/SL1
Tender ID: 2026_MAD_1014887_1

Name of the work: Construction of Paver Block Approach Road from Thanapara main road to OHR Zone-B in ward No -10 within Ranaghat Municipality.Last Date Submission of Bid:**12.03.2026**.

Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

Notice for Inviting Quotation

Sealed Quotation hereby invited for the Establishment of Firing Range for training of NCC cadet under 15 Bengal Bn NCC at Suri Vidyasagar College,

Genuine suppliers are requested to submit Quotation in prescribed format available at 15 Bengal Bn NCC office located at Suri. Quotations in sealed envelope to be dropped at the Quotation Box placed at the office location Last Date of Submission of Quotation : 05 Mar 2026

Opening Date of Quotation : 06 Mar 2026

LT. COL
ADM Officer
15 Bengal Bn NCC, Suri
Birbhum

---

1) offline Short Sealed BID-03 of 2025-26 of EE, P.W.D., BD-II for "(i) Construction of 2 nos temporary Helipad at Lalbagh open ground near Katra Masjid on Lalbagh Bhagwangola PWD road under Murshidabad Municipality and Play ground of C.R.G.S High School under Beldanga Municipality. **from contractor having credential of doing such type work in any Govt Organization. Date of Publication of BID:- 25.02.2026.**

Last date and time for receipt of application for issue of quotation documents:- 26.02.2026 Upto 1:00 p.m.

Last date and time for publication of list of technically eligible participants:- **26.02.2026 upto 2.00 pm.** Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope:- **26.02.2026 Upto 3:00 p.m.** Opening of financial bid:-**26.02.2026 upto 5.00 PM**

The details can be obtained from the website **http://www.wbpwd.gov.in** and office notice board.

Executive Engineer, P.W.D.
Berhampore Division No.II

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2050/25-26/2nd Call Dated 25.02.2026	Construction of Under Ground Pipe Line [pipe dia=600mm & Improvement of Road of Length - 582 m at Shyamkhola More to Bagher Danga at Ward No.- 25 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.70,32,494.00

Bid Submission end date: **13.03.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

Institute of Co-Operative Management for Agriculture & Rural Development,

ICMARD Building, 3rd Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067

NOTICE

e-Tender inviting Quotations from reputed Companies/Firms/OEMs having sufficient experience and adequate credentials for Supply, Installation, Testing & Commissioning of Addressable Fire Fighter Telephone System at ICMARD Building, located at Block – 14/2, CIT Scheme – VIII (M), Ultadanga, Kolkata – 700 067, has been issued under **Memo No. 2137/Admn./25-26/886 dated February 20, 2026** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2026_SCARD_1012687_1**. The last date for submission/uploading of Bid through online is **March 16, 2026.**

For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/ www.icmard.org**

February 23, 2026

Sd/-
Principal, ICMARD

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT

JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH

e-Tender Inviting Notice

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- (i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/43/2025-26, Dated 25.02.2026, (ii) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/44/2025-26, Dated 25.02.2026, Sl- 1 & 2, Fund : 15TH FC.** Bid Submission Start Date: **26.02.2026 at 09.00 AM.** Last Date of Bid Submission : **05.03.2026 up to 02.00PM.** Date of Opening: **07.03.2026 at 02.00 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

"ফর্ম নং ইউআরসি-২"
অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তি সম্পর্কিত নোটিশ এর বিজ্ঞাপন

(২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) অনুযায়ী)

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে, পনের দিন পরে কিন্তু অতঃপর ত্রিশ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে যে **'বাহুবলি হোল্ডিংস'** নামে একটি ব্যবসায়িক সত্তা কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর অধ্যায় XXI এর অংশ-I এর অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে।

২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যগুলি হল নিম্নরূপ :

ক) ভারতে বা বিদেশে, যেকোনো কোম্পানি, কর্পোরেশন, সরকার, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, বা অন্য কোনো সত্তা কর্তৃক জারি করা বা গ্যারান্টিযুক্ত শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার-স্টক, বন্ড, ইউনিট, সিকিউরিটিজ, ডেরিভেটিভস এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণ অধিগ্রহণ, সাবস্ক্রাইব, বিনিয়োগ, ধারণ, মালিকানা, ক্রয়, বিক্রয়, স্থানান্তর, বন্ধক বা অন্য কোনওভাবে লেনদেনের ব্যবসা পরিচালনা করা।

খ) বিভিন্ন ধরণের ডেরিভেটিভ উপকরণের ব্যবসায় জড়িত হওয়া যার মধ্যে রয়েছে ফিউচার, অপশন, সোয়াপ, ফরোয়ার্ড, পার্থক্যের চুক্তি এবং অন্যান্য কাঠামোগত আর্থিক পণ্য, যা স্বীকৃত এক্সচেঞ্জ বা ওভার-দ্য-কাউন্টার বাজারে লেনদেন করা হোক না কেন, প্রযোজ্য আইন এবং প্রবিধান সাপেক্ষে।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংস্থার নিবন্ধের একটি অনুলিপি ২০৭ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ৫ম তল, রুম নম্বর ৭৩এ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় যেকোনও কাজের দিন সকাল ১০.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে চাইলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড ১২২০৫০-এর রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে পারেন।

বাহুবলি হোল্ডিংস এর পক্ষে
তারিখ : ২৬-০২-২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা **রোহিত জৈন**

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ২৮৪_২০২৫-২৬ এবং ২৮৫_২০২৫-২৬ তারিখ ২৪.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকট, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **সিনি. ডিইএন/৪/হাওড়া**-র আওতাধীনে ঃ **ক্র. নং ১, ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২৮৪_২০২৫- ২৬, কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়ার আওতাধীনে এনএইচটি এবং আরজেজি ইয়ার্ড, আরপিএইচ ইয়ার্ড, পিকেআর ইয়ার্ড এবং তার চারপাশের কর্দমাক্ত পলি অপসারণ, স্যান্ড হাম্প, পাথ ওয়ে এবং নর্দমার কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৭,৬৪,৩৭,০৭৪.১৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৫,৩২,২০০ টাকা। **ক্র. নং ২, ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২৮৫_২০২৫- ২৬, কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়ার আওতাধীনে এইএন/আরপিএইচ-এর অধীনে ইয়ার্ড উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে পি. ওয়ে কাজ (এনএইচটি, আরজেজি, পিকেআর এবং আরপিএইচ-এ) যথা সিটিআর(এস) -১২.৮০৭ কিমি, টিবিআর-৫.২৪৬ কিমি, টিটিআর-১৭ সেট, লিফটিং, ডিপ স্ক্রিনিং, টার্ন আউট-এর উন্নয়ন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩,২১,৪০,৯৪৩.৫৯ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩,১০,৭০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** প্রতিক্ষেত্রে শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) প্রদান - ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। দ্রষ্টব্য ঃ আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে প্রদেয় বায়না অর্থ রূপে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রহণ করা হবে না।

HWH-645/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

BARRACKPORE MUNICIPALITY

B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.

TENDER NOTICE

No. 155/FCXV/PWD/T/25-26 Dated 25.02.2026.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **12.03.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY

B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.

TENDER NOTICE

No. 66/25-26/FCXVSWM/T Dated 25.02.2026.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **07.03.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY

B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.

TENDER NOTICE

No. 65/25-26/FCXV/T Dated 25.02.2026.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **12.03.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

DHANPOTA GRAM PANCHAYAT E- TENDER

Magraghat II Block, south 24 Parganas district

ABRIDGED NIT

On behalf of Dhanpota Gram Panchayat of Magraghat II Block under south 24 parganas dist. invites bids for **concrete drain 1 no new tubewell 1no and 2 no concrete road** vide NIT No.91 dated 26/02/2026 within the GP area. The Estimated Cost excluding GST & L. Cess are Rs.279031/- 193877/- 250594/- 250929/- respectively. The period of bid submission is 10 AM of 26st february to 5PM of 05th march 2026. Tender opening 07/03/2026

Sd/- Pradhan,
Dhanpota Gram Panchayat

ULUBERIA MUNICIPALITY

TENDER NOTICE

Notice Inviting e-Tender No. -
WBMAD/UM/899/e-Tender/2025-26 (2nd Call) Dated: 21.02.2026,
WBMAD/UM/900/e-Tender/2025-26 (2nd Call) Dated: 21.02.2026,
WBMAD/UM/901/e-Tender/2025-26 (2nd Call) Dated: 21.02.2026,
WBMAD/UM/902/e-Tender/2025-26 (2nd Call) Dated: 21.02.2026,
WBMAD/UM/903/e-Tender/2025-26 (2nd Call) Dated: 21.02.2026,

(Upgradation, Repair and maintenance of Clariflocculator. required steel structure painting work at 10 MGD WTP, rising near garuhata bridge for water supply, reparing 800 & 500 mm Dia Pipe & filter bed shade at Jagadishpur WTP under Uluberia Municipality)

Details are available in the **www.wbtender.gov.in**

Sd/- Executive Officer,
Uluberia Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2129/25-26 Dated 25.02.2026	The Fencing & Eucalyptus Pile Work (ave. 3m Exposed On Ground) Beside Karer Ganga At Ward No.31 With In Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 18,15,839.00
WBMAD/ULB/RSM/2130/25-26 Dated 25.02.2026	Bituminous Road from Astha to Jalpol in Ward no...01 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 15,24,747.00
WBMAD/ULB/RSM/2131/25-26 Dated 25.02.2026	Construction of Concrete Road with Drain near House of Dilip Majumdar at Dhalua Uttar Rabindranagar in Ward No. - 02 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 21,25,342.00

Bid Submission end date: **14.03.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

Durgapur Municipal Corporation

City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Laying of 15mm Dia PVC underground Pipe Line for Street Tap, Repairing of Tube Well at FCI Baste, AC- 276, Booth No.- 200, Ward- 28, Borough- 04.
e-Tender No. : WBDMC/W/11(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5013050_1 • Estimated Amount : 54,461.00/-
Last Date : 04th March 2026, up to 05:00 pm

2) Name of the Work: Supply, Fixing of LED Light Fittings at Nadiha Street No.- 7, under Ward No.- 42 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/342(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5013043_1 • Estimated Amount : 34,481.00/-
Last Date : 04th March 2026, up to 05:00 pm

3) Name of the Work: Construction of Concrete Road from Radha Kanta Biswas House to Krishna Biswas House under Booth No.- 256, Ward No.- 41 of DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/397(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5013033_1 • Estimated Amount : 1,66,981.00/-
Last Date : 04th March 2026, up to 05:00 pm

4) Name of the Work: Repairing of Bituminous of Premendra Mitra Bithi within Ward No.- 22.
e-Tender No. : WBDMC/W/176(APAS) of 25-26 (4th Call)
Tender ID : 2026_MAD_5013056_1 • Estimated Amount : 2,42,104.00/-
Last Date : 04th March 2026, up to 02:00 pm
For details : **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ (নিলাম পরিচালনকারী আধিকারিক), ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক শিয়ালদহ ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-নিলাম কর্মসূচির তালিকা প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে।

অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পার্ক-মার্চ-২৬-১। নিলাম শুরু ঃ ০৫.০৩.২০২৬ তারিখ (দুপুর ১টা)। **এসইকিউ নং, আইআরইপিএস লট নং এবং পার্কিং লট** নিম্নরূপ ঃ **এএ/১, পার্কিং-এসডিএএইচ-এজি-টিডব্লু-৩-২৬-১,** আড়ংঘাটা। **এএ/২, পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএইচ-টিডব্লু-২২২-২৫-১,** নৈহাটী। **এএ/৩, পার্কিং-এসডিএএইচ-বিকিউজি-টিডব্লু-৩০৭-২৩-২,** ভগবানগোলা। **এএ/৪, পার্কিং-এসডিএএইচ-বিইবি-টিডব্লু-৩৩৬-২৫-১,** বেলডাঙা। **এএ/৫, পার্কিং-এসডিএএইচ-আইপি-টিডব্লু-২৮১-২৩-২,** ইছাপুর। **এএ/৬, পার্কিং-এসডিএএইচ-এসটিবি-টিডব্লু-১৬-২৬-১,** শান্তিপুর। **এএ/৭, পার্কিং-এসডিএএইচ-বিজিএল-টিডব্লু-২৬০-২৩-২,** বগুলা। **এএ/৮, পার্কিং-এসডিএএইচ-এসটিবি-টিডব্লু-১৮-২৫-১,** শান্তিপুর। **এএ/৯, পার্কিং-এসডিএএইচ-এজি-টিডব্লু-২২৭-২৫-১,** আড়ংঘাটা। **এএ/১০, পার্কিং-এসডিএএইচ-বিজিএল-টিডব্লু-২৫৫-২৬-১,** বগুলা। **এএ/১১, পার্কিং-এসডিএএইচ-এজিপি-টিডব্লু-৩১৭-২৩-১,** আগরপাড়া। **এএ/১২, পার্কিং-এসডিএএইচ-বিজিওয়াই-টিডব্লু-২৭৪-২৩-২,** বেথুয়াডহরী। **এএ/১৩, পার্কিং-এসডিএএইচ-এমপিই-টিডব্লু-৩৩৯-২৩-১,** মালতীপুর। **এএ/১৪, পার্কিং-এসডিএএইচ-বিপিসি-টিডব্লু-১৮০-২৪-১,** বহরমপুর। **এএ/১৫, পার্কিং-এসডিএএইচ-বিএলওয়াইজি-টিডব্লু-৩৬০-২৫-১,** বালি ঘাট। **এএ/১৬, পার্কিং-এসডিএএইচ-এমপিই-টিডব্লু-৩৭৯-২৬-১,** মালতীপুর। **এএ/১৭, পার্কিং-এসডিএএইচ-বিটিওয়াই-টিডব্লু-২৭৩-২৩-২,** বেথুয়াডহরী। **এবি/১, পার্কিং-এসডিএএইচ-এমজিএম-এমএক্স-৩৬৩-২৬-১,** মুড়াগাছা।

অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পার্ক-মার্চ-২৬-০২। নিলাম শুরু ঃ ১১.০৩.২০২৬ তারিখ (দুপুর ১২টা)। **এসইকিউ নং, আইআরইপিএস লট নং এবং পার্কিং লট** নিম্নরূপ ঃ **এএ/১, পার্কিং-এসডিএএইচ-বিপি-টিডব্লু-২৩২-২৬-১,** ব্যারাকপুর। **এএ/৩, পার্কিং-এসডিএএইচ-এফএলইউ-টিডব্লু-৮০-২৬-১,** ফুলিয়া। **এএ/৪, পার্কিং-এসডিএএইচ-বিএলএইচ-টিডব্লু-২০-২৬-১,** বেলঘরিয়া। **এএ/৫, পার্কিং-এসডিএএইচ-এমআইজি-টিডব্লু-২৬৫-২৬-১,** মাজদিয়া।

সম্ভাব্য সকল দরপ্রস্তাবদাতাগণকে আরও বিশদের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

SDAH-414/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ছোট দেশ, বড় স্বপ্ন ?

যেখানে জয় সব নয়, সাহসই পরিচয় !

বিট্টু দত্ত

বিশ্বকাপ মানেই আলো ঝলমলে মঞ্চ, তারকাদের দাপট, কোটি টাকার বিজ্ঞাপন আর টিভি রেটিংয়ের হুড়োহুড়ি। কিন্তু এই ঝলমলে ছবির আড়ালেই লুকিয়ে থাকে আরও একটি গল্প; যে গল্পে নেই বড় স্পনসর, নেই সুপারস্টারের গ্ল্যামার, আছে শুধুই লড়াই। সেই লড়াই ছোট দেশগুলোর। যারা বিশ্বকাপে নামে ট্রফি জয়ের স্বপ্ন নিয়ে নয়, বরং নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করার তাগিদে। টি-২০ বিশ্বকাপ সেই মঞ্চ, যেখানে আফগানিস্তান, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া বা স্কটল্যান্ডের মতো দলগুলো বারবার জানিয়ে দেয়; ক্রিকেট শুধু কয়েকটা দেশের সম্পত্তি নয়। বিশ্ব ক্রিকেট দীর্ঘ দিন ধরেই ‘বিগ থ্রি’ নির্ভর- ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। সম্প্রচার স্বত্ব, সূচি, এমনকী, আইসিসির সিদ্ধান্তেও এই দেশগুলোর প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। এই কাঠামোর মধ্যেই ছোট দেশগুলোকে লড়তে হয় সীমিত সুযোগ, কম অর্থ ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে। তবুও তারা থামে না। কারণ, তাদের কাছে বিশ্বকাপ মানে চারটে ম্যাচ নয়, মানে গোটা জাতির স্বপ্ন।

যুদ্ধের ছায়া থেকে বিশ্বমঞ্চে আফগান ক্রিকেট

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, যেখানে একসময় ক্রিকেট খেলাই ছিল বিলাসিতা। তালিবান শাসন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, নারী ক্রিকেট নিষিদ্ধ; সব মিলিয়ে আফগান ক্রিকেট যেন প্রতিনিয়ত প্রশ্নের মুখে। অথচ এই দলই বিশ্বকাপে নামলে বড় দলগুলোর ঘুম কেড়ে নেয়। আইপিএল বা অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে বড় হওয়া আফগান ক্রিকেটাররা আজ আর ‘অসহায়’ নন। রশিদ খান, মহম্মদ নবি কিংবা মুজিব উর রহমানরা দেখিয়ে দিয়েছেন, প্রতিভার জাত-ধর্ম-সীমান্ত হয় না। তবুও বাস্তবতা কঠিন। ঘরের মাঠ নেই, অনুশীলনের নির্দিষ্ট কেন্দ্র নেই, নিরাপত্তার ভয়ে বিদেশে প্রস্তুতি। তবুও আফগানিস্তান প্রতিটি ম্যাচে নামে চোখে আগুন নিয়ে। কারণ জয় মানে শুধু পয়েন্ট নয়; জয় মানে বিশ্বের সামনে মাথা তুলে দাঁড়ানো।

ইউরোপের নির্ভীক চ্যালেঞ্জ

ক্রিকেট মানেই যে উপমহাদেশ বা কমনওয়েলথ দেশ, এই ধারণা ভেঙেছে নেদারল্যান্ডস ক্রিকেট দল। ফুটবলের দেশে ক্রিকেট যে বেঁচে থাকতে পারে, তা বারবার প্রমাণ করেছে ডাচরা। তারা পেশাদার অবকাঠামো ছাড়া, আংশিক পেশাদার ক্রিকেটার নিয়েই বিশ্বকাপে লড়ে। নেদারল্যান্ডসের অনেক ক্রিকেটারই দিনের বেলা চাকরি করেন, সন্ধ্যায় প্র্যাকটিস। কারও কাজ অফিসে, কারও বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবুও মাঠে নামলে তাঁরা কোনও তারকাকে ভয় পান না। বিশ্বকাপে বড় দলকে হারিয়ে দেওয়া তাঁদের কাছে নতুন কিছু নয়। এই নির্ভীকতাই তাঁদের আসল শক্তি। তাঁরা জানেন, হারলেও হারানোর কিছু নেই। কিন্তু জিতলে বদলে যেতে পারে গোটা দেশের ক্রিকেট ভবিষ্যৎ।

আফ্রিকার নতুন স্বপ্ন

একসময় আফ্রিকান ক্রিকেট মানেই দক্ষিণ আফ্রিকা বা জিম্বাবোয়ে। কিন্তু গত কয়েক বছরে সেই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে নামিবিয়া ক্রিকেট দল। সীমিত অর্থ, ছোট লিগ, কম আন্তর্জাতিক ম্যাচ; সব কিছুর মধ্যেও নামিবিয়া ধীরে ধীরে নিজেদের শক্ত ভিত তৈরি করেছে। নামিবিয়ার ক্রিকেটাররা বড় লিগে সুযোগ পান কম, কিন্তু বিশ্বকাপের মঞ্চে তাঁরা নিজেদের সেরা ক্রিকেটটাই উপহার দেন। তাঁদের কাছে বিশ্বকাপ মানে প্রতিটি বল, প্রতিটি রান যুদ্ধ। কারণ, ভালো পারফরম্যান্স মানেই আইসিসির বাড়তি অনুদান, মানে আরও ম্যাচ খেলার সুযোগ, মানে দেশের ক্রিকেটে নতুন প্রজন্মের আগমন।

অর্থই কি সব ?

ছোট দেশগুলোর সবচেয়ে বড় সমস্যা অর্থনৈতিক। বড় দলগুলো যেখানে বছরে ডজনখানেক সিরিজ খেলে, সেখানে ছোট দলগুলোর ক্যালেন্ডার ফাঁকা। ম্যাচ নেই মানে অভিজ্ঞতা নেই, আয় নেই, স্পনসর নেই। এই চক্র ভাঙা কঠিন। বিশ্বকাপই তাদের একমাত্র বড় জানালা। একটি ভালো বিশ্বকাপ মানে আইসিসির নজর, মানে ভবিষ্যতে আরও টুর্নামেন্টে আমন্ত্রণ। তাই ছোট দেশগুলোর কাছে বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচ যেন ফাইনাল। তারা জানে, এখানে ব্যর্থ হলে চার বছর অন্ধকার। দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে। একসময় দর্শকরা ছোট দল মানেই ‘সহজ জয়’ ভাবতেন। এখন সেই ধারণা বদলেছে। বিশ্বকাপে বড় দলগুলোর হোঁচট, অঘটন; সবই প্রমাণ করছে ক্রিকেটের শক্তির ভারসাম্য ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। এই বদলের নেপথ্যে ছোট দেশগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। তারা হয়তো ট্রফি জিতবে না, কিন্তু ক্রিকেটকে অনিশ্চয়তা দেয়। আর এই অনিশ্চয়তাই খেলাটাকে বাঁচিয়ে রাখে।

টি-২০ বিশ্বকাপ শুধু চ্যাম্পিয়ন খোঁজার মঞ্চ নয়। এটা স্বপ্ন দেখার জায়গা। যেখানে ছোট দেশগুলো বড় স্বপ্ন নিয়ে নামে। তারা জানে, পথ কঠিন। তবুও তারা হাঁটে। কারণ, ক্রিকেট তাদের কাছে পেশা নয় শুধু; ক্রিকেট তাদের পরিচয়, তাদের কণ্ঠস্বর।

ছোট দেশ, বড় স্বপ্ন; এই গল্পই বিশ্বকাপকে সত্যিকারের বিশ্বকাপ করে তোলে।

আইএসএলে মহামেডানের কোচিং শুভাশিসের কাছে সৌভাগ্যের বিষয়

ঋতিকা চক্রবর্তী

এবারের আইএসএলের অন্যতম ইতিবাচক দিক হল ভারতীয় ফুটবলাররা বেশি সুযোগ পাচ্ছেন। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের অনেকেই বলছিলেন, এবারের আইএসএল থেকে আমরা খুঁজে পেতে পারি ভবিষ্যতের সুনীল ছেত্রীকে। অর্থ সঙ্কট ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের লিগের জেরে বহু ক্লাব ছেড়ে দিয়েছে তাদের বিদেশি ফুটবলারদের। ভরসা এখন দেশীয় ফুটবলাররাই। অন্য দিকে আইএসএলের ইতিহাসে এই প্রথমবার কোনও দল সম্পূর্ণ দেশীয় স্কোয়াড নিয়ে খেলছে। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব একেবারে দেশীয় স্কোয়াড নিয়ে দুর্দান্ত লড়াই দিয়েছে তাদের প্রথম ম্যাচে জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে। যদিও প্রথম হোম ম্যাচে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে ০-২ ব্যবধানে পরাজয় সাদা-কালো ব্রিগেডের।

এই মহামেডান দলে রয়েছে অনেক বাঙালি। দু’জন বাঙালি কোচ, সঙ্গে স্কোয়াডে রয়েছে সাতজন বাঙালি ফুটবলার। নীলাঞ্জন গুহ মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সহকারী কোচের দায়িত্বে রয়েছেন। আইএসএলের আগেই নতুন গোলকিপার কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন শুভাশিস রায়চৌধুরী। সাদা-কালো ব্রিগেডের তরুণ গোলকিপার শুভজিৎ ভট্টাচার্য ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছেন শুভাশিসের হাতে। মহামেডান দলের প্রথম গোলকিপার পদম ছেত্রী সাসপেন্ড থাকায় আইএসএলের প্রথম দুই ম্যাচে প্রথম একাদশে শুরু করেন শুভজিৎ। সামান্য কিছু ভুল-ভ্রান্তি বাদে নিঃসন্দেহে নজরকাড়া পারফরম্যান্স শুভজিতের। শুধু তাই নয়, ডুরান্ড, সুপার কাপ যখনই সুযোগ পেয়েছেন, নজর কেড়েছেন শুভজিৎ। অবশ্যই এর পিছনে অবদান রয়েছে জাতীয় দলের প্রাক্তন গোলকিপার শুভাশিস রায়চৌধুরীর।

গত মরশুমে আইএসএলে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে নিয়ে প্রত্যাশা ছিল সমর্থকদের। শুরুটা যথেষ্ট নজরকাড়া হলেও ধীরে ধীরে ছন্দ হারাতে শুরু করেছিল কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। তবে এই মরশুমে একেবারেই সমর্থকদের প্রত্যাশার চাপ নেই মহামেডান ফুটবলারদের উপর।

এর ফলেই দলের সঙ্গে কাজ করা আরও সহজ হয়েছে বলে মনে করছেন দলের গোলকিপার কোচ শুভাশিস রায়চৌধুরী। মহামেডানের আগে এবারের বেঙ্গল সুপার লিগে সুন্দরবন অটো এফসির গোলকিপার কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। এবারের আইএসএলে জাতীয় দলের এই প্রাক্তন গোলকিপারের উপরেই ভরসা রাখল সাদা-কালো ব্রিগেড। সামনেই মার্চ মাসে রয়েছে ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডো। ভারতীয় শিবিরে ডাক পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে গোলকিপার শুভজিৎ ভট্টাচার্যের।

মহামেডান ক্লাবে যোগ দেওয়ার বিষয়ে শুভাশিস বলেন, ‘ঐতিহ্যশালী ক্লাব, কলকাতার তিন প্রধানের যে কোনও ক্লাবে কাজ করাই সৌভাগ্যের বিষয়।’ টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমি থেকে উঠে এসে নিজের ফুটবল কেরিয়ার শুরু করেছিলেন গোলকিপার শুভাশিস রায়চৌধুরী। জাতীয় ফুটবল লিগে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলে ক্লাব অভিষেক হয়েছিল তাঁর। ২০০৫ সালে মাহিন্দ্রা ইউনাইটেডের হয়ে খেলে চার্চিল ব্রাদার্সকে ৩-২ গোলে হারিয়ে ডুরান্ড কাপ জিতেছিলেন তিনি। এরপর তিনি খেলেছেন ডেম্পো স্পোর্টিং, এটিকে, কেরালা ব্লাস্টার্স, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এবং জামশেদপুর এফসিতে।

ময়দান
T20 WORLD CUP
2026

কড়া বার্তা সূর্যদের, কাপ স্বপ্ন বাঁচাতে মরিয়া গম্ভীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রান রেট বাড়ানোর চাপ এমনিতেই বড়। তার উপর ব্যাটারদের অর্ধেক ফর্মে না থাকায় ভারতীয় শিবিরে উদ্বেগ ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। প্রাক-বিশ্বকাপ পর্বে যাঁকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি চর্চা হয়েছিল, সেই অভিষেক শর্মা এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত ব্যর্থ। চার ম্যাচে তাঁর রান- ০, ০, ০ এবং ১৫। ওপেনিংয়ে এই ব্যর্থতা সরাসরি প্রভাব ফেলছে দলের ছন্দে। ফলে সুপার এইটে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে টিম ম্যানেজমেন্টের মাথাব্যথা বেড়েছে বহুগুণ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্পিনারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটারদের দুর্দশা। প্রতিপক্ষরা কার্যত বুঝে গিয়েছে, শুরুতেই অফস্পিনার আনা হলে ভারতীয় ব্যাটিং চাপে পড়ছে। নতুন বলে উইকেট তুলে নেওয়ার এই ছক বেশ কয়েকটি দলই কাজে লাগাচ্ছে। তাই চিপকে আর কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না ভারত। তাই পাটা উইকেটের ফর্মুলাতেই ফিরতে চাইছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

চেন্নাইয়ে নেট সেশনেই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে। দেখা গেল, ঈশান কিষান, তিলক বর্মা এবং অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব দীর্ঘক্ষণ ধরে ব্যাটিং অনুশীলন করছেন। এক নেট থেকে আর এক নেটে ঘুরে ঘুরে ব্যাটিং করলেন তাঁরা। প্রায় পুরো সময়টাই স্পিনারদের দিয়ে বোলিং করানো হয়। সূর্য একাধিক দফায় ব্যাটিং করলেন। সবার শেষে আবার নেটে ঢুকে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ব্যাটিং চালিয়ে যান। নেটের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভারতীয় কোচ গৌতম গম্ভীর। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টানা দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যেকের ব্যাটিং দেখেন এবং মাঝেমধ্যেই টুকটাক পরামর্শ দেন।

সূত্রের খবর, দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের পর পুরো দলকে তুলোধোনা করেন গম্ভীর। ড্রেসিংরুম থেকে শুরু করে হোটেল পর্যন্ত সেই রোষ চলেছে। শোনা যাচ্ছে, জশপ্রীত বুমরাহ ও বরুণ চক্রবর্তী ছাড়া প্রায় সবাই কোচের ভর্ৎসনার মুখে পড়েন। এমনকী, অধিনায়ক সূর্যকুমারও ছাড় পাননি। এই কঠোর মনোভাবেই দলের ভিতরের শৃঙ্খলা ফেরাতে চাইছেন গম্ভীর।

তবে কোচের স্ট্র্যাটেজিও প্রশ্নের মুখে। আমদাবাদে হঠাৎ করে সহ-অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলের বদলে ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানো নিয়ে প্রবল সমালোচনা হয়েছে। টিমের অন্দর থেকে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল, পাওয়ার প্লেতে কুইন্টন ডি’কক-রিকেলটনদের আটকানোর পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ক্রিকেটমহলের পালটা প্রশ্ন, যখন দলে বুমরাহ ও অর্শদীপ সিংয়ের মতো সেরা পেসার রয়েছে, তখন কেন তাঁদের উপর পুরোপুরি ভরসা রাখা হল না?

চিপকে অক্ষরের ফেরা প্রায় নিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে। আসলে গম্ভীর নিজেও বুঝে গিয়েছেন, এই মুহূর্তে আর সামান্য এদিক-ওদিক হলেই বিশ্বকাপের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে। তাই ঝুঁকির বদলে পরীক্ষিত পথে হাঁটতেই মরিয়া ভারতীয় শিবির।

মিগুয়েল-সউলকে নিয়ে শঙ্কা, ফের চোট সমস্যায় ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে জামশেদপুর এফসির মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল। টানা দুই ম্যাচ জিতে পয়েন্ট টেবিলের প্রথম স্থানে থাকা লাল-হলুদ বাহিনী এই ম্যাচেও জয় ছিনিয়ে নিয়ে হ্যাটট্রিক করতে চাইছে। বুধবার যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে নিজেদের অনুশীলন সারল ইস্টবেঙ্গল।

তবে ইস্টবেঙ্গলে চোট-আঘাতের সমস্যা পিছু ছাড়ছে না। এদিনও সাইডলাইনে ছিলেন মিগুয়েল ফিগুয়েরা ও সউল ক্রেসপো। মিগুয়েল কেবল মাঠের সাইডলাইন জুড়ে দৌড়লেন, পুরোদমে অনুশীলন করলেন না সউলও। গত দুই ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট খেলেছেন মিগুয়েল। মাঝমাঠের অন্যতম শক্তির চোটের সমস্যা হলে বেশ সমস্যায় পড়বেন অস্কার। মিগুয়েল ঘাড়ে ব্যথা অনুভব করায় মঙ্গলবারও অনুশীলন করেননি। আপাতত পরীক্ষা করা হবে তাঁর। সউলের এমআরআই রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে। সেটা দেখেই তাঁর চোটের গভীরতা সম্পর্কে জানা যাবে।

অন্য দিকে, ইস্টবেঙ্গলের নতুন ড্যানিশ ফরোয়ার্ড পুরোদমে অনুশীলন করছেন দলের সঙ্গে। তাঁকে বেশ ভালো ছন্দেই দেখা গেছে। চোট কাটিয়ে মহেশ ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। জামশেদপুর ম্যাচে প্রথম একাদশে ফিরতে পারেন তিনি। সেক্ষেত্রে মিগুয়েল না থাকলে মাঝমাঠে মহেশ ও রশিদ খেলতে পারেন। দুই উইংয়ে বিপিন ও এডমুন্ড এবং সম্ভবত আক্রমণ ভাগে ইউসেফের সঙ্গে শুরু করতে পারেন অ্যান্টন সোবার্গ।

মাঠের বাইরেও ‘যুদ্ধ’, গ্যালারিতে হাতাহাতি পাক-ইংরেজ সমর্থকের

কলম্বো, ২৫ ফেব্রুয়ারি: শ্রীলঙ্কার পাল্লেকেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের ম্যাচ শুধু মাঠের লড়াইয়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি। টানটান উত্তেজনার সেই ম্যাচ শেষ পর্যন্ত ২ উইকেটে জিতে নেয় ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল। কিন্তু ম্যাচ শেষে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে গ্যালারির এক বিব্রতকর ঘটনা, যা মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে সমাজমাধ্যমে।

ভিডিয়ো অনুযায়ী, গ্যালারিতে এক ইংরেজ সমর্থক ও এক পাকিস্তানি সমর্থকের মধ্যে শুরু হয় তীব্র বাদানুবাদ। পাকিস্তানি সমর্থকের জার্সির পিছনে লেখা ছিল ‘সাউদ’। পরে জানা যায়, সেটি তাঁর নাম। ভিডিওতে দেখা যায়, সাউদ প্রথমে ইংরেজ সমর্থকের পোশাক ধরে টানাটানি শুরু করেন। উত্তেজিত হয়ে ইংরেজ সমর্থকও পালটা এগিয়ে যান। দু’জনের কথাবার্তা ও আচরণ ক্রমশ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠায় পরিস্থিতি দ্রুত হাতের বাইরে চলে যায়। ঠিক সেই সময় কয়েক জন শ্রীলঙ্কান সমর্থক এগিয়ে এসে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁদের মধ্যে একজন তো চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে ইংরেজ সমর্থকের গলা জড়িয়ে ধরে তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। তবুও উত্তেজনা পুরোপুরি প্রশমিত হচ্ছিল না। সাউদও ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছিলেন। আশপাশের দর্শকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং গ্যালারিতে অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি হয়। এই ঘটনার দায় অবশ্য নিজের কাঁধে নিতে নারাজ সাউদ। তাঁর দাবি, প্রথমে ওই ইংরেজ সমর্থক তাঁর গায়ে বিয়ারের গ্লাস ছুড়ে মারেন। তিনি তার প্রতিবাদ করলে ইংরেজ সমর্থক তেড়ে আসেন। সাউদের বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি আগে থেকে কোনও উসকানি দেননি এবং আত্মরক্ষার চেষ্টা করতেই পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয়। যদিও এই দাবির সত্যতা এখনও যাচাই হয়নি।

এই বিবাদের ভিডিওটি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন অস্ট্রেলিয়ার এক নেটপ্রভাবী জেক জিনিংস। তিনি অভিযোগ করেছেন, ওই পাকিস্তানি সমর্থক নাকি প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই গ্যালারিতে ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করেন। শুধু এই ম্যাচ নয়, অতীতেও তাঁর সঙ্গে একই ধরনের আচরণ করেছেন সাউদ; এমন দাবিও তুলেছেন জিনিংস। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক ম্যাচে দর্শকদের এমন আচরণ ক্রিকেটের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। জেক জিনিংস আরও বলেন, বিষয়টি হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই। তাঁর আর্জি, আইসিসির উচিত দ্রুত এই ঘটনার তদন্ত করা এবং সংশ্লিষ্ট সমর্থকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া। যদিও এখনও পর্যন্ত আইসিসি বা ম্যাচ আয়োজকদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মাঠের বাইরের এই অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে আবারও প্রশ্ন উঠছে; আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দর্শকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণে আরও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন কি না। মাঠের উত্তেজনা যেন গ্যালারিতে হিংসায় রূপ না নেয়, সেটাই এখন ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রধান প্রত্যাশা।